আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ্ঃ) প্রণীত

'লাক্বতুল মারজ্বানি ফী আহ্কামিল জ্বান্ন্' গ্রন্থের
সহজ-সরল-সাবলীল অনুবাদ

জ্বিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মোহাম্মদ হাদীউজ্জামান

মদীনা পাবলিকেশন্স, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
শাখা ঃ ৫৫বি. পুরানা পল্টন (দোতালা), ঢাকা-১০০০

যাবতীয় প্রশংসা অনন্ত মহান আল্লাহর প্রাপ্য
এবং
বুকভরা দুরূদ ও সালাম তাঁর রসূলের জন্য।

প্রসঙ্গ কথা

আস্‌সালামু আলাইকুম ও রহ্‌মাতুল্লাহ।

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আমরা, মুসলমানরা, 'জ্বিন' এর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কারণ, মহাস্রষ্টা আল্লাহ পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় জ্বিনের কথা উল্লেখ করেছেন সুস্পষ্ট ভাষায়। প্রিয়নবীজির প্রিয় হাদীসেও জ্বিন-বিষয়ক বহু আলোচনা পাওয়া যায়। তাই জ্বিনের অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখার বিষয়টি ঈমান-আকীদা'র অংশ হয়েই দাঁড়ায়।

মূলতঃ অমুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছে 'ভূত' নিয়ে অদ্ভুতরকমের বিভ্রান্তি। এদের মধ্যে একদল পণ্ডিত ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ওরা নিজেদের বিশ্বাসের স্বপক্ষে নানান ধরনের যুক্তি প্রমাণ অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন। কিন্তু আরেকদল অমুসলিম পণ্ডিত ওগুলোকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেন।

আসলে উভয় দলই বিভ্রান্ত। কেননা 'ভূত' বলে কিছুই নেই। আছে 'জ্বিন'। জ্বিনদের বিভিন্ন কার্যকলাপ মাঝে-মধ্যে দেখে শুনে কেউ কেউ সেগুলোকে 'ভূতের কারসাজি' বলে মনে করেন এবং ওগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাতড়াতে থাকেন 'ভূতে অবিশ্বাসীরা'।

কিন্তু আমরা, যারা জ্বিনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, জ্বিনদের বিষয়ে অনেক কিছুই জানি না। আমরা অনেকেই জানি না জ্বিনরা কী খায়, কোথায় থাকে, কীভাবে বংশ বাড়ায়, মরে গেলে ওদের দেহ কোথায় যায় ইত্যাদি-ইত্যাদি। তাই, সঙ্গত কারণেই আমাদের মনে জ্বিনদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অজস্র কৌতূহল দেখা দেয়। জানতে ইচ্ছা হয় জ্বিনবিষয়ক নানান খুঁটিনাটি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেকেরই এই স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পূরণ হয় না। কারণ জ্বিনবিষয়ক নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক যেমন স্বল্প তেমনই দুষ্প্রাপ্য। বাংলায় তো ছিলই না।

আমাদের ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের প্রধানতম উৎস আরবীতে জ্বিনবিষয়ক গ্রন্থ লেখা হয়েছে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। সেগুলির মধ্যে অন্যতম আল্লামা বদরুদ্দীন শিব্‌লী (রহ.) (৭২৯ হি.) প্রণীত আকামুল মারজ্বানি ফী আহ্‌কামিল জ্বান্ন। বিষয়বস্তুর বিচারে গ্রন্থটি যথেষ্ট ভালো হলেও সাধারণ পাঠকদের পক্ষে

পুরোপুরি উপযোগী নয়। তাই এতে প্রয়োজনমতো সংযোজন বিয়োজন ও পরিবর্তন পরিবর্ধনের পর সাধারণের উপযোগী করে আরেকটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন আরেক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) (৯১১ হি.)। আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ) তাঁর ওই পাণ্ডুলিপির নামকরণ করেন লাক্বতুল মারজ্বানি ফী আহ্‌কামিল জ্বান্ন। এটিকে জ্বিনবিষয়ক বিশ্বকোষও বলা যায়। তাই আমরা বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য এই আকর গ্রন্থটি বেছে নিলাম এবং সাধ্যমতো সহজ সরল সাবলীল অনুবাদের মাধ্যমে জ্বিন জাতির বিস্ময়কর ইতিহাস নামে পেশ করলাম।

বাংলার পাঠকদের কথা মাথায় রেখে গ্রন্থটি আগাগোড়া হুবহু অনুবাদ করা হয়নি। কোনও কোনও বর্ণনা, একাধিকবার এসে যাওয়ার দরুন, বাদ দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও অংশ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকার কারণে। একই বিষয়ের বিক্ষিপ্ত বর্ণনাগুলো আনা হয়েছে একই পরিচ্ছেদের অধীনে। তাছাড়া পর্ব, পরিচ্ছেদ, অনুচ্ছেদ প্রভৃতি বিন্যাস এবং সেগুলির শিরোনাম উপশিরোনাম প্রভৃতির নামকরণের অধিকাংশ করা হয়েছে নিজেদের তরফ থেকে।

গ্রন্থটির অনুবাদে পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেম ইমদাদুল্লাহ আনওয়ার সাহেবের উর্দূ তরজমা 'তারীখে জ্বিন্নাত ওয়া শায়াত্বীন' থেকে যথেষ্ট সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে সংযোজিত বর্ণনাসূত্রগুলিও এতে ব্যবহার করা হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, এ গ্রন্থকে বলা যায় জ্বিনবিষয়ক বিশ্বকোষ, তাই এর মধ্যে কিছু 'যঈফ' এবং 'মাউযূ বর্ণনাও থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। রূপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে অনেক বর্ণনা। সুতরাং আকায়িদ ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে গ্রন্থটিকে পুরোপুরি শরীয়তী গুরুত্ব দেওয়া চলবে না।

সাধ্যমতো সাবধানতা সত্ত্বেও, স্বল্প যোগ্যতার কারণে, কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও থেকে যেতে পারে। কোনও সহৃদয় পাঠকের নযরে তেমন কিছু ধরা পড়লে জানিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রাখলাম।

আল্লাহ আমাদের সকলের মেহনত কবূল করুন।

৯ রবীউল আউ্য়াল
১৪২২ হিজরী

ওয়াসসালাম
আপনাদের দুআপ্রার্থী
মোহাম্মদ হাদীউজ্জামান

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

জ্বিন সম্প্রদায়ের বিষয়ে হাজারো প্রশ্নের উত্তরমালা

মধ্য পর্ব

জ্বিনদের বিষয়ে আরও কিছু আজব ঘটনা

শেষ পর্ব

অভিশপ্ত শয়তানের বিষয়ে অসংখ্য ঘটনা ও বর্ণনা

প্রথম পর্ব

জ্বিন সম্প্রদায়ের বিষয়ে হাজারো প্রশ্নের উত্তরমালা

জ্বিনজাতির অস্তিত্ব

'জ্বিন' শব্দের অর্থ ও পরিচিতি

হযরত ইবনে দুরাইদ (রহঃ)(১) **বলেছেনঃ** 'জ্বিনজাতি মানুষদের থেকে আলাদা এক সৃষ্টি। জ্বিন শব্দের (মোটামুটি)অর্থ গুপ্ত, অদৃশ্য, লুক্কায়িত, আবৃত প্রভৃতি। জ্বিন্নাহ্‌, জ্বিন ও জ্বান বলতে একই জিনিস বোঝালেও 'জ্বিন' হলো জ্বিন্নাত বা জ্বিনজাতির এক বিশেষ প্রজাতি।

জ্বিন কারা

হযরত আবূ উমার আয্‌-যাহিদ(২) **বলেছেনঃ** জ্বিন্নাত বা জ্বিনজাতির কুকুর ও ইতর শ্রেণীকে বলা হয় জ্বিন।

জ্বান কারা

হযরত জাওহারী(৩) **বলেছেনঃ** 'জ্বান' হলো জ্বিনজাতির বাপ বা আদিপিতা অর্থাৎ আবূল জ্বিন।

জ্বিনকে জ্বিন বলা হয় কেন

হযরত ইবনে আকীল হাম্‌বালী (রহঃ)(৪) **বলেছেনঃ** লুকিয়ে থাকা ও চোখের আড়ালে থাকার কারণে জ্বিনকে জ্বিন বলা হয়।(৫)

শয়তান কারা

আল্লামা ইবনে আকীল বলেছেনঃ শয়তানরা হলো এক শ্রেণীর জ্বিন যারা আল্লাহর অবাধ্য এবং এরা (অভিশপ্ত) ইবলীসের বংশধরদের অন্তর্গত।

মারাদাহ্‌ কারা

আল্লামা ইবনে আকীলের মতেঃ জ্বিনজাতির মধ্যে যারা অত্যন্ত অবাধ্য ও চূড়ান্ত পর্যায়ের পথভ্রষ্ট তাদেরকে বলা হয় মারাদাহ্‌।

জ্বিনজাতির শ্রেণীবিভাগ

হাফিয ইবনে আবদুল বার্(৬) **বলেছেনঃ** ভাষাবিশারদদের মতে, জ্বিনদের কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে। যেমন–

১. জ্বিন ঃ অর্থাৎ সাধারণ জ্বিন
২. আমির (বহুবচনে উম্মার) ঃ মানুষের সাথে থাকে
৩. আর্‌ওয়াহ্‌ ঃ সামনে আসে
৪. শয়তান ঃ উদ্ধত, অবাধ্য
৫. ইফ্‌রীত্ব ঃ শয়তানের চাইতেও বিপজ্জনক।

জ্বিনজাতির অস্তিত্বের প্রতি সব মুসলমান একমত

শায়খ তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়াহ্‌ (রহঃ) বলেছেনঃ দলমত নির্বিশেষে মুসলমানদের কেউ-ই জ্বিনজাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেনি। অধিকাংশ কাফিরও জ্বিনদের অস্তিত্ব স্বীকার করে। কেননা জ্বিনদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নবী-রসূলদের উক্তি লাগাতারভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে। যা আম-খাস নির্বিশেষে সকলের পক্ষে জেনে যাওয়া স্বাভাবিক। কেবল অজ্ঞ দার্শনিকদের নগণ্য এক গোষ্ঠী ছাড়া জ্বিনজাতির অস্তিত্বকে কেউ-ই অস্বীকার করে না।

'কাদ্‌রিয়া' ফির্‌কার অভিমত

কাযী আবূ বাকর বাকিলানী[৭] বলেছেনঃ 'কাদ্‌রিয়া' ফির্‌কার পুরানো যুগের অধিকাংশ মুরুব্বী তো জ্বিনজাতির অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। কিন্তু বর্তমানের মুরুব্বীরা অস্বীকার করেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে কিছু মানুষ এখনও জ্বিনদের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন- জ্বিনদের শরীর সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে এবং ওদের মধ্যে রশ্মি প্রবাহের জন্য আমরা দেখতে পাই না। আবার ঐ ফির্‌কার কতক ব্যক্তির মতে, জ্বিনদের দেখা না যাওয়ার কারণ ওদের কোনও রং বা বর্ণ না থাকা। যেমন হাওয়ার কোনও রং নেই বলে দেখা যায় না।

প্রমাণসূত্রঃ

(১) মুহাম্মদ বিন হাসান আয্‌দী, ইমাম-উশ্‌-শু'আরা অল্‌-লুগাত, মৃত্যুসন ৩২১হিজরী।
(২) আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহিদ বাগদাদী, মৃত্যুসন ২৪৭ হিজরী।
(৩) ইব্‌রাহীম বিন সাঈদ আবূ ইসহাক মুহাদ্দিসে আজীম বাগদাদী, মৃত্যুসন ২৪৭ হিজরী।
(৪) মুহাম্মদ বিন আকীল বাগদাদী যাহিরী আবুল ওয়াফা, আলিমুল ইরাক, শায়খুল হানাবিলা।
(৫) কিতাবুল ফুনুন।
(৬) ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন মুহাম্মদ কুরতুবী মা-লিকী আবূ আমর, মুআরিখে আদীব, মুহাক্কিকে আযীম, মুসান্নিফে কুতুবে কাসীরহ্‌, হাফীযুল মাগ্‌রিব, মৃত্যুসন ৪৬৩ হিজরী।
(৭) মুহাম্মদ ইব্‌নুত্‌ ত্বইয়িব বিন মুহাম্মদ কাযী, মুতাকাল্লিমে ইসলাম, বাগদাদী, সমকালীন 'আশায়িরাহ্‌ দলের নেতা, মৃত্যুসন ৪০৩ হিজরী।

জ্বিনজাতির উৎপত্তি

জ্বিনদের সৃষ্টি হযরত আদমের (আঃ) ২০০০ বছর আগে

হযরত আবদুল্লাহ্‌ বিন উমার বিন খা-ত্ব (রাঃ) বলেছেনঃ

خُلِقَ الْجِنُّ قَبْلَ اٰدَمَ بِاَلْفَىْ عَامٍ

– জ্বিনজাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে হযরত আদমের দু'হাজার বছর আগে।[১]

জ্বিনেরা পৃথিবীতে বাস করত মানুষের আগে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ জ্বিনেরা পৃথিবীতে এবং ফিরিশ্‌তারা আসমানে থাকত। এরাই ছিল আসমান ও যমীনের অধিবাসী। প্রত্যেক আসমানে আলাদা আলাদা ফিরিশ্‌তারা থাকত এবং প্রত্যেক আসমানবাসীর নামায, তাস্‌বীহ্‌ ও দু'আ ছিল নির্ধারিত। প্রতিটি উপরের আসমানের বাসিন্দারা তাদের নীচের আসমানবাসীদের চেয়ে বেশি দু'আ করত, বেশি নামায ও তাস্‌বীহ্‌ পড়ত। মোটকথা আসমানে বাস করত ফিরিশ্‌তামণ্ডলী ও যমীনের বুকে জ্বিনজাতি।[২]

আদি জ্বিনের আকাঙ্ক্ষা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলছেনঃ আল্লাহ তা'আলা আবূল জিন্নাত (বা জ্বিনজাতির আদিপিতা) 'সামূম'কে আগুনের শিখা দিয়ে সৃষ্টি করার পর বলেন- তুমি কিছু কামনা করো। সে বলে- 'আমার কামনা হলো এই যে, আমরা (সবাইকে) দেখব কিন্তু আমাদের যেন কেউ না-দেখে এবং আমরা যেন পৃথিবীতে অদৃশ্য হতে পারি আর আমাদের বৃদ্ধরাও যেন যুবক হয় (তারপর মারা যায়)।' অতএব তার এই কামনা পূরণ করা হয়। এজন্য জ্বিনেরা নিজেরাতো দেখতে পায়, কিন্তু অন্যদের চোখে পড়ে না এবং মারা গেলে যমীনের মধ্যে গায়েব হয়ে যায় আর জ্বিনেদের বুড়োরাও জোয়ান হয়ে মারা যায়।[৩]

ইবলীস পৃথিবীতে বাস করছে কবে থেকে

জুওয়াইবির ও উসমান নিজেদের সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা জ্বিনজাতিকে সৃষ্টি করার পর তাদেরকে পৃথিবীতে বসবাস করার নির্দেশ দিলেন। ওরা (এই পৃথিবীতে) আল্লাহর একান্ত অনুগত হয়ে চলতে লাগল। অবশেষে, দীর্ঘকাল কেটে যাবার পর, ওরা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা শুরু করে দিল এবং খুন-খারাবী করতে লাগল। ওদের এক বাদশাহ্‌ ছিল, যার নাম ছিল

ইউসুফ। তাকেও ওরা মেরে ফেলল। তখন আল্লাহ ওদের উপর দ্বিতীয় আসমানের ফিরিশ্তাদের এক বাহিনী পাঠালেন। ওই বাহিনীকে বলা হতো 'জ্বিন'। ওদের মধ্যে ইবলীসও ছিল। ইবলীস ছিল ৪০০০ জনের সর্দার। সে আসমান থেকে নেমে এসে যমীনের সমস্ত জ্বিন সন্তানকে খতম করল এবং বাকিদের মেরে কেটে সমুদ্রের দ্বীপগুলোর দিকে তাড়িয়ে দিল। তারপর ইবলীস তার বাহিনী সমেত এই যমীনেই থাকতে লাগল। তাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলা আসান হয়ে গেল এবং তারা পৃথিবীতে বসবাস করাকে পছন্দ করল।[৪]

মুহাম্মদ বিন ইসহাক– হযরত হাবীব রিন আবী সাবিত[৫] প্রমুখের বর্ণনাসূত্রে উল্লেখ করেছেনঃ ইবলীস (শয়তান) তার বাহিনীসহ পৃথিবীতে এসে ঠাঁই নিয়েছিল হযরত আদমের থেকে চল্লিশ বছর আগে।[৬]

ফিরিশ্তারা আদম-সৃষ্টিতে আপত্তি করেছিল কেন

হযরত মাকাতিল (রহঃ) ও হযরত জুওয়াইবির (রহঃ)– হযরত যাহ্হাকের সূত্রে– বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার মনস্থঃ করলেন, তখন ফিরিশ্তাদের বললেন– إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

(অবশ্যই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চলেছি।)

ফিরিশ্তারা নিবেদন করল–

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

(আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে, সেখানে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে?)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এই ফিরিশ্তারা গায়েবের (বা ভবিষ্যতের) খবর জানত না বরং তারা আদম সন্তানদের কার্যকলাপের কথা অনুমান করেছিল জ্বিন সন্তানদের কার্যকলাপ দেখে। তাই তারা বলেছিল– আপনি কি পৃথিবীতে তাদের সৃষ্টি করতে চান যারা জ্বিনদের মতো অশান্তি (ফাসাদ) ঘটাবে এবং জ্বিনদের মতো খুনোখুনি করবে! কেননা জ্বিনেরা তো তাদের এক নবীকেও খুন করেছিল, যার নাম ছিল ইউসুফ।[৭]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনজাতির প্রতি একজন রসূল পাঠান, যিনি জ্বিন সম্প্রদায়কে নির্দেশ দেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার, তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করার এবং পরস্পর খুনোখুনী বন্ধ করার। কিন্তু যখন জ্বিনেরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ছেড়ে দিল এবং খুনোখুনী আরম্ভ করল তখন ফিরিশতারা বলেছিল – আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে সেখানে ফাসাদ করবে ও রক্ত বওয়াবে।

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছিঃ উল্লেখিত দু'টি বর্ণনার সনদসূত্র জাল। আবু হুযাইফা মিথ্যুক (কায্যাব) এবং জুওয়াইবার পরিত্যাজ্য (মাত্রূক)। আর যাহ্হাক (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাসের থেকে সরাসরি শোনেননি। অবশ্য হাকিম (রহঃ)[৮] তাঁর মুস্তাদ্রককে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এই (অন্য একটি) বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং এটিকে তিনি 'সহীহ' বলে স্বীকৃতিও দিয়েছেন।[৯] অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)– কোরআনের এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেনঃ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'হযরত আদমের (আঃ) সৃষ্টির দু'হাজার বছর আগে পৃথিবীতে বাস করত জ্বিন সম্প্রদায়। তারা পৃথিবীতে অশান্তি ছড়ায় এবং রক্তপাত ঘটায়। তখন আল্লাহ্ পাক একদল ফিরিশ্তা বাহিনী পাঠান। সেই বাহিনী জ্বিনদের মেরে-ধরে সমুদ্রের দ্বীপগুলোয় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। অতঃপর যখন আল্লাহ্ বলেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে এক প্রতিনিধি বানাব, তখন ফিরিশ্তারা বলতে থাকে, আপনি কি পৃথিবীতে এমন লোকদের সৃষ্টি করবেন যারা অশান্তি ছড়াবে এবং সেখানে রক্তারক্তি করবে।(যেমনটা করেছিল জ্বিনেরা)? তখন আল্লাহ্ বলেন– নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জান না।

জ্বিনজাতি সৃষ্ট হয়েছে কোন্ দিনে

হযরত আবুল আলিয়ার বর্ণনাঃ আল্লাহ তা'আলা ফিরিশ্তাদের সৃষ্টি করেছেন বুধবার, জ্বিনদের সৃষ্টি করেছেন বৃহস্পতিবার এবং হযরত আদমকে সৃষ্টি করেছেন শুক্রবার...।[১০]

কার আগে কে

হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বাচনিকে হযরত ওয়াহাবের বর্ণনাঃ আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন–

জান্নাতকে – জাহান্নামের আগে
আপন রহমতকে – গযবের আগে
আসমানকে – যমীনের আগে
সূর্য ও চাঁদকে – নক্ষত্রদের আগে
দিনকে – রাতের আগে
পানিভাগকে – স্থলভাগের আগে
সমভূমিকে – পাহাড়-পর্বতের আগে
ফিরিশ্তাদেরকে – জ্বিনদের আগে
জ্বিনজাতিকে – মানবজাতির আগে
এবং
পুরুষ জাতিকে – স্ত্রী জাতির আগে।[১১]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) আল-মুবতাদায়ে ইসহাক বিন বশীর। কোনও কোনও আলেমের মতে, হাদীসটির রাবী আবু হুযাইফা বিন বাশার 'যঈফ' ও 'মাতরূক'ঃ মীযান আল-ইঅতিদাল, যাহাবী।

(২) এটি যহরত যাহ্হাক (রহঃ)-এর সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন জুওয়াইবার বিন্ সাঈদ আবুল ক্বাসিম বল্খী মুফাস্সির, যিনি চরম পর্যায়ের 'যঈফ' রাবীঃ তাকরীবুত্ তাহ্যীব; মীযান আল্-ইঅতিদাল।

(৩) অর্থাৎ মানবশিশু শেষ বয়সে বৃদ্ধ হয়ে মারা যায় কিন্তু জ্বিনেরা মারা যায় বৃদ্ধ থেকে ফের জোয়ান হবার পর।

(৪) তাফসীর জুওয়াইবির। তাফসীর উসমান বিন আবী শায়বাহ্।

(৫) তাবিঈ, ফকীহ্, মৃত্যুসন ১১৭ হিজরী।

(৬) তারীখ মুহাম্মদ বিন ইসহাক।

(৭) তাফসীর মাকাতিল বিন সুলাইমান। তাফসীর জুওয়াইবির। জ্বিনজাতির মধ্যে কেউ নবী হয়েছেন কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

(৮) মৃত্যুসন ৩২১ হিজরী।

(৯) মুস্তাদরকে হাকিম, ২ঃ২৬১। ইমাম যাহাবীও এই স্বীকৃতিদানকে সমর্থন করেছেন।

(১০) ইবনে জারীর (তাফসীরে ত্বারীয়। আবু হাতিম। কিতাবুল আযামাহ, আবূ আশ্-শায়খ।

(১১) কিতাবুল আযামাহ্, আবূ আশ্-শাইখ।

জ্বিন ও ইনসানের মূল উপাদান

আগুন আর মাটি

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলেছেনঃ

(১) وَالْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ

আমি আদমের আগে জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি 'লু'-এর আগুন (অর্থাৎ অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার জন্য অতুষ্ণ বায়ুতে পরিণত হয়েছে এমন আগুন) দিয়ে।(১)

(২) وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

তিনি জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন বিশুদ্ধ (ধোঁয়াবিহীন) আগুনের শিখা থেকে।(২)

(৩) আল্লাহ্র সঙ্গে কথা বলার সময় ইবলীস বলেছে–

خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন দিয়ে এবং (আদম)-কে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দিয়ে।(৩)

আগুনের তৈরি জ্বিনকে আগুন জ্বালাবে কী ভাবে

আবুল ওয়াফা ইবনে আকীল বলেছেনঃ এক ব্যক্তি জ্বিনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করল– আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনদের বিষয়ে বলেছেন যে ওদের আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এও বলেছেন যে উল্কা ওদের ক্ষতি করে এবং জ্বালিয়েও দেয়-তা আগুন আগুনকে কী ভাবে জ্বালায়?

উত্তরঃ আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিনজাতি ও শয়তানদের আগুনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন ওই অর্থে, যে অর্থে মানুষকে সম্পৃক্ত করেছেন মাটি, কাদা ও শুকনো ঝন্ঝনে মাটির সাথে। অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির মুল উপাদান কাদামাটি হলেও মানুষ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাদামাটি নয়। তেমনই জ্বিনরাও আগুনের উপাদানে সৃষ্ট কিন্তু জ্বিন মানেই আগুন নয়।

'এর প্রমাণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই বাণীঃ

عَرَضَ لِىَ الشَّيْطَانُ فِىْ صَلٰوتِىْ فَخَنَقْتُهٗ فَرَأَيْتُهٗ بَرْدَ رِيْقِهٖ عَلٰى يَدِىْ

শয়তান নামাযের মধ্যে আমার মুকাবিলা করেছে তো আমি তার গলা টিপে দিয়েছি এবং তার থুতুর শীতলতা নিজের হাতে অনুভবও করেছি।(৪)

সুতরাং যে স্বয়ং দাহ্য আগুন হবে তার থুতু ঠাণ্ডা হতে পারে কেমন করে! বরং তার থুতু তো না হবারই কথা। আশাকরি আমার বক্তব্যের যথার্থতা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)- ঐ থুতুকে এমন পানির সাথে উপমা দিয়েছেন যা কুয়া খোঁড়ার সময় বের হয়। কিন্তু যদি ওরা আগুনরূপী হত, তাহলে তিনি ওদের আকার-আকৃতি তথা অগ্নিশিখা ও জ্বলন্ত অঙ্গারের কথা উল্লেখ করেননি কেন!

কাযী আবূ বাকর বাকিলানী বলেছেনঃ জ্বিনজাতি আগুন থেকে সৃষ্টি হবার কারণে আমরা এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করি না যে– আল্লাহ্ তা'আলা ওদেরকে (মানুষের সমাজে) প্রকাশ করবেন, ওদের শরীর স্থুল করে দেবেন, ওদের মধ্যে

এমন গুণাবলী সৃষ্টি করবেন, যেগুলি আগুনের গুণ বা ধর্মের চেয়ে অতিরিক্ত হবে, ফলে ওরা নিজেদের আগুন হওয়া থেকে অতিক্রম করে যাবে এবং আল্লাহ্ বিভিন্ন আকার-আকৃতিও সৃষ্টি করবেন ওদের জন্যে।

প্রমাণসূত্রঃ

(১) সূরাহ্ আল্-হিজরঃ আয়াত ২৭।

(২) সূরাহ্ আর-রহমানঃ আয়াত ১৫।

(৩) সূরাহ্ আল্-আ'রাফ ঃ আয়াত ১২।

(৪) মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৫ঃ ১০৪,১০৫। দালায়িলুন্ নুবুওয়ত, বাইহাকী, ৭ঃ৯৯। ফাত্‌হুল বারী, ৬ঃ ৪৫৭। বুখারী। মুসলিম। দুররুল মান্‌সূর, ৫ঃ ৩১৩। সুনান আল্-কুবরা, বায়হাকী, ২ঃ ২১৯। কান্‌যুল উম্মাল, ১২৮৬।

জ্বিনজাতির আকার-আকৃতি

বিভিন্ন আকৃতি বিভিন্ন উক্তি

কাযী আবূ ইয়া'লা আল্-ফারা বলেছেনঃ জ্বিনদের আকার-আকৃতি বিভিন্ন রকমের হয় কিন্তু শরীরের গঠনে একে অপরের সাথে মিল থাকে এবং এ-তথ্য ঠিক যে জ্বিনরো সূক্ষ্মদেহী, আবার এ কথাও ঠিক যে ওরা স্থূলদেহী। কিন্তু মুতাযিলা সম্প্রদায় এ মতের বিরোধী। ওঁদের মতে, জ্বিনদের দেহ স্থুল নয় সূক্ষ্মই এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলেই আমরা ওদের দেখতে পাই না।

জ্বিনদের দেখা যেতে পারে

কাযী আবূ বাকর বাকিলানী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'আমি বলছি, যেসব মানুষ জ্বিনদের দেখেছে, তারা প্রকৃতই দেখেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা জ্বিনদের দৃশ্যরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ যেসব জিনিসের দৃশ্যরূপ সৃষ্টি করেননি তাদের কেউ দেখতে পারে না। এই জ্বিনেরা বিভিন্ন আকৃতির ও কোমল দেহ বিশিষ্ট হয়।'

জ্বিনদের শরীর সূক্ষ্ম

অধিকাংশ মুতাযিলা বলেনঃ জ্বিনদের শরীর সূক্ষ্ম এবং অবিমিশ্র।

কাযী আবু বাকর বাকিলানী (রহঃ) বলেছেনঃ আমাদের কাছে ওই মতও

গ্রহণযোগ্য, যদি ওই বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের কোনও প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই, কিন্তু এমন কোনও প্রমাণ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আমি (আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছিঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আয়িশা (রাঃ)-র বাচনিকে উল্লেখ করেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

ফিরিশ্‌তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে অনুপম জ্যোতি (নূর) দিয়ে, জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা দিয়ে এবং আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে তাই দিয়ে যার কথা (পবিত্র কোরআনে) তোমাদের বলা হয়েছে (অর্থাৎ মাটি(।[১]

আল্লাহ বলেছেনঃ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ

(এবং জ্বিনকে তিনি 'অগ্নিশিখা' থেকে সৃষ্টি করেছেন।)

এই আয়াতের তাফ্‌সীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'মা-রিজ্বিম্ মিন্ না-র' এর অর্থ করেছেন অগ্নিশিখা।[২]

এবং হযরত মুজাহিদ (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের তাফ্‌সীরে বলেছেনঃ জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে আগুনের হলুদ ও সবুজ শিখা দিয়ে, যা দেখা যায় আগুন দাউদাউ করে জ্বলার সময়, উপরের স্তরে।[৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ ইবলীস ছিল ফিরিশ্‌তাদের গোত্রগুলির মধ্যে একটি গোত্রের অন্তর্গত, যে গোত্রকে 'জ্বিন' বলা হত। ফিরিশ্‌তাদের এই গোত্রকে সৃষ্টি করা হয়েছে অত্যুষ্ণ বায়ু (লু)-র আগুন দিয়ে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বলেছেনঃ যেসব জ্বিনের কথা পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, ওদের সৃষ্টি করা হয়েছে নির্ধূম অগ্নিশিখা থেকে।[৪]

জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে সুন্দর আগুন দিয়ে

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ

(আমি আদমের আগে জ্বিন সৃষ্টি করেছি 'লু'র আগুন দিয়ে)[৫]

এই আয়াতের তাফ্‌সীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ জ্বিনদের সৃষ্টি করা হয়েছে খুবই সুন্দর আগুন দিয়ে।[৬]

জ্বিন সৃষ্টি নরকাগ্নির ১/৭০ অংশ দিয়ে

হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেনঃ যা দিয়ে জ্বিন সৃষ্টি করা হয়েছে সেই 'লু' এর আগুন জাহান্নামের আগুনের ৭০ ভাগের এক ভাগ এবং এই দুনিয়ার

আগুন 'লু' এর আগুনে ৭০ ভাগের এক ভাগ।[৭]

জ্বিন ও শয়তানরা সূর্যের আগুনে সৃষ্টি

হযরত উমার বিন দীনার (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনজাতি ও শয়তানের সৃষ্টি করা হয়েছে সূর্যের আগুন থেকে।[৮]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুয্ যুহদ, হাদীস নং ৬০। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৬ঃ ১৫৩,১৬৮। জামিই সগীর, হাদীস নং ৩৯৩৬। মুজ্‌মাআ, ৮ঃ ১৩৪। দুররে মান্‌সূর, ৬ঃ১৪৩। মিশকাত, ৫৭০১। মুসান্নিফে আব্দুর রায্‌যাক, ২৯০৪। আল-হাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক, ৯। যাদুল মাইয়াস্‌সার,৩ঃ৩৯৯, ৫ঃ৩৪৭। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৩ ঃ ৩৮৮; ৫ঃ১৬৩; ৭ঃ ৪৬৭। তাফসীর কুরতুবী, ১০ঃ২৪। আল আস্‌মা অস্ সিফাত, ৩৪৩; ৩৮৬। বিদাইয়াহ্ অন-নিহাইয়াহ্, ১ঃ ৫৫৪;৫৫৫।তারীখে জুর্‌জান, ১০৩। তাহ্‌যীবুত তারীখ, ইবনে আসাকির, ২ঃ ৩৪৩।

(২) ফারইয়াবী। ইবনে জারীর। ইবনুল মুন্‌যীর। ইবনে আবী হাতিম।

(৩) ফারইয়াবী। আব্‌দ্ বিন হামীদ।

(৪) তাফসীরে ইবনে জারীর ত্ববারী।

(৫) সূরা আল-হিজর, আয়াত ২৭।

(৬) ইবনে আবী হাতিম।

(৭) ফারইয়াবী। ইবনে জারীর। ইবনে আবী হাতিম। ত্ববরানী। হাকিম। ও সিহ্‌হাহ্। শুআবুল ঈমান, বায় হাকী।

(৮) ইবনে আবী হাতিম।

জ্বিনদের প্রকারভেদ

জ্বিনরা তিন প্রকার

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-র বর্ণনা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

خَلَقَ اللّٰهُ الْجِنَّ ثَلَاثَةَ اَصْنَافٍ حَيَّاتٌ وَعَقَارِبُ وَخِشَاشُ الْاَرْضِ
وَصِنْفٌ كَالرِّيْحِ فِى الْهَوَاءِ وَصِنْفٌ عَلَيْهِمُ الْحِسَابُ وَالْعِقَابُ

আল্লাহ তা'আলা জ্বিন সৃষ্টি করেছেন তিন প্রকারঃ এক প্রকার জ্বিন হল সাপ, বিছে ও যমীনের পোকা-মাকড়, আর এক প্রকার জ্বিন থাকে শূন্যে হাওয়ার মতো এবং শেষ প্রকারের জ্বিনদের জন্য রয়েছে (পরকালের) হিসাব ও আযাব।[১]

'জ্বিনরা তিন প্রকার' বিষয়ক আরেকটি হাদীস

হযরত আবূ সাঅ্‌লাবা খুশান্নী (রাঃ) বলেছেন যে জনাব রসূলুল্লাহ(সঃ) বলেছেনঃ

اَلْجِنُّ ثَلَاثَةُ اَصْنَافٍ فَصِنْفٌ لَهُمْ اَجْنِحَةٌ يَطِيْرُوْنَ بِهَا فِى الْهَوَاءِ
وَصِنْفٌ حَيَّاتٌ وَكِلَابٌ وَصِنْفٌ يَحِلُّوْنَ وَيَظْعَنُوْنَ

জ্বিনরা তিন প্রকার– এক প্রকার জ্বিন হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়, এক প্রকার জ্বিন হলো সাপ ও কুকুর এবং আরেক প্রকার জ্বিন এমন আছে যারা এদিকে সেদিকে চলাচল করে।[২]

আল্লামা সুহাইলী (রহঃ) বলেছেনঃ (উপরের হাদীসে উল্লেখিত) ওই শেষোক্ত শ্রেণীর জ্বিনরা নিজেদের রূপ বদলে বিভিন্ন আকার-আকৃতি ধারণ করতে পারে।

কিছু কিছু কুকুরও জ্বিন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ কুকুররা এক প্রকার জ্বিন এবং এরা খুব দুর্বল শ্রেণীর জ্বিন। সুতরাং খাওয়ার সময় কারও কাছে কুকুর বসে গেলে তাকে কিছু দেওয়া অথবা সরিয়ে দেওয়া দরকার।[৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ কুকুর হলো এক প্রকার জ্বিন। যখন ও তোমাদের খাওয়ার সময় আসবে তো ওকে কিছু দেবে। কেননা ওরও একটা প্রবৃত্তি (নফ্‌স) আছে।[৪]

হযরত আবূ ক্বিলাবাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَوْلَا اَنَّ الْكِلَابَ اُمَّةٌ لَاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا وَلٰكِنْ خِفْتُ اَنْ اُبِيْدَ اُمَّةً
فَاقْتُلُوْا مِنْهَا كُلَّ اَسْوَدَ بَهِيْمٍ فَاِنَّهُ جِنُّهَا ـ اَوْ مِنْ جِنِّهَا ـ

যদি এই কুকুররা এক মাখ্‌লূক (আল্লাহর সৃষ্টিজীব) না হত, তবে আমি এগুলোকে কতল করার নির্দেশ দিতাম, কিন্তু কোনও মাখ্‌লুককে বিলীন করে দিতে আমার ভয় হয়। তবে তোমরা ওগুলোর মধ্যে সমস্ত কালো কুকুরকে কতল করে দেবে, কেননা ওরা হলো এক প্রকার শয়তান।[৫]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) মাকায়িদুশ্ শায়ত্বান, ইবনে আবিদ দুনইয়া, পৃষ্ঠা ২৩। আল-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ দুনইয়া, পৃষ্ঠা ১১৩। আল্-মাজ্রূহীন, ইবনে আবী হাব্বান, ৩ঃ ১০৭। ত্বিবারানী, ২২ঃ২১৪। হাকিম, ২ঃ ৪৫৬। বায়হাকী, আল-আসমা অস্‌সিফাত, ৩৮৮। নাওয়াদিরুল উসূল, হাকীম তিরমিযী। কিতাবুল আযামাহ। দূররে মানসুর, ৩ ঃ ১৪৭। আত্‌হাফুস্ সা-দাহ, ৭ঃ২৮৯। হাদীসে মুনকার মীযান আল্-ইঅতিদাল। আল-জামিই আস্-সগীর, হাদীস নং ৩৯৩১। আল্-মুত্বালিবুল আলিয়াহ্, ৩৪০১। কানযুল উম্মাল, ১৫১৭৯, তায্‌কিরাতুল মাউযূআত, কইসারানী, ৪২৫। হিলইয়া,আবূ নুআইম, ৫ঃ ১৩৭। আল-জামিই আল-কাবীর, ১০৩৬৭।

(২) নাওয়াদিরুল উসূল। ইবনে আবী হাতিম। ত্বিবারানী। আবূ আশ্-শায়খ। হাকিম। আল্-আসমা অস্-সিফাত, বায়হাকী। জামিই সগীর, হাদীস নং ৩৬৫১। মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, ৮ঃ ১৩৬। জামিই কাবীর, হাদীস নং ১০৩৬৭। দাইলামী, হাদীস নং ২৬৪৩, ২ ঃ ১২৩। কানযুল উম্মাল, ১৫১৭৮। আত্‌হাফুস্ সা-দাহী, ৭ ঃ ২৮৯। তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৬ ঃ ৪৮৭। মুস্তাদরক, ২ঃ ৪৫৬। আল জামিই আস-সগীর, ৩৬৫১। ইবনে হিব্বান, ২০০৭। মুশাক্কাল আল্-আসার, ৪ ঃ ৯৫। মিশকাত ৪১৪৮। হিল্‌ইয়াহ্, আবূ নুআইম, ৫ ঃ ১৩৭, ইবনে কাসীর, ৬ ঃ ৪৮৭। কুরতুবী, ১ ঃ ৩১৮।

(৩) আবূ উসমান সাঈদ ইবনুল আবূ আর-রাযী।

(৪) আবূ উসমান সাঈদ ইবনুল আর-রাযী।

(৫) সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত, হাদীস নং ৪৭। জামিই তিরমিযী, কিতাবুস সঈদ। আবূ দাউদ, কিতাবুল ইদ্বাহী। ইবনে মাজাহ্ কিতাবুস্ সঈদ। সুনানে নাসায়ী, কিতাবুস্ সঈদ। সুনানে দারিমী, কিতাবুস্ সঈদ। মুসনাদে আহমাদ, ৩ ঃ ৩৩৩; ৪ ঃ ৮৫, ৫ ঃ ৫৪, ৫৬, ৫৭, ১৫৮। ত্বিবারানী ও আবু ইয়াঅ্‌লা, হযরত আয়িশার বর্ণনায়। জামিই আস্-সগীর, হাদীস নং ৭৫১৪। সিহ্‌হাহ্।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জ্বিনদের আকৃতি বদলানো

কালো কুকুর শয়তান

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ (নামাযীর সামনে দিয়ে) কালো কুকুর গেলে নামায ভেঙে যায়।(সাহাবীদের তরফ থেকে) তাঁকে নিবেদন করা হলোঃ লাল ও সাদার তুলনায় কালো কুকুরের অপরাধ কী, জনাব? তিনি বললেনঃ

اَلْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ– কালো কুকুর হলো শয়তান।[১]

জ্বিনরা কী কী রূপ ধরতে পারে

জ্বিনরা বহুরূপী হতে পারে এবং মানুষ, চতুষ্পদ পশু, সাপ, বিছে, উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, খচ্চর, গাধা এবং বিভিন্ন পশুপাখি প্রভৃতির আকার-আকৃতি ধারণ করতে পারে।

জ্বিন হত্যার পদ্ধতি

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنًّا قَدْ اَسْلَمُوْا فَاِذَا رَاَيْتُمْ مِنْ هٰذَا الْعَوَامِّ شَيْئًا فَاٰذِنُوْهُ ثَلَاثًا ، فَاِنْ بَدَالَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ

মদীনায় যে সকল জ্বিন ছিল তারা মুসলমান হয়ে গেছে। এবার থেকে তোমরা ওদের মধ্যে কাউকে দেখলে তিনবার সতর্ক করে দেবে, তা সত্ত্বেও যদি সামনে আসে, তবে তাকে কতল করে দেবে।[২]

জ্বিনদের আকৃতি বদলের রহস্য

কাযী আবূ ইয়াঅ্‌লা হাম্‌বালী (রহঃ) বলেছেনঃ শয়তানদের এমন কোনও এখতিয়ার নেই যে তারা নিজেদের রূপ বদলাবে এবং অন্যান্য রূপ ধারণ করবে; অবশ্য একথা ঠিক যে আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে কিছু বিশেষ কথা ও কাজ জানিয়ে দিয়েছেন, ফলে ওরা যখন সেই বিশেষ কথা ও কাজের প্রয়োগ ঘটায় তখন আল্লাহ ওদেরকে এক আকৃতি থেকে আরেক আকৃতিতে বদলে দেন।

সুতরাং 'শয়তান (ও জ্বিন) নিজের আকৃতি বদলাতে সক্ষম' বলার অর্থ, শয়তান (ও জ্বিন) তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ কথা ও কাজের প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এক আকৃতি থেকে অন্য আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেন। এবং ওদের প্রকৃতিতে এই প্রক্রিয়া চলমান থাকে।

কিন্তু স্বয়ং নিজে থেকে নিজেকে বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ করা জ্বিন ও শয়তানদের পক্ষে অসম্ভব। কেননা নিজস্ব আকৃতি থেকে অন্য কোনও আকৃতিতে নিজেকে রূপান্তরিত করা মানে নিজের সৃষ্টির মূল উপাদান তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেও বদলে দেওয়া। জ্বিন ও শয়তানদের পক্ষে এটা কীভাবে সম্ভব?

কাযী আবূ ইয়াঅ্‌লা আরও বলেছেনঃ ফিরিশ্‌তাদের বিভিন্ন রূপধারণের ক্ষেত্রেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। ইবলীসের সম্পর্কে বলা হয় যে, সে 'সুরাকাহ্' (নামক এক ব্যক্তি)-র রূপ ধরে বের হয়েছে এবং হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ)-এর সম্পর্কে বর্ণনা আছে যে, তিনি দিহ্‌ইয়া কাল্‌বী (নামক এক সাহাবী)-র রূপ ধরে

আসতেন। এগুলো ওই অবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত, যে কথা আমি উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন এক বাণীকে ওদের আওতাধীন করে দিয়েছেন যা উচ্চারণ করলে আল্লাহ্ ওদেরকে এক আকৃতি থেকে অন্য আকৃতিতে বদলে দেন।

জাদুকর জ্বিন 'গইলান'

একবার হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর সামনে 'গইলান' এর কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বলেনঃ কারও এই ক্ষমতা নেই যে সে আল্লাহর সৃষ্টি করা আকৃতি বদলে দিতে পারবে, কিন্তু মানবসমাজের জাদুকরদের মতো জ্বিনদেরও জাদুকর হয়, ওদের দেখলে আযান দেবে।(৩)

হযরত আবদুল্লাহ বিন উবাইদ বিন উমাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে 'গইলান'-এর বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন ঃ

هُمْ سَحَرَةُ الْجِنِّ– ওরা হলো জাদুকর জ্বিন।(৪)

গইলান দেখলে মানুষ কী করবে

হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেছেনঃ

أُمِرْنَا إِذَا رَأَيْنَا الْغَيْلَانَ أَنْ نُنَادِيَ بِالصَّلٰوةِ

আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আমরা গইলান দেখলে যেন আযান দিই।(৬)

শয়তানকে ছুরি মারার ঘটনা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ছাত্র হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ আমি নামায শুরু করলে শয়তান হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রূপ ধরে আমার সামনে আসত। পরে হযরত ইবনে আব্বাসের একটি কথা আমার মনে পড়ায় আমি নিজের কাছে একটি ছুরি রেখে দিলাম। তারপর সেই শয়তান আমার কাছে আসলে আমি তার উপর চড়াও হলাম এবং তাকে ছুরিবিদ্ধ করলাম।(সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে) সে দড়াম করে পড়ে গেল।-এই ঘটনার পর আমি আর তাকে কখনও দেখিনি।(৭)

দু'আঙুল জ্বিন

হযরত উক্‌বার বর্ণনাঃ হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) একবার এমন এক মানুষকে হাওদার কাপড়ের উপর দেখলেন যার উচ্চতা মাত্র দু'আঙুল। হযরত ইবনে যুবাইর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কী? সে বলল, আমি বেঁটে বামন (اذب)। হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) বললেন, তুই তো জ্বিনদের অন্তর্গত। তারপর তার মাথায় ছড়ি দিয়ে এক ঘা মারতে সে পালিয়ে গেল।

জ্বিনদের অন্তর্গত কিছু কুকুর ও উট

কাযী আবূ ইয়াঅ্‌লা হাম্‌বালী (রহঃ) বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুকুরের সম্পর্কে এ মর্মে বলেছেন যে 'কুকুর হলো শয়তান, যদিও কুকুর কুকুরের থেকে পয়দা হয়।' তেমনই উটের সম্পর্কে তাঁর উক্তি, উট হল জ্বিন যদিও সে উট থেকে জন্মায়।

ব্যাখ্যা উপরে বর্ণিত হাদীসে মহানবী (সাঃ) কুকুর ও উটকে জ্বিন বলেছেন দৃষ্টান্ত বা উপমা স্বরূপ। অর্থাৎ তিনি জ্বিনের সাথে কুকুর ও উটের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। কেননা কালো কুকুর সাধারণত অন্যান্য কুকুরদের চাইতে বেশি দুষ্টু ও সবচেয়ে কম উপকারী হয় এবং উট কষ্ট সহ্য করা ও ভারি বোঝা বওয়ার দিক দিয়ে জ্বিনদের সাথে মিল রাখে।'

কতিপয় সাপও জ্বিন হয়

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) **বলছিঃ ইবনে আন্‌আম (রহঃ) বলেছেন** –জ্বিনরা তিন প্রকার- প্রথম প্রকার জ্বিনদের (ভালো-মন্দ কাজের দরুন) সাওয়াবও আছে, আযাবও আছে, দ্বিতীয় প্রকার আসমান ও যমীনের মাঝখানে উড়ে বেড়ায় এবং তৃতীয় প্রকার জ্বিন হলো সাপ ও কুকুর।(৮)

সাপের আকারে রূপান্তরিত জ্বিন

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَلْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيْرُ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

সাপ হলো রূপান্তরিত জ্বিন, যেমন বাঁদর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়েছিল বনী ইসরাঈল।(৯)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সাপ রূপান্তরিত যেমন বাঁদর ও শূকর রূপান্তরিত মানুষ। জ্বিনেরা হয় সাদা সাপ।(১০)

জাদুকর জ্বিনদের তদবীর

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوٰى بِاللَّيْلِ فَإِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ الْغَيْلَانُ فَنَادُوْا بِالْأَذَانِ

তোমরা রাতের বেলা সফর করবে, কেননা রাতে যমীনকে সংকুচিত করে দেওয়া হয়।[১১] আর জাদুকর জ্বিন (গইলান) যখন তোমাদের পথ ভুলিয়ে দেবে, তখন তোমরা আযান দেবে।[১২] (যার বরকতে আল্লাহর ফিরিশ্‌তারা পথভোলা মানুষদের ঠিকপথে আনিয়ে দেয়।)

প্রমাণসুত্রঃ

(১) সহীহ্‌ মুসলিম, কিতাবুস্‌ সলাহ্‌ হাদীস নং ২৬৫। সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুস্‌ সলাহ্‌, বাব ১০৭। সুনানে তিরমিযী, কিতাবুস্‌ সঈদ, বাব ১৬। সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল লিব্‌লাহ্‌, বাব ৭। ইবনে মাজাহ্‌, কিতাবুল ইকামাহ্‌, বাব ৩৮। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৫ ঃ১৪৯, ১৫১, ১৫৬,১৫৮, ১৬০; ৬ ঃ ১৫৭, ২৮০। জামিই্‌ সগীর, হাদীস নং ৬৪৬১, হাদীস সহীহ্‌, বর্ণনায় হযরত আয়িশা (রাঃ)।

(২) মুসলিম শরীফ, কিতাবুস্‌ সালাম, হাদীস নং ১৩৯, ১৪০। সুনানে আবূ দাউদ শরীফ, কিতাবুল আদাব, বাব ১৬১। মুআত্তায়ে ঈমাম মালিক, কিতাবুল ইস্‌তিযান, হাদীস নং ৩৩। মুসনাদে ইমাম আহ্‌মাদ, ৩ ঃ ১২।

(৩) আল্‌-হাবায়িক ফী আখবারিল মালায়িক, পৃষ্ঠা ৪৩০।

(৪) মাকায়িদুশ্‌ শায়ত্বান, হাদীস নং ২। মাসায়িবুল ইনসান মিন মাকায়িদুশ্‌ শায়ত্বান, ইবনে মুফলিজ মুকাদ্দাসী, পৃষ্ঠা ২। আকামুল মারজান পৃষ্ঠা ৩৩।

(৫) মাকায়িদুশ্‌ শায়ত্বান, হাদীস নং ৩। আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ৩৩।

(৬) মাকায়িদুশ্‌ শায়ত্বান, হাদীস নং ১০, সনদ যঈফ, আকামুল মারজান, ৩৩, ৩৪।

(৭) আবূ বাকর বাকিলানী।

(৮) ইবনে আবী হাতিম।

(৯) ত্ববারানী। আবুশ্‌ শায়খ, কিতাবুল উয্‌মাহ্‌। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ১ ঃ ৩৪৮। আল্‌-জ্বামিই্‌ আস্‌ সগীর, হাদীস নং ৩৮৭১। মুজ্‌মাউয্‌ যাওয়াইদ। ত্ববারানী, কাবীর, ১১ঃ ৩৪১। দুররে মানসুর ২ঃ ২৯০।

(১০) ইবনে আবী হাতিম।

(১১) অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে কষ্ট কম হয় বলে অল্প সময়ে বেশি পথ চলা যায়।–অনুবাদক।

(১২) ইবনে আবী শায়বাহ্‌। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৩ ঃ ৩০৫, ৩৮২। সুনানে আবূ দাউদ। কিতাবুল জিহাদ, বাব ৫৭। মুস্‌তাদ্‌রকে হাকিম কিতাবুল হাজ্জ। সুনানুল কুব্‌রা, বায়হাকী। সবগুলির বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ)। জামিই্‌ সগীর, হাদীস নং ৫৫২৩।

সপ্তম অধ্যায়

জ্বিনদের খানাপিনা

জ্বিনরা পানাহার করে কি না

কাযী আবূ ইয়াঅ্‌লা (রহঃ) বলেছেনঃ মানুষদের মতো জ্বিনরা পানাহারও করে, পরস্পরের মধ্যে বিয়ে-শাদীও করে এবং প্রায় সকল জ্বিনই এতে শরীক আছে। বহু সংখ্যক আলেমের অভিমত এই। তবে এ বিষয়ে কিছু আলেমের মতভেদও রয়েছে।

কেউ কেউ বলছেন যে, জ্বিনদের খানাপিনা বলতে কেবলমাত্র শোঁকা ও হাওয়া টানা বোঝায়, চিবানো ও গিলে নেওয়া নয়। এটা এমন এক কথা, যার কোনও প্রমাণ নেই।

অধিকাংশ আলেম বলছেনঃ জ্বিনরা খাদ্যবস্তু চিবায় এবং গিলেও নেয়। আবার আলেমদের একটি দল এই মতের দিকে ঝুঁকছেন যে, কোনও জ্বিনই খায় না, পানও করে না।–একথা গ্রহণযোগ্য নয়।

আরেক দল বলছেন যে, এক শ্রেণীর জ্বিন পানাহার করে এবং আরেক শ্রেণী পানাহার করে না।

হযরত ওয়াহহাব বিন মুনাব্বিহ্‌ (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে জ্বিনরা পানাহার, মৃত্যুবরণ এবং পারস্পরিক বিয়ে-শাদী করে কি?
তিনি উত্তর দেনঃ জ্বিন কয়েক প্রকারের। এক প্রকার জ্বিন হলো হাওয়া (হাওয়ায় মিশে থাকে), ওরা না খায়-দায়, না মরে আর না বাচ্চা দেয়। আরেক প্রকার জ্বিন এমন যারা খায়, পান করে, মারা যায় এবং একে অন্যের সাথে বিয়ে-শাদীও করে।[১]
ইয়াযীদ বিন জাবির (তাবিঈ) বলেছেনঃ সকল মুসলমানের ঘর-বাড়ির ছাদে মুসলমান জ্বিনরা বসবাস করে। যখন বাড়ির মানুষদের জন্য খাদ্য-বস্তু রাখা হয়, তখন সংশ্লিষ্ট বাড়ির জ্বিনরা নেমে এসে তাদের সাথে আহার করে এবং যখন বাড়ির লোকদেরকে রাতের খাবার দেওয়া হয় তখনও ওরা নেমে এসে তাদের সাথে রাতের খানা খায়। এই সব জ্বিনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দুষ্ট জ্বিনদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের হেফাযত করেন।[২]

জ্বিনরা কী খায়

হযরত আলকামাহ্‌ (রহঃ) বলেছেনঃ আমি হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-কে নিবেদন করি, আপনাদের মধ্যে কেউ 'লাইলাতুল জ্বিন' (অর্থাৎ জ্বিনের রাত)-এ

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন কি?' তো উনি বললেনঃ "আমাদের মধ্যে কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু এক রাতে আমরা তাঁকে মক্কায় অনুপস্থিত পেলাম। আমরা বললাম, (হয়তো) তিনি আচমকা (কাফিরদের হাতে) ধরা পড়েছেন এবং তাঁকে গুম করে ফেলা হয়েছে। আমাদের মুসলমান সম্প্রদায়ের ওই রাতটা কাটল খুবই খারাপ অবস্থায়। যখন সকাল হলো, দেখা গেল, তিনি হিরা পর্বতের দিক থেকে আগমন করছেন। তারপর আমরা (সাহবীগণ) গত রাতের উদ্বেগের কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেনঃ

اَتَانِىْ دَاعِى الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهٗ فَقَرَأْتُ الْقُرْاٰنَ

একটি জ্বিন এসে আমাকে দাওয়াত দিয়েছে, সুতরাং আমি তার সাথে চলে গিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র কোরআন পড়ে শুনিয়েছি।

এরপর তিনি (নবীজী) (সাঃ) আমাদের নিয়ে গেলেন। জ্বিনদের নিদর্শন দেখালেন। ওদের আগুনের চিহ্ন দেখালেন। ওই জ্বিনরা তাঁর কাছে সফরের সামান (বা পাথেয়) চেয়েছিল, কেননা ওরা ছিল (বহুদূরের) কোনও দ্বীপের জ্বিন। তো প্রিয় নবীজী (সাঃ) বলেনঃ

لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

তোমাদের খাদ্য এমন সব হাড়, যার প্রতি আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে।

(অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে বা বিস্‌মিল্লাহ বলে যবাহ্ করা পশুর হাড় জ্বিনরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করবে।)

..... এবং সর্বপ্রকার গোবর হলো তোমাদের চতুষ্পদদের খাবার।' (৩)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্যঃ তিরমিযী শরীফে আছে, জ্বিনদের খাদ্য সেই পশুর হাড়, যে পশু যবাহ্ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা হয় না। সুতরাং মুসলিম ও তিরমিযীর হাদীসদ্বয়ের মধ্যে সমতা হবে এভাবে যে মুসলিম শরীফের (উপরে বর্ণিত) হাদীসে মুসলমান জ্বিনদের খাবার এবং তিরমিযী শরীফের হাদীসে কাফির জ্বিনদের খাবারের কথা বলা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

فَلَا تَسْتَنْجُوْا بِهِمَا فَاِنَّهُمَا طَعَامُ اِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ -

তোমরা এই দু'টো জিনিস (হাড় ও গোবর)দিয়ে এসতেন্‌জা করো না, কেননা এ দু'টো হলো তোমাদের জ্বিন ভাইদের খোরাক।(৪)

আল্লামা সুহাইলী বলেছেন ঃ উপরে বর্ণিত উক্তি (অর্থাৎ হাড় ও গোবর জ্বিনদের খাবার) সহীহ্ হাদীসে এর সমর্থন আছে।

হযরত আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার তাঁকে (আবূ হুরাইরাকে) বলেন, আমার জন্য পাথর খুঁজে নিয়ে এসো, আমি এস্‌তেন্‌জা করব, হাড় কিংবা (শুকনো) গোবর নিয়ে এসো না যেন।' হযরত আবু হুরাইরাহ্ নিবেদন করেন, 'গোবর ও হাড়ের বিশেষত্ব কী'? তো নবীজী বলেন, এ দুটো জ্বিনদের খাদ্য। আমার কাছে নাসীবাইনের জ্বিনদের এক প্রতিনিধিদল এসেছিল। ওরা ছিল সৎ জ্বিন। ওরা আমার কাছে সফরকালীন পাথেয় চাইতে আমি ওদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলাম যে, তোমরা কোনও হাড় ও গোবরের কাছ দিয়ে গেলে তাতে নিজেদের খাদ্য মওজুদ পাবে।(৫)

জনৈক জ্বিনের আবেদন

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেনঃ আমি একবার জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে একটি সাপ এল এবং তাঁর এক পাশে দাঁড়িয়ে গেল। আমি তাকে নবীজীর কাছাকাছি করে দিলাম। সাপটি নবীজীর পবিত্র কানে যেন চুপিচুপি কিছু বলতে লাগল। নবীজী বললেন, ঠিক আছে। তারপর সাপটি চলে গেল। তখন আমি নবীজীর কাছে ব্যাপারটি কী জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, ও ছিল এক জ্বিন। ও আমাকে বলে গেল, আপনি আপনার উম্মাত (মানুষ)-দের বলে দিন যে, ওরা যেন গোবর ও হাড় দিয়ে এসতেন্‌জা না করে, কেননা ওই দুটো জিনিসে আল্লাহ আমাদের আহার্য রেখেছেন।(৬)

জ্বিনদের খাদ্য হাড়, কয়লা, গোবর

হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বলেছেনঃ জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জ্বিনদের এক প্রতিনিধি দল এসে বলল, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আপনার উম্মতরা যেন হাড়, গোবর ও কয়লা দিয়ে এসতেন্‌জা না করে, কেননা আল্লা তা'আলা ওগুলোয় আমাদের রিযিক নির্ধারিত করে দিয়েছেন।(৭)

জ্বিন-দলের সাথে মহানবীর সাক্ষাৎ ও খাদ্য উপহার

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ (একবার) জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিযরতের আগে মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গেলেন এবং আমার জন্য একটি রেখা টেনে দিয়ে বললেন, 'আমি না আসা পর্যন্ত কারও সাথে কোনও কথা বলবে না এবং কোনও কিছু দেখে একটুও ঘাবড়াবে না।' তারপর তিনি কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বসলেন। তখন (দেখলাম) নবীজীর (সাঃ) সামনে একদল কালো মানুষ জমা হয়ে গেল। তারা যেন যিত্বর গোত্রের লোক (অর্থাৎ অত্যন্ত কালো)। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে বলেছেন- كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا - 'বহুসংখ্যক জ্বিন (কোরআন শোনার জন্য) নবীর কাছে ভীড়

জমিয়েছে।[৮] এরপর নবীজীর কাছ থেকে চলে গেল। আমি শুনেছি, ওরা বলছিল, ' হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমাদের দেশ বহু দূরে। এখন আমরা রওনা হচ্ছি। আপনি আমাদের পাথেয় (স্বরূপ কিছু) দান করুন।' তখন নবীজী বলেন, ' তোমাদের খাদ্য হলো গোবর (অর্থাৎ উট, ঘোড়া, গাধা, ছাগল প্রভৃতির বিষ্ঠা)। এবং তোমরা যেসব হাড়ের কাছ থেকে যাবে, সেগুলোয় তোমাদের জন্য গোশ্ত লাগানো পাবে এবং গোবর তোমাদের জন্য খেজুর হয়ে থাকবে (অর্থাৎ হাড় ও গোবর জ্বিনদের জন্য গোশ্ত খেজুরের মতো স্বাদবিশিষ্ট হবে) ওরা চলে যাবার পর আমি নবীজীকে নিবেদন করলাম, 'ওরা কারা?' নবীজী বললেন, ওরা ছিল নাসীবাইন (নামে বহু দূরের এক জায়গা)-র জ্বিন।[৯]

শয়তান খানাপিনা করে বাঁ হাতে

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ(স.)বলেছেনঃ

اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاكُلْ بِيَمِيْنِهٖ وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهٖ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهٖ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهٖ

তোমাদের মধ্যে যখন কেউ আহার করে তখন যেন ডান হাত দিয়ে আহার করে এবং পান করার সময় যেন ডান হাত দিয়েই পান করে–কেননা শয়তান পানাহার করে বাম হাতে।[১০]

হাফিয ইবনে আবদুল বার্ (রহঃ) বলেছেনঃ এই হাদীসে প্রমাণ আছে যে, শয়তান খায় এবং পানও করে।

তবে একদল আলেম এই হাদীসকে রূপক বলে অভিহিত করেছেন, অর্থাৎ শয়তান বাম হাতে খেতে পছন্দ করে এবং এর দিকে ডাক দেয়। যেমন লাল রঙের বিষয়ে বর্ণনা আছে যে, লাল রঙ শয়তানের শোভা এবং কেবল মাথায় পাগড়ি বাঁধা হলো শয়তানের পাগড়ি। অর্থাৎ টক্‌টকে লাল কাপড় পরা এবং 'শামলা' (পাগড়ির সেই প্রান্ত যা মাথার পিছন দিকে ঝোলে) না রেখে পাগড়ি পরা শয়তানী কাজ। শয়তান এ কাজ করতে প্ররোচনা দেয়।(এই বক্তব্যে যে বর্ণনার হাওয়ালা আছে তা অত্যন্ত দুর্বল। হাদীসটি এই গ্রন্থের শেষের দিকে দেওয়া হয়েছে।)

ইবনে আব্দুল বার্ বলেছেন ঃ আমার কাছে ও কথার কোনও মূল্য নেই। যেখানে প্রকৃত অর্থ হওয়া সম্ভব সেখানে রূপক অর্থ নেওয়া অনর্থক।

খাওয়ার আগে 'বিস্‌মিল্লাহ' বললে শয়তানের খাওয়া বন্ধ

হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে যখন আমরা কোনও খানার মজলিসে হাজির থাকতাম তখন তিনি শুরু না করা পর্যন্ত আমরা

কেউ-ই খাবারে হাত দিতাম না। একবারের ঘটনা। আমরা (নবীজীর সঙ্গে) খাওয়ার মজলিসে হাযির আছি। এমন সময় এক বেদুঈন এল। যেন তাকে কেউ খাবারের দিকে তাড়িয়ে এনেছে। সে এসেই খাবারের দিকে হাত বাড়াল। নবীজী তার হাত ধরে ফেললেন এবং তাকে বসিয়ে দিলেন। তারপর একটি মেয়ে (বালিকা) এল, তাকেও যেন হাঁকিয়ে আনা হলো। মেয়েটি এসে খাবারের পাত্রে হাত দিতে উদ্যত হলো। নবীজী তারও হাত ধরে ফেললেন। তারপর তিনি বললেনঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ الَّذِىْ لَمْ يُذْكَرِاسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ جَاءَ بِهٰذَا الْاَعْرَابِىِّ يَسْتَحِلُّ بِهٖ فَاَخَذْتُ بِيَدِهٖ ، وَجَاءَ بِهٰذِهِ الْمَرْأَةِ يَسْتَحِلُّ بِهَا فَاَخَذْتُ بِيَدِهَا فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّ يَدَهٗ فِىْ يَدَىَّ مَعَ اَيْدِيْهِمَا ـ

যে খাবারে আল্লাহর নাম নেওয়া (অর্থাৎ বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শুরু করা) হয় না, শয়তান তা নিজের জন্য হালাল করে নেয় (মানে, শয়তান সেই খাবরে শরীক হয়ে যায়)।(আমরা খাওয়া শুরু করিনি দেখে) শয়তান এই বেদুঈনের সাথে খেতে এসেছিল। আমি তার হাত ধরে ফেললাম।(ফলে শয়তান সুযোগ পেল না।) তাই সে ফের এই মেয়েটির সাথে এল এবং এর মাধ্যমে খাবারে ভাগ বসাতে চাইলে। এর হাতও আমি ধরে ফেললাম। যাঁর আয়ত্বে আমার জীবন সেই সত্তা (আল্লাহ্)-র কসম! এই দু'জনের হাতের সাথে শয়তানের হাতও (এখন) আমার মুঠোর মধ্যে।[১১]

হযরত উমাইয়া বিন মুখ্‌শী (রাঃ) বলেছেনঃ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি খানা খাচ্ছিল।(খাওয়ার শুরুতে) সে বিস্‌মিল্লাহ্ বলেনি। শেষ পর্যন্ত সে সবই খেয়ে ফেলল, কেবলমাত্র একটি লোকমা (বা গ্রাস) বাকি ছিল। সেই শেষ গ্রাসটি মুখে তোলার সময় সে বললঃ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

বিস্‌মিল্লাহি আউ্ওয়ালাহু অ আ-খিরাহু

ভাবার্থ ঃ এই খাবারের আগে ও পরে আল্লাহর নাম নেওয়া হলো।

তখন নবীজী (সাঃ) হেসে ফেললেন এবং বললেনঃ

مَازَالَ الشَّيْطَانُ يَاْكُلُ مَعَهٗ فَلَمَّا ذُكِرَاسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِسْتَقَاءَ مَا فِىْ بَطْنِهٖ

শয়তান ওর সাথে খাবারে শরীক ছিল, কিন্তু যখনই ও আল্লাহর নাম নিয়েছে, অমনই শয়তান যা কিছু তার পেটে গিয়েছিল সব বমি করে দিয়েছে।[১২]

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَ طَعَامَهُ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ

শয়তান তোমাদের মধ্যে সকলের কাছে সকল সময় সকল অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, এমনকী খাওয়ার সময়েও। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কারও খাদ্যের গ্রাস পড়ে গেলে তার ময়লা সাফ করার পর তা খেয়ে নিও, শয়তানের জন্য ছেড়ে দিও না যেন।[১৩]

হযরত জাবির (রাঃ) শুনেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنْ دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ ـ

যখন কোনও মানুষ নিজের বাড়িতে প্রবেশ করার সময় এবং খাওয়ার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে, তখন শয়তান (অন্যান্য শয়তানের উদ্দেশে) বলে, তোমাদের জন্য (এখানে) থাকা-খাওয়ার কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু কোনও মানুষ বাড়িতে প্রবেশের সময় যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তাহলে শয়তান বলে, তোমরা রাতে থাকার ও সাঁঝে খাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলে।[১৩]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) ইবনে জারীর।

(২) আবূ আশ্-শায়খ, কিতাবুল উয্‌মাহ্। মাকায়িদুশ্ শাইতান, হাদীস নং ৪। দুররুল মানসুর, ৩ঃ৪৭।

(৩) তিরমিযী, কিতাবুত্ তাফ্সীর, সূরা ৪৬, হাদীস ৩২৫৮। সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সলাহ্, হাদীস ১৫০। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ১ ঃ ৪৩৬, ৪৫৭। দারকুতনী। মুস্তাদ্‌রকে হাকিম। বায়হাকী, ১ ঃ ১১, ১০৯। নাসবুর রাইয়াহ্, ১ঃ ২৩৯। ইবনে কাসীর, ৭ ঃ ২৭৫। ফাত্‌হুল বারী, ৭ ঃ ১৭২, ৬৭৫। আতহাফুস্ সাদাহ্, ৪ ঃ ৪৬২।

(৪) এই জাতীয় হাদীস রয়েছে এইসব গ্রন্থেঃ বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাব ২০; ২১৭। মুসলিম, তাহারত, হাদীস ৭৫৮। আবূ দাউদ, তাহারত, বাব ৪। তিরমিযী, তাহারত, বাব ১৪। ইবনে মাজাহ্, তাহারত, বাব ১৬, নাসায়ী, তাহারত, বাব ৩৪-৩৫। দারিমী, কিতাবুল উযূ, বাব ১২,১৪। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ২ ঃ ২৪৭, ২৫০; ৫ ঃ ৪৩৮।

(৫) বুখারী, মনাকিবুল আন্‌সার, বাব ৩২, কিতাবুল উযূ, বাব ২০, ১ ঃ ৫০; ৫ঃ৫৯। বায়হাকী, ১ ঃ ১০৭, নাসবুর রাইয়াহ্, ১ ঃ ২১৯। ফাত্‌হুল বারী, ১ ঃ ২৫৫, ৭ঃ ১৭১।

(৬) ইব্‌নুল আরাবী কাযী।

(৭) আবূ দাউদ, ১ঃ ৬, কিতাবুত তাহারাত, বাব ২০, সহীহ্ বুখারী, মানাকিবুল আন্‌সার, বাব ৩২।

(৮) সূরা আল-জ্বিন, আয়াত ১৯।

(৯) দালায়িলুন্ নুবুউয়ত, আবূ নাঈম।

(১০) আল্-খাদিম, যারকাশী।

(১১) মুসলিম, কিতাবুল আশ্‌রিবাহ্, হাদীস নং ১০৫। সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল আত্‌ইমাহ্, বাব ১৯। সুনানে দারিমী, আত্‌ইমাহ্, বাব ৯। মুআত্তা, ইমাম মালিক, সিফাতুন্ নাবী, হাদীস নং ৬। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ২ ঃ ৩৩; ১০৬, ১২৮,১৩৫,১৪৬,৩২৫, ৫ ঃ ৩১১। সুনানে তিরমিযী, আত্‌ইমাহ্, বাব ৯ (?)। জামিই ছগীর, হাদীস নং ৪৮১।

(১২) সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল আত্‌ইমাহ্, বাব ১৫, হাদীস নং ৩৭৬৬। মুসনাদে আহ্‌মাদ ৫ঃ ৩২৮, ৩৯৮। মুসলিম শরীফ, কিতাবুল আশ্‌রিবাহ, হাদীস নং ১০২। জাম্‌উল জাওয়ামিই, হাদীস নং ৫৭২৭। কান্‌যুল উম্মাল, ৮০৭৩৯। কুরতুবী ১ ঃ ৯৮; ৬ঃ৭৫।

(১৩) আবূ দাউদ, কিতাবুল আত্‌ইমাহ্, বাব ১৫। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৪ ঃ ৩৬৬। আল্-আযকার, ২০৬।

(১৪) মুসলিম, আল্-আশ্‌রিবাহ্, হাদীস নং ১৩৪, ১৩৬। আবূ দাউদ, আল্-আত্‌ইমাহ্, বাব ১৩। তিরমিযী, আল্-আত্‌ইমাহ্, বাব ১৩। মুসনাদে ইমাম আহ্‌মাদ, ৩ ঃ ১০০, ১৭৭, ২৯০, ৩০১, ৩১৫, ৩৩১, ৩৬৬, ৩৯৪। জাম্‌উল জাওয়ামিই, ৫৬১৯। কান্‌যুল উম্মাল ৪১১৬১। ফাতহুল বারী, ১০ঃ ৩০৬। কামিল, ইবনে আদী, ৩ ঃ ১১৭২। মাজমাউয্ যাওয়াঈদ, ৫ ঃ১৩০।

(১৫) মুসলিম, আল্-আশ্‌রিবাহ্, হাদীস নং ১০৩। আবূ দাউদ, আল-আত্‌ইমাহ্, বাব ১৫। ইবনে মাজাহ্, কিতাবুদ্ দু'আ, বাব ১৯, হাদীস নং ৩৮৮৭। মুসনাদে আহমাদ, ৩ ঃ ৩৪৬। বায়হাকী, হাদীস নং ২৭৬১। মিশ্‌কাত, ৪১৬১। আল্-আদাবুল মুফ্‌রাদ, ১০৯৬। দুররুল মানসুর, ৫ঃ ৫৯। ফাত্‌হুল বারী, ১১ ঃ ৮৭, কান্‌যুল উম্মাল, ৪১৫৩৮।

জ্বিনদের বিয়েশাদী ও বংশধারা

কোরআন থেকে প্রমাণ

জ্বিনেদের পারস্পরিক বিয়েশাদীর বিষয়ে নিচের আয়াতগুলোয় দলীল প্রমাণ রয়েছেঃ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ

তবে কি তোমরা আমাকে ছেড়ে শয়তানকে এবং ওর বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ? ওরা তো তোমাদের দুশমন।[১]

এই আয়াত প্রমাণ করছে যে শয়তানরা বংশধর পাওয়ার জন্য পরস্পর বিয়েশাদী করে। অন্যত্র আল্লাহপাক বলেছেন ঃ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

ইতোপূর্বে ও (আনতনয়না স্বর্গসুন্দরী, হূর)-দের কাছাকাছি না কোনও মানুষ গিয়েছে আর না গিয়েছে জ্বিন।[২]

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, জ্বিনরা যৌনমিলনও করে।

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছিঃ আল্লাহর বাণী–'তবে কি তোমরা আমাকে ছেড়ে শয়তানকে এবং ওর বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ।' –এর তাফসীরে (বিখ্যাত মুফাস্সির তাবিঈ) হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনদের বংশধারা সেভাবেই চালু আছে, যেভাবে মানুষের। তবে জ্বিনদের জন্মহার অনেক বেশি।[৩]

জ্বিনদের বাচ্চা হয় বেশি সংখ্যায়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা মানবজাতি ও জ্বিন সম্প্রদায়কে মোট ১০ ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নয় ভাগ জ্বিন ও এক ভাগ মানুষ। যখন একটি মানবশিশু জন্মায়, জ্বিনদের তখন নয়টি বাচ্চা হয়।[৪]

হযরত সাবিত (রহঃ) বলেছেনঃ আমাদের কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, ইবলীস (আল্লাহকে) বলেছিল, হে প্রভু! আপনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার ও তার মধ্যে শত্রুতা ঘটিয়ে দিয়েছেন। অতএব আপনি আমাকে ওর উপর প্রবল করে দিন।' আল্লাহ বলেন, মানুষের বুক হবে তোর বাসা।' ইবলীস বলল, হে প্রভু! আরও বাড়িয়ে দিন।' আল্লাহ বললেন, তোর দশটা বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত

মানুষের কোনও বাচ্চাই জন্মাবে না।' ইবলীস বলল, হে প্রভু! আরও বাড়িয়ে দিন।' আল্লাহ বললেন, তুই ওদের প্রতি নিজের আরোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে আসবি এবং ওদের সম্পদ ও সন্তানে শরীক হয়ে যাবি।[৫]

ইবলীসের বউ আছে কি

ইমাম শা'অ্বী (রহঃ)-কে এক ইবলীসের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ওর কোনও স্ত্রী আছে কি? তিনি বলেনঃ ওর বিয়ের বিষয়ে আমি কিছুই শুনিনি।[৬]

ইবলীস ডিম পেড়েছে

হযরত শা'অ্বী (রহঃ) বলেছেনঃ ইবলীস পাঁচটা ডিম পেড়েছে। ওর সমস্ত বংশধর ওই পাঁচটা ডিম থেকেই জন্মেছে। তিনি আরও বলেছেনঃ এই শয়তানের (বিপুল সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট) রবীআহ্ ও মুযির গোত্রের চাইতেও অধিক সংখ্যায় জড় হয় একজন মুমিন মানুষকে গুমরাহ্ (বা পথভ্রষ্ট করার জন্য)।[৭]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরা আল্ কাহাফ, আয়াত ৫০।

(২) সূরা আর-রাহ্মান, আয়াত ৫৬।

(৩) ইবনে আবী হাতিম, আবূ আশ-শায়খ, কিতাবুল উয্মাহ।

(৪) আব্দুর রায্যাক। ইবনে জারীর। ইবনুল মুনযির। ইবনে আবী হাতিম।

(৫) শুআবুল ঈমান, বায়হাকী।

(৬) ইবনুল মুনযির।

(৭) ইবনে আবী হাতিম।

জ্বিনদের সাথে মানুষের বিয়ে

জ্বিন-মানুষের বিয়ে কি সম্ভব

জ্বিনের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে জ্বিনের বিয়ে সম্ভব। এর সম্ভাবনাও সঠিক। ইমাম সা'অ্লাবী (রহঃ) বলেছেনঃ মানুষের ধারণা, বিয়ে এবং গর্ভ হওয়া জ্বিন ও মানুষ উভয়ের মধ্যে ঘটতে পারে। (যেমন পবিত্র কোরআনে আছে) আল্লাহ্ (শয়তানকে) বলেছেনঃ - وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

তুই মানুষদের সম্পদে ও সন্তানে শরীক হয়ে যা।[১]

শয়তান মানুষের সন্তানে শরীক হয় কীভাবে

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ কোনও মানুষ আপন স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন শুরু করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ' না বললে জ্বিন তার প্রস্রাবের ছিদ্রপথে জড়িয়ে যায় এবং সেই পুরুষের সাথে সেও যৌনসঙ্গমে শরীক হয়। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেনঃ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

ইতোপূর্বে ওই স্বর্গসুন্দরী (হূর)-দের না কোনও মানুষ ব্যবহার করেছে আর না জ্বিন।[২]

হিজড়া জন্মায় কেমন করে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ হিজড়ারা জ্বিনদের সন্তান। কোনও এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন যে এমনটা কেমন করে হতে পারে? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন যে মানুষ যেন তার স্ত্রীর মাসিক স্রাব চলাকালে যৌনসঙ্গম না করে। সুতরাং কোনও মহিলার সঙ্গে তার ঋতুস্রাব চলার সময় সঙ্গম করা হলে শয়তান তার আগে আগে থাকে এবং সেই শয়তানের দ্বারা ওই মহিলা গর্ভবতী হয় ও হিজড়া সন্তান প্রসব করে।[৩]

শয়তান থেকে সন্তান রক্ষার উপায় কী

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَاْتِيَ اَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا- فَاِنَّهُ اِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ اَبَدًا

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন আপন স্ত্রীর কাছে যেতে চাইবে তখন যেন সে (এই দু'আটি) বলেঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ্ শাইত্ব-না অজান্নিবাশ্ শাইত্ব-না মা রাযাক্বতানা।[৪] তাহলে সেই মিলনের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর তকদীরে কোনও সন্তান থাকলে, শয়তান কোনও কালেই সেই সন্তানের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।[৫]

জ্বিন-মানুষের যৌথ মিলনজাত সন্তানের নাম কী

আল্লামা সাআলাবী (রহঃ) বলেছেনঃ মানুষ ও জ্বিনের যৌথ মিলনজাত বাচ্চাকে বলা হয় 'খুন্নাস'।[৬]

জ্বিনের সঙ্গমে মহিলার গোসল

আবুল মাআলী ইবনুল মানজা হামবালী (রহঃ) বলেছেনঃ যদি কোনও মহিলা বলে যে, তার কাছে জ্বিন আসে যেমন স্বামী আসে স্ত্রীর কাছে, তবে তার পক্ষে গোসল করা আব্যশিক হয় না। কতিপয় হানাফী আলেমও এরকম বলেন। কেননা এক্ষেত্রে গোসল আবশ্যিক হওয়ার শর্ত অনুপস্থিত, আর তা হল লিঙ্গপ্রবেশ ও বীর্যস্খলন।[৭]

আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন শিবলী (রহঃ) বলেছেনঃ কথাটা আপত্তিকর। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহিলার প্রতি গোসল জরুরী হওয়া উচিত। কেননা 'লিঙ্গপ্রবেশ' না ঘটলে মহিলাটি জানতে পারত না যে জ্বিন তার সাথে পুরুষের মতো সহবাস করছে।

রাণী বিলকীসের মা ছিল জ্বিন

কথিত আছে ঃ বিলকীসের মা-বাপের মধ্যে একজন ছিল জ্বিন। ইবনুল কালবী বলেছেন, বিলকীসের বাপ জ্বিনদের মেয়েকে বিয়ে করেছিল, যার নাম ছিল 'রেহানা বিনতে সুকুন'এরই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়, এর নাম রাখা হয় 'বিলকিমাহ্'। বর্ণিত আছে যে বিলকীসের পায়ের সামনের অংশ ছিল চতুষ্পদ পশুদের খুরের মতো এবং তার গোড়ালিতে লোমও ছিল। হযরত সুলাইমান (আঃ) তাকে বিয়ে করেছিলেন এবং শয়তানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা গোসলখানা ও লোম-বিন্নাশক পাউডার বানাও।[৮]

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছি–

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اَحَدُ اَبَوَيْ بِلْقِيْسَ كَانَ جِنِّيًّا -

বিল্‌কীসের পিতা-মাতার মধ্যে একজন ছিল জ্বিন।[৯]

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ সাবার রানী (বিলকীস)-এর মা ছিল জ্বিন।[১০]

হযরত যুবাইর বিন মুহাম্মদ (রহঃ) বলেনঃ বিলকীসের 'মা ফারিআহ্' ছিল জ্বিন।[১১]

হযরত ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেনঃ বিলকীসের মা ছিল 'বিলফানাহ্'।[১২]

হযরত উসমান বিন হাযির (রহঃ) বলেনঃ বিলকীসের মা ছিল জ্বিনদের অন্তর্গত এবং তার নাম ছিল 'বিলকিমাহ্ বিনতে সাইসান'।[১৩]

ইবনে আসাকির (রহঃ) একজন জ্বিনকে এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে সাবার রানী বিলকীসের মা-বাপের মধ্যে কোনও একজন জ্বিন ছিল কি? জ্বিনটি উত্তর দেয়, জ্বিনরা বাচ্চা দেয় না। অর্থাৎ মানুষ মহিলা জ্বিন পুরুষের মিলনে গর্ভবতী হয় না।[১৪]

মানুষের মধ্যে জ্বিনের মিশাল

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ .

إِنَّ فِيكُمْ مُغَرِّبِينَ قِيلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْمُغَرِّبُوْنَ ؟ قَالَ الَّذِيْنَ يَشْتَرِكُ فِيْهِمُ الْجِنُّ

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে মুগ্‌রবীন আছে। নিবেদন করা হল, হে আল্লাহর রসূল! মুগ্‌রবীন কারা? তিনি বললেন– যেসব মানুষের মধ্যে জ্বিনেরা মিশে থাকে।[১৫]

ইবনে আসীর (রহঃ) বলেছেনঃ ওদের মধ্যে অন্য (প্রজাতির) নির্যাসও শামিল হয়ে যাবার কিংবা দূরবর্তী বংশধারায় জন্মানের কারণে ওদেরকে 'মুগ্‌রবীন' বলা হয়েছে।[১৬]

এও বলা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে জ্বিনের মিশাল থাকলে জ্বিন মানুষকে ব্যভিচারের প্ররোচনা দেয়। এই বিষয়ে আল্লাহর বাণী হলঃ

(ওহে শয়তান) তুই শরীক হয়ে বা মানুষের সম্পদে ও সন্তানে।[১৭]

জ্বিনের ছেলে

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি হযরত আলীর সাথে নাহরওয়ানে হুদুদিয়াদের হত্যাকার্যে শামিল ছিলাম। হযরত আলী (রাঃ) আমার কাছে 'তালীদ'কে সন্ধান করলেন কিন্তু তাকে পেলাম না। তখন তিনি বললেন, 'তাকে খোঁজো।' পরে তিনি স্বয়ং তাকে খুঁজে বের করলেন। তারপর বললেন, 'কে একে জানে?' উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলল, 'একে আমি জানি। এ 'কাউস'। এর মা-ও আছেন এখানে।' হযরত আলী (রাঃ) তার মায়ের কাছে একজন দূত পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওর বাপ কে?' সে বলল, 'আমি জানি না, তবে শুধু এটুকু জানি যে, আমি অজ্ঞতার যুগে আপন সম্প্রদায়ের বকরী-পাল চরাচ্ছিলাম। এমন সময় এক ছায়ামূর্তি এসে আমার সঙ্গে যৌনসঙ্গম করে, যার দ্বারা আমার গর্ভ হয়। এ হ'ল সেই গর্ভের সন্তান।[১৮]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরা বানী ইস্‌রাঈল, আয়াত ৬৪।

(২) সূরা আর-রহমান, আয়াত ৫৬।

(৩) তুরতুসী, কিতাবু তাহরীমুল ফাওয়াহিসশ মান্ আইয়ু আইয়িন ইয়াকুনুল মুখান্নাস।

(৪) বঙ্গার্থ ঃ আল্লাহর নামে (শুরু করছি) বাব, আল্লাহ গো, আমাদেরকে শয়তান থেকে রক্ষা কর।

(৫) বুখারী, বাদউল খল্‌ক, বাব ১১; আল-উযূ, বাব ৮; নিকাহ্‌, বা ৬৬; দাওয়াত, বাব ৫৫; তাওহীদ, বাব ১৩। মুসলিম কিতাবুত্‌ তালাক্ক, হাদীস ১০৬। আবূ দাউদ, নিকাহ্‌, বাবৃ ৪৫; তিরমিযী, নিকাহ্‌, বাব ৬। ইবনে মাজাহ্‌, নিকাহ, বাব ২৭। দারিমী, নিকাহ, বাব ২৯। আহমদ, ১ ঃ ২১৭, ২২০, ২৪৩, ২৮৩, ২৮৬। জামিই সগীর, সুয়ূতী, হাদীস নং ৭৪০৪, হাদীস সহীহ্‌। মিশকাত, ২৪১৬। ইবনে আবী শায়বাহ্‌, ৪ ৩১১। আল-বিদাইয়াহ্‌ অন-নিহা ইয়াহ, ১ ঃ ৬২।

(৬) ফিকাতুল লুগাহ, আস্‌-সাআলাবী।

(৭) শারহুল্‌ হিদায়াহ, আবুল মা'আলী ইবনুল মানজা হাম্‌বালী (রহঃ)।

(৮) ইবনুল কালবী।

(৯) কিতাবুল উযমাহ্‌, আবূ আশ্‌-শাঈখ, ইবনে মারদুইয়াহ্‌। ইবনে আসাকির মীযানুল-ইই্‌তিদাল, ৩১৪৩। কান্‌যুল উম্মাল, ২৯১৬। কামিল, ইবনে আদী, ১২০৯।

(১০) ইবনে আবী শাঈবাহ। ইব্‌নুল মুনযির।

(১১) ইবনে আবী হাতিম।

(১২) ইবনে আবী হাতিম।

(১৩) হাকীম, তিরমিযী। নাওয়াদিরুল উসূল। ইবনে মারদুইয়াহ্‌।

(১৪) ইবনে আসাকির।

(১৫) হাকীম, তিরমিযী। নাওয়াদিরুল উসূল। কান্‌যুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪৫৪, হাদীস নং ৪৪৯০০।

(১৬) নাহাইয়াহ্‌, ইবনুল আসীর, ৩ ঃ ৩৪৯।

(১৭) সূরাহ্‌ বানী ইস্‌রাঈল, আয়াত ৬৪।

(১৮) নুযহাতুল মুযাকারাহ্‌।

জ্বিন-মানুষের বিয়ে ঃ শরয়ী মতভেদ

ইমাম মালিক (রহঃ)

জ্বিনের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে জ্বিনের বিয়ে বৈধ হওয়ার বিষয়ে আলেম সম্প্রাদায়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

আবূ উসমান সাঈদ ইবনুল আব্বাস রাযী (রহঃ) বলেছেন, আমাকে হযরত মাকাতিল (রহঃ) বলেছেন এবং মাকাতিলকে বলেছেন সাঈদ বিন আবূ দাউদ (রহঃ)

ইয়েমেনের লোকেরা ইমাম মালিক (রহঃ)-এর কাছে জ্বিনের সাথে বিয়ের বিষয়ে প্রশ্ন লিখে পাঠায় এবং বলে-আমাদের এখানে একজন জ্বিন আছে। সে আমাদের এক মেয়েকে বিয়ের পয়গাম (প্রস্তাববার্তা) দিয়ে চলেছে এবং বলছে, 'আমি হালাল জিনিসের প্রত্যাশী।'

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন ঃ এ বিষয়ে আমি ইসলামে কোনও বাধা দেখছি না, কিন্তু আমি এও পছন্দ করি না যে, কোনও মহিলা যখন গর্ভবতী হবে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমার স্বামী কে? তো সে বলবে (আমার স্বামী জ্বিন। ফলে ইসলামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। (১)

হাকাম বিন উতায়বাহ্ (রহঃ)

হযরত হাজ্জাজ বিন আর্তাতের বাচনিকে ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত হাকাম বিন উতায়বাহ জ্বিনের সাথে (মানুষের) বিয়ে করাকে মাক্রূহ্ বলতেন।

ইমাম যুহরী (রহঃ).

ইমামা যুহ্রী (রহঃ) বলেছেন ঃ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জ্বিনের সাথে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।(২)

হযরত ক্বাতাদাহ্ (রহঃ), হযরত হাসান বাস্রী (রহঃ)

হযরত উক্বাহ্ আর্-রুমানী (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি হযরত ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-কে জ্বিনের সাথে বিয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলে উনি তা মাকরূহ বলেছেন এবং এ ব্যাপারে হযরত হাসান বাস্রী (রহঃ)-কে হিজ্ঞাসা করেছি, উনিও বলেছেন মাক্রূহ্।

হযরত উক্বাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ রহ বলেছেন ঃ একটি লোক হযরত হাসান বিন আবুল হাসান (রহঃ)-এর কাছে এসে নিবেদন করল- 'হে আবূ সাঈদ! জ্বিনের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আমাদের এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে চলেছে। (এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী?) হযরত হাসান (রহঃ) বলেন- 'ওর সাথে মেয়ের বিয়ে দিও না এবং ওকে সম্মান করো না।' তারপর সেই লোকটি হযরত ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-এর কাছে এসে বলল- 'হে আবুল খাত্ত্বাব, জ্বিনদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি আমাদের এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে চলেছে।' তো হযরত ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-ও বলেন- 'তোমরা ওই জ্বিনের সাথে মেয়ের বিয়ে দিও না। কিন্তু যখন সে তোমাদের কাছে আসবে, তোমরা বলবে, 'আমরা তোমার উপর চড়াও হব, যদি তুমি মুসলমান হও, তো আমাদের হতে দূর হয়ে যাও, আমাদের কষ্ট দিও না।' সুতরাং রাত হলে সেই জ্বিনটি এল এবং বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বলল,- 'তোমরা হয়ত হাসানের কাছে গিয়েছ এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছ। তিনি তোমাদের বলছেন, তোমরা ওর সাথে নিজেদের মেয়ের বিয়ে দিও না এবং ওকে সম্মান করো না।' তারপর তোমরা হযরত ক্বাতাদাহ্'র কাছে গিয়েছ এবং তাঁর কাছে জানতে চেয়েছ। তিনি তোমাদের বলেছেন, ওর সাথে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দিও না বরং বলবে, 'আমরা তোমার উপর চড়াও হব। যদি তুমি মুসলমান হও, তো আমাদের থেকে দূর হয়ে যাও, আমাদের কষ্ট দিও না।' বাড়ির লোকেরা সেই জ্বিনকেও ওই কথাই বলল। যার দরুন সে ওদের থেকে দূরে চলে গেল এবং আর কোনও কষ্ট দিল না।(৩)

হাজ্জাজ বিন আর্ত্বাত্ (রহঃ)

হযরত সুফিয়ান বিন আইনিয়াহ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, হাজ্জাজ বিন আর্ত্বাত বলতেন, জ্বিনের সাথে বিয়ে করা মাক্রূহ।

উক্ববাতুল আসর (রহঃ), ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)

হযরত উক্ববাতুল আসম (রহঃ) ও হযরত ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-কে জ্বিনের সাথে বিয়ে করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ওঁরা তা মাক্রূহ বলে উল্লেখ করেন।

হযরত হাসান বাস্রী (রহঃ)

(যে ব্যক্তি জ্বিনের কাছ থেকে নিজেদের মেয়ের সাথে বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছে হযরত হাসানের কাছে মাস্আলা জানতে গিয়েছিল, তাকে ...) **হযরত হাসান (রহঃ) বলেন-** তোমরা ওদের বল- 'যদি এমন হয় যে তোমরা (জ্বিনেরা) আমাদের কথা এখন শুনছ এবং তোমাদের কওম আমাদের দেখছে (তাহলে শোন), আমরা তোমাদের উপর চড়াও হব (যদি তোমরা এই ঘৃণ্য আচরণ থেকে বিরত না হও।' তারা এরকমই করেছিল, যার দরুন সেই জ্বিন চলে গিয়েছিল।

ইসহাক বিন রাহূইয়াহ্ (রহঃ)

হযরত হার্ব বলেছেন ঃ আমি হযরত ইসহাক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি– 'এক ব্যক্তি সামুদ্রিক সফর করছিল, সফরকালে তার জাহাজ ভেঙে যায় এবং (ঘটনাক্রমে) সে এক জ্বিন মহিলাকে বিয়ে করে– এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?' উনি বলেন, 'জ্বিনকে বিয়ে করা মাকরূহ্।'

হানাফী মাযহাব

হানাফী ইমামদের মধ্যে **হযরত শায়খ জামালুদ্দীন সাজিস্তানী (রহঃ) বলেছেন** ঃ জাতিগত পার্থক্যের কারণে মানুষ, জ্বিন তথা সামুদ্রিক মানুষের সাথে বিয়ে করা জায়েয নয়।[৪]

ক্বাযীউল কুয্যাহ্ শার্ফুদ্দীন বারিযী হানাফী (রহঃ)

ক্বাযীউল কুযযাহ্ শারফুদ্দীন বারিযী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসিত মাস্আরাগুলির মধ্যে শায়খ জালালুদ্দীন আস্নুবী উল্লেখ করেছেন ঃ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে যদি কোনও মানুষ জ্বিন মহিলাকে বিয়ে করার সঙ্কল্প করে, তবে কাজটি তার জন্য বৈধ হবে না নিষিদ্ধ হবে? কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে– তিনি তোমাদের (শান্তির) জন্য তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন।[৫]

অতঃপর ইমাম বারিযী (রহঃ) সৌজন্যস্বরূপ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে মানুষ শান্তি পায়। সুতরাং আমরা যদি জ্বিন-মানুষের বিয়েকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিই, যেমনটি ইবনে ইউনুসের বরাত দিয়ে 'শারহুল ওয়াজাইয' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেবে। যেমন ঃ

(১)– জ্বিনকে (পুরুষ হোক অথবা স্ত্রী) বাড়িতে থাকতে অভ্যস্ত করে তোলা যাবে কি না?

(২)– মানুষ স্বামীর পক্ষে আকৃতি বদলাতে সক্ষম-এমন জ্বিন স্ত্রীকে মানুষের আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি অবলম্বনে বাধা দেওয়া কি বৈধ হবে? (কেননা বাধা দিলে স্ত্রীর অধিকার নষ্ট হবে এবং বাধা না দিলে স্বামীর মনে ঘৃণা জন্মাবে।

(৩)– বিয়ে শুদ্ধ হবার শর্তাবলীর মধ্যে 'অলী' বা অভিভাবকের অনুমতি সম্পর্কে এবং বিয়ে অশুদ্ধ হবার বিষয়াবলী থেকে মুক্ত হবার ক্ষেত্রে জ্বিন মহিলার প্রতি আস্থা রাখা যেতে পারে কি না?

(৪)– মানুষ যদি বিয়ে শুদ্ধ হবার বিষয়ে জ্বিনদের কাযীর অনুমোদন আছে কি না?

(৫)– মানুষ যদি তার জ্বিন স্ত্রীকে অপছন্দনীয় আকৃতিতে (বা অন্য কোন রূপে) দেখে এবং সেই স্ত্রী দাবি করে যে সে তারই স্ত্রী– তাহলে তখন সেই মহিলার কথা বিশ্বাস করা এবং তার সাথে যৌনমিলন করা বৈধ হবে কি না?

(৬)– মানুষ স্বামীর ঘাড়ে এই দায়িত্ব কি চাপবে যে তাকে তার জ্বিন স্ত্রীর খোরাক, যেমন হাড় প্রভৃতি, সম্ভব হোক বা না হোক যোগাড় করে দিতে হবে?

সুতরাং **আল্লামা বারিযী (রহঃ) বলেছেন,** মানুষের জন্য জ্বিনজাতির মেয়েদেরকে বিয়ে করা জায়েয নয়, কোরআনের এই দু'টি আয়াতের মর্মার্থের কারণে ঃ

(১) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন।[৬]

(২) وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে হতে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন।[৭]

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ('জাআলা লাকুম মিন আনফুসিকুম'– অর্থাৎ– তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরই মধ্য হতে) এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ বলেছেন– তোমাদের স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের (মানুষের) জাতি, তোমাদের প্রজাতি ও তোমাদের আকৃতি-প্রকৃতি বিশিষ্ট করে। যেমন কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

তোমাদের মধ্য হতে অবশ্যই তোমাদের নিকট এক মহান রসূল এসেছে।[৮]

অর্থাৎ 'তোমাদেরই মধ্য হতে' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তিনিও 'মানুষ'।

'আকামুল মারজ্জান' গ্রন্থের লেখক ক্বাযী বাদ্রুদ্দীন শিব্লী (রহঃ) বলেছেন ঃ ইমাম মালিক (রহঃ)-এর সূত্রে যে বর্ণনা ইতোপূর্বে পরিবেশিত হয়েছে, সেটি মানুষের সাথে জ্বিন মহিলার বিয়ের বৈধতার প্রমাণ দিচ্ছে কিন্তু তার বিপরীতে, অর্থাৎ জ্বিন-পুরুষের সাথে মানুষ মহিলার বিয়ের বিষয়ে নেতিবাচক কথা বলছে। সুতরাং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে জ্বিনদের সাথে আদৌ কোনও বিয়ের অনুমোদন নেই এবং (অনুমোদন না থাকার) কারণে ইসলামে ফেতনা-ফাসাদের আধিক্যও হবে না।

যাইদ আল্‌আমা (রহঃ)-এর দু'য়া

মারুযী বুযুর্গদের শায়খ মুহার্রক্ব (রহঃ) বলেছেন, আমি হযরত যাইদ আল-আমা (রহঃ)-কে এই দু'আ বলতে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ جِنِّيَّةً اَتَزَوَّجُهَا

আল্লাহ্! আমাকে একটি জ্বিনের মেয়ে দাও, আমি তাকে বিয়ে করব।

তাঁকে প্রশ্ন করা হল, 'হে আবুল হাওয়ারী! মেয়ে জ্বিন নিয়ে কি করবেন আপনি?' তিনি বললেন, 'সে আমার সফরকালে সাথে থাকবে, যেখানে আমি থাকব সেখানে ও থাকবে। (কেননা, আমি অন্ধ, যাবতীয় কঠিন কাজে সে আমার সাহায্য করবে।)

জ্বিনদের মধ্যেও 'ফির্‌কা' আছে

ঘটনা ঃ ইমাম আ'মাশ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বাজীলাহ্ গোত্রের এক বৃদ্ধ আমাদের বলেছেন ঃ এক যুবক জ্বিন আমাদের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে। তারপর সে আমাদের কাছে মেয়েটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় এবং বলে, 'আমি বিয়ে না করে ওর সঙ্গে (অবৈধ) যৌনক্রিয়া অপছন্দ করি।' সুতরাং আমরা তার সাথে মেয়েটির বিয়ে দিই। সে আমাদের সামনে আসত। আমাদের সাথে কথা বলত। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করি, 'তোমরা কি?' সে বলে, 'আমরা তোমাদের মত উম্মত। আমাদের মধ্যেও তোমাদের মতো বংশ-গোত্র রয়েছে।' আমরা জানতে চাই, 'আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে ফির্‌কাও আছে কি?' সে বলে, 'হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে কাদ্‌রিয়া, শীআহ্, মারজিয়াহ্ প্রভৃতি সব রকমের ফির্‌কা রয়েছে।' আমরা প্রশ্ন করি, 'তুমি কোন্ ফির্‌কার সাথে সম্পর্ক রাখো?' সে বলে, 'আমি মারজিয়াহ্ ফির্‌কার অন্তর্ভুক্ত।'[৯]

জ্বিনদের মধ্যে বেশি খারাপ ফির্‌কা 'শীআহ্'

ইমাম আ'মাশ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমাদের এলাকায় বিয়ে করেছিল এক জ্বিন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন্ খাদ্য খেতে বেশি পছন্দ কর? সে বলে, ভাত। আমি তাকে ভাত এনে দিলাম। দেখলাম, গ্রাস তো উঠছে কিন্তু (উঠানওয়ালা) কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে আমাদের মতো ফির্‌কাও আছে কি? সে বলল, জী হ্যাঁ। আমি জানতে চাইলাম, আচ্ছা তোমাদের মধ্যে রাফিযীদের অবস্থা কেমন? সে বলল, রাফিযীরা আমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম ফির্‌কা।[১০]

আশ্চর্য ঘটনা

ইমাম আ'মাশ্ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি এক জ্বিনের বিয়েতে 'কুই' নামক এক স্থানে উপস্থিত ছিলাম। বিয়েটি ছিল জ্বিনের সাথে এক মানুষের। জ্বিনদের

জিজ্ঞাসা করা হ'ল, কোন খাদ্য তোমাদের বেশী পছন্দনীয়? ওরা বলল, ভাত তো লোকেরা জ্বিনদের কাছে ভাতের খাঞ্চা আনতে থাকছিল আর ভাত শেষ হতে থাকছিল কিন্তু (খানেঅলাদের) হাত দেখা যাচ্ছিল না।[১১]

খতরনাক জ্বিন স্ত্রীর ঘটনা

হযরত আবূ ইউসুফ সারুজী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ একবার এক মহিলা মদীনা শরীফে এক ব্যক্তির কাছে এসে বলল, 'আমরা তোমাদের বসতির কাছে নেমেছি, অতএব তুমি আমাকে বিয়ে করে নাও।' তো লোকটি সেই মহিলাকে বিয়ে করল। রাত হলে সে নারীর রূপ ধরে স্বামীর কাছে আসত। একবার সেই জ্বিন মহিলাটি স্বামীর কাছে এসে বলল, 'আমরা এবার চলে যাব, অতএব তুমি আমাকে তালাক দাও।'

(পরবর্তীকালে) একবার সেই লোকটি মদীনা শহরের কোনও এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল সেই জ্বিন মহিলাটি দানাশস্য বহনকারীদের থেকে রাস্তায় পড়ে থাকা দানা কুড়াচ্ছে। তা দেখে লোকটি বলল, 'আরে, তুমি এখানে দানা কুড়াচ্ছ?' একথা শুনে মহিলাটি তার দিকে চোখ তুলে তাকাল এবং বলল, 'তুমি কোন চোখ দিয়ে আমাকে দেখেছ?' লোকটি বলল, 'এই চোখ দিয়ে।' মহিলাটি তখন নিজের আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করল যার ফলে লোকটির চোখ উপড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল।[১২]

সুন্দরী জ্বিন স্ত্রীর ঘটনা

আকামুল মারজ্বানের গ্রন্থকার আল্লামা বাদ্‌রুদ্দীন শিবলী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ জনাব ক্বাযীউল কুযযাহ্ জালালুদ্দীন আহমদ বিন ক্বাযীউল কুযযাহ্ হিসামুদ্দীন রাযী হানাফী বলেছেন ঃ

আমার পিতা (কাযী হিসামুদ্দীন রাযী (রহঃ)) আপন পরিবার-পরিজনবর্গকে প্রাচ্য থেকে আনার জন্য আমাকে সফরে পাঠিয়ে দেন। যখন আমি 'বীরাহ' (একটি জায়গা) পার হলাম, তো বৃষ্টি আমাদের এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। আমি এক যাত্রীদলের সাথে ছিলাম। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ দেখি, কেউ আমাকে জাগাচ্ছে। জেগে উঠে দেখলাম, আমার কাছে মাঝারি উচ্চতার এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ ছিল একটা লম্বা-লম্বি ফাটলের মতো, যা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম! সে বলল, 'তুমি ভয় পেওনা, আমি তোমার সাথে আমার চাঁদের মতো মেয়েকে বিয়ে দিতে এসেছি।' আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'আল্লাহ্ ভালো করুন।' তারপর দেখলাম, কিছু মানুষ আমার দিকে আসছে। তাদের আকৃতিও ওই মহিলার মতো। তাদের চোখও লম্বা ফাটলের মতো। তাদের সাথে এক ক্বাযীও ছিল এবং ছিল সাক্ষীও। সুতরাং ক্বাযী বিয়ের পয়গাম দিল এবং বিয়ে পড়িয়ে দিল, যা আমি (বাধ্য হয়ে)

কবুল করলাম। এরপর ওরা চলে গেল এবং সেই মহিলা ফের আমার কাছে এল। এবার তার সাথে এক সুন্দরী মেয়েও ছিল। তার চোখও ছিল তার মায়ের মতো। মেয়েটির মা মেয়েটিকে আমার কাছে রেখে চলে গেল। ফলে আমার ভয়-ভীতি আর আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। আমি আমার সঙ্গীদের জাগানোর উদ্দেশ্যে কাঁকর ছুড়ে মারতে লাগলাম। কিন্তু ওদের মধ্যে কেউ উঠল না। তখন অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহর দরবারে দু'আ-প্রার্থনা করতে লাগলাম। পরে, ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ার সময় এল। আমরা রওয়ানা দিলাম। কিন্তু সেই মেয়েটি আমাকে ছাড়ছিল না (সেও সঙ্গে রইল)। এই অবস্থায় তিন দিন কেটে গেল। চারদিনের মাথায় সেই আগের মহিলাটি এল এবং বলল, 'সম্ভবত এই মেয়েকে তোমার পছন্দ হয়নি। মনে হয়, তুমি এর থেকে বিচ্ছেদ চাইছ।' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আল্লাহর কসম!' সে বলল, 'তবে একে তালাক দিয়ে দাও।' আমি তাকে তালাক দিলে সে চলে গেল। পরে আমি তাকে কখনও দেখিনি।

এই ঘটনা সম্পর্কে ক্বাযী শিহাব বিন ফায্লুল্লাহ্কে প্রশ্ন করা হয়, 'ক্বাযী জালালুদ্দীন আহ্মাদ কি ওই জ্বিন স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছিলেন?' উনি বলেন, 'না'।(১৩)

হিংস্র জ্বিন মহিলার ঘটনা

হাফিজ ফাত্হুদ্দীন ইবনে সাইয়িদুন্ নাস (রহঃ) বলেছেন ঃ 'আমি তাকিউদ্দীন বিন দাকীকুল ঈদ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, শায়খ ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস্ সালাম (রহঃ) বলেছেন ঃ

ক্বাযী আবূ বাকর ইবনুল আরাবী (মালিকী) জ্বিনের সাথে (মানুষের) বিয়েকে অস্বীকার করতেন এবং বলতেন - 'জ্বিন সূক্ষ্ম আত্মাবিশেষ আর মানুষ স্থূল শরীরবিশিষ্ট, সুতরাং এরা উভয়ে একত্রিত হতে পারে না।' তিনি আরও বলেছেন যে, তিনি এক জ্বিন মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, যে তাঁর কাছে কিছুদিন ছিল। তারপর সে তাঁকে উটের হাড় ছুঁড়ে মেরে জখমী করে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তাঁর চেহারার সেই ক্ষতচিহ্নও তিনি দেখিয়েছেন।(১৪)

হানাবিলাহ্ মাযহাব

ইবনুল আম্মাদ (রহঃ) বলেছেন (কবিতার মাধ্যমে) ঃ

وَهَلْ يَجُوْزُ نِكَاحُنَا مِنْ جِنِّيَّةٍ ـ مُؤْمِنَةٍ قَدْ اَيْقَنَتْ بِالسُّنَّةِ

عِنْدَ الْاِمَامِ الْبَارِزِىِّ يُمْتَنَعُ ـ وَقَوْلُهُ اِلَّا بِالدَّلِيْلِ يُنْدَفَعُ

অর্থাৎ

জ্বিনদের ওই মেয়ে বৈধ মোদের বিয়ের তরে,
যার ঈমান এবং ইয়াকীন আছে সুন্নাহ্'পরে।
ইমাম বারিযীর মতে কিন্তু ও-কাজ করতে মানা।
তাঁর মাস্আলা প্রমাণ ছাড়া রদ করাও চলবে না।(১৫)

শাফিঈ মাযহাব

জ্বিনদের সাথে মানুষের বিয়ে চলবে এবং এই মতই কোরআনের আয়াত দু'টির অনুকূল। পরবর্তী যুগের আলেমগণ (মুতাআখখিরীন) এই বিতর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। কতিপয় আলেম অবশ্য এ বিষয়ে মানা করেন এবং বলেন, পারস্পরিক বিয়ের ক্ষেত্রে শর্ত হল সৃষ্টিগতভাবে জাতিগত মিল থাকা। কিন্তু পরিষ্কার কথা হল জ্বিনদের সাথে বিয়ে করা জায়েয, কেননা ওরা আমাদের ভাই।(১৬)

এই মাস্আলায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বিয়ে বৈধ। কেননা জ্বিনদেরও 'নাস' লোক এবং 'রিজাল' পুরুষ বলা হয়। এবং ওদেরকে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'আমাদের ভাই বলেছেন। জ্বিন-মানুষের বিয়ে বৈধ হবার ক্ষেত্রে আরও একটি প্রমাণ হল সাবার রাণী বিলকীসের সাথে হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর বিবাহ। অথচ বিলকিসের মা ছিল জ্বিন। সুতরাং জ্বিনদের সাথে বিয়ে যদি জায়েয না হ'ত, তবে বিলকীসের সাথে কীভাবে জায়েয হল? কেননা যার মা বা বাপের মধ্যে কোনও একজন যদিও এমন হয় যার সাথে বিয়ে জায়েয নয়, তাহলে তার সাথেও বিয়ে হারাম হয়।(১৭)

এ বিষয়ে এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে যে, যদি জ্বিন আসে ও কথাবার্তা বলে এবং তার শরীর আমাদের চোখে না পড়ে, এমনিতেই আমরা তার উপস্থিতি টের পাই এবং তার মুমিন হওয়ার কথাও আমরা জানতে পারি, তবে তার সাথে বিয়ে শুদ্ধ হবে সংশয়ের সাথে।

আম্মাদ বিন ইউনুস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ জ্বিনদের সাথে বিয়ে বৈধ নয়, কারণ বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বর-কনে উভয়কে সৃষ্টিগতভাবে এক ও অভিন্ন জাতিভুক্ত (জিন্স) হওয়ার শর্ত আছে। কিন্তু জ্বিন-মানুষের বিয়ের ক্ষেত্রে ওই শর্তে সন্দেহ থাকে। তাছাড়া এ ব্যাপারে কোন দলীলও নেই।

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক জ্বিনদের সাথে বিয়ে করতে নিষেধ করা জারজ সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করে। এর ব্যাখ্যা আছে এই হাদীসে ঃ

لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمْ اَوْلَادُ الْجِنِّ

তোমাদের মধ্যে জ্বিন-সন্তানের আধিক্য না ঘটা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না।

'ফাওয়ায়িদুল আখবার'-এর গ্রন্থকার বলেছেন ঃ 'জ্বিন-সন্তান'-এর অর্থ জারজ সন্তান। কেননা জ্বিনদের দ্বারাও বর্বরতা হয় এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্যকলাপ ঘটে। সুতরাং ব্যভিচারের দ্বারা জন্ম হওয়া মহিলাদের সঙ্গে বিয়ে না করার অর্থে ওই হাদীসটি গণ্য হবে।

এই পর্যন্ত সব আলোচনাই ইবনুল আম্মাদের।(১৮)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) আল-ইল্‌হাম অল-অস্‌অসাহ্‌, বাব নিকাহুল জ্বিন্নী, আবূ উসমান সাঈদ বিন আব্বাস রাযী (রহঃ)।

(২) মাসায়েলে হার্‌ব বিন আল্‌-কিরমানী।

(৩) আল্‌-হাওয়াতিফ, ইবনে আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া, রিওয়াইয়াত নং ৬৮, পৃষ্ঠা ১২০। আকামুল মারজ্বান, পৃষ্ঠা ৭১।

(৪) মুনিয়াতুল মুফতী, শাইখ জামালুদ্দীন সাজিস্তানী।

(৫) সূরাহ্‌ আর-রূম, আয়াত ২১।

(৬) সূরাহ্‌ আন্‌-নাহল, আয়াত নং ৭২।

(৭) সূরাহ্‌ আররূম, আয়াত নং ২১।

(৮) সূরাহ আত্‌-তাওবাহ্‌, আয়াত ১২৮।

(৯) ইত্তিবাউস্‌ সুনান অল্‌-আসীর, ইমাম দারিমী।

(১০) আকামুল মারজ্বান, পৃষ্ঠা ৬৯।

(১১) হাওয়াতিফুল জ্বান অ আজায়িবু মা ইয়াহ্‌কী আনিল জ্বান, ইমাম আবু বাকর খরায়িত্বী।

(১২) ইব্‌নু আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া।

(১৩) আকামুল মারজ্বান, পৃষ্ঠা ৬৯।

(১৪) তায্‌কিরাতুল সালাহুদ্দীন সফদী।

(১৫) আরজ্বাওয়াতু ইব্‌নুল আম্মাদ।

(১৬) শার্‌হুল ওয়াজ্বাইয আল্‌-ইয়ুনুসী।

(১৭) তাউক্বীফুল হুক্কাম আলা গওয়ামিদুল আহ্‌কাম।

(১৮) আরজ্বাওয়াতু ইব্‌নুল আম্মাদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনদের বাড়িঘর

নোংরা জায়গা জ্বিনদের বাসস্থান

সাধারণত জ্বিনরা থাকে নাপাক-নোংরা জায়গায়। যেমন- খেজুরের ঝাড়, ময়লার গাদা-নর্দমা, গোসলখানা প্রভৃতি। এই কারণে গোসলখানা, উটা বসার জায়গা প্রভৃতি স্থানে নামায পড়তে মানা করা হয়েছে। কেননা এগুলো শয়তানদের থাকার জায়গা।

পায়খানা জ্বিনদের ঘর

হযরত যাঈদ বিন্‌ আর্‌কাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

এই নোংরা জায়গাগুলো জ্বিন ও শয়তানদের থাকার জায়গা। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ যখন প্রস্রাব-পায়খানায় যায়, সে যেন (এই দু'আ) বলে- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি অল্‌ খাবায়িস।- হে আল্লাহ্‌, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট পুরুষ জ্বিন ও দুষ্ট নারী জ্বিনের অনিষ্ট থেকে।(১)

প্রস্রাব-পায়খানায় যাবার সময় কোনও ব্যক্তি এই দু'আটি পড়লে তার ও জ্বিনদের মধ্যে আড়াল স্থাপিত হয়, ফলে জ্বিনরা তার লজ্জাস্থান বা নগ্ন অবস্থা দেখতে পায় না।

জ্বিনদের সামনে পর্দা 'বিসমিল্লাহ্‌'

হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন ঃ

إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ

এই নোংরা জায়গাগুলো শয়তানদের থাকার জায়গা, সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন পায়খানায় যাবে, সে যেন 'বিসমিল্লাহ্‌' বলে।(২)

হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

سِتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ اَنْ يَّقُوْلَ بِسْمِ اللّٰهِ

তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানায় যাবার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বললে, তা হবে জ্বিনদের চোখ আর আদম-সন্তানের লজ্জাস্থানের মধ্যে আবরণ।[৩]

নবীজী পায়খানায় যাবার সময় কী বলতেন

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পায়খানায় যাবার সময় বলতেন ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

[আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি অল্-খাবায়িস]

হে আল্লাহ্! দুষ্ট পুরষ জ্বিন ও দুষ্ট মহিলা জ্বিনের (অনিষ্ট) থেকে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৪]

ইমাম সাঈদ বিন মানসূর (রহঃ) এই দু'আর শুরুতে বিসমিল্লাহ্'র শব্দগুলিও বর্ণনা করেছেন।[৫]

নোংরা নালায় পেশাব নয়

হযরত ইব্রাহীম নাখ্ই (রহঃ) বলেছেন ঃ নোংরা-দুর্গন্ধময় নালায় প্রস্রাব করো না, এর দ্বারা কোন রোগ এসে গেলে তার চিকিৎসা করা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।[৬]

মুসলিম ও মুশ্রিক জ্বিনের ঘর কোথায় কোথায়

হযরত বিলাল বিন হারিস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা নবীজীর সাথে এক সফরে কোন এক জায়গায় যাত্রা-বিরতি দিলাম। তিনি পায়খানায় গেলেন। আমি তাঁর কাছে পানির পাত্র নিয়ে গেলাম। (সেখানে) আমি কিছু লোকের ঝগড়া-বিবাদ ও চেঁচামেচি শুনলাম। ওই ধরনের চেঁচামেচি আগে কখনও শুনিনি। তো নবীজী ফিরে আসতে আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! আমি আপনার কাছে লোকজনের ঝগড়া ও চেঁচামেচি শুনেছি। ওই ধরনের আওয়াজ মানুষের থেকে কখনও শুনিনি। নবীজী বললেন ঃ

اِخْتَصَمَ عِنْدِىْ : اَلْجِنُّ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْجِنُّ الْمُشْرِكُوْنَ فَسَاَلُوْنِىْ اَنْ

اُسْكِنَهُمْ ، فَاَسْكَنْتُ الْجِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَلْسَ وَاَسْكَنْتُ الْجِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ الْغَوْرَ ـ

আমার কাছে মুসলমান জ্বিন ও মুশরিক জ্বিনরা ঝগড়া করছিল। তারা আমার কাছে আবেদন করল যে, আমি যেন ওদের বাসস্থান ঠিক করে দিই। তো আমি মুসলিম জ্বিনদের 'জালস' দিয়েছি এবং মুশরিক জ্বিনদের 'গওর' দিয়েছি।

আমি (আব্দুল্লাহ্ বিন কাসীর, রাবী) জিজ্ঞাসা করলাম, এই 'জালস' ও 'গওর' কী? (হযরত বিলাল্ বিন হারীস) বললেন, জালস মানে বস্তি ও পাহাড় আর 'গওর মানে খাদ, গুহা ও সামুদ্রিক দ্বীপ।[৭]

দুষ্ট জ্বিনরা কোথায় থাকে

হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ) ইরাকে যাবার মনস্থ করলে হযরত কা'বে আহ্বার (রহঃ) নিবেদন করেন– হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ইরাকে যাবেন না। কারণ নব্বই শতাংশ জাদু ওখানে আছে, পাপী জ্বিনরা ওখানে থাকে এবং অচল করে দেবার মতো অসুখও ওখানে রয়েছে।[৮]

জ্বিনরা থাকে মাংসের চর্বি-লাগা কাপড়ে

হযরত জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

اَخْرِجُوْا مَنْدِيْلَ الْغَمَرِ مِنْ بُيُوْتِكُمْ فَاِنَّهٗ مَبِيْتُ الْخَبِيْثِ وَمَجْلِسُهٗ

তোমরা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে মাংসের চর্বিযুক্ত কাপড় বের করে দাও

অর্থাৎ চর্বিওয়ালা কাপড় সত্বর সাফ করে নিও, কেননা) ও হল দুষ্ট জ্বিন (খবীস)-দের থাকার বসার জায়গা।[৯]

জ্বিনদের সামনে লজ্জাস্থানের পর্দার দু'আ

হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ

سِتْرُمَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِىْ اٰدَمَ اَنْ يَّقُوْلَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّطْرَحَ ثِيَابَهٗ : بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ

জ্বিনদের চোখ ও মানুষের লজ্জাস্থানের মধ্যে পর্দা (করার উপায়) এই যে, মুসলমান মানুষ যখন কাপড় ছাড়বে, তখন বলবে, বিসমিল্লাহিল্ লাযী লা ইলাহা ইল্লাহূ।[১০]

গর্ত জ্বিনদের ঘর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস থেকে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাঃ) (এই হাদীসের রাবী)-কে জিজ্ঞাসা করে, গর্তে পেশাব করার অসুবিধার কারণ কী? তিনি বলেন, কথিত আছে, গর্তে জ্বিনরা থাকে।(১১)

জ্বিনরা পানিতেও থাকে

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ) কে (সম্ভবত গোসল করার সময়) দু'টি চাদরে জড়ানো অবস্থায় দেখে কৌতূহল বোধ করি (এবং ওঁদের কাছে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করি)। ওঁরা বলেন, হে আবূ সাঈদ! তুমি কি জান না, পানিতে কিছু মাখলুক থাকে।(১২)

হযরত (ইমাম বাকির) মুহাম্মদ বিন আলী থেকে বর্ণিত ঃ হযরত হাসান (রাঃ) ও হযরত হুসাইন (রাঃ) একবার সকালে এলেন। ওঁরা চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন। ওঁরা বলেন, পানিতেও (জ্বিন ও শয়তানরা) থাকে।(১৩)

রাতের পানি জ্বিনদের জন্য

কথিত আছে ঃ রাতের বেলা পানি জ্বিনদের। তাই এক সৃষ্টিজীব (জ্বিনজাতি)-র ভয়ে ওতে পেশাব করা এবং গোসল করা উচিত নয় যাতে ওদের তরফ থেকে কোনও কষ্ট না পৌঁছানো হয়।(১৪)

জলাভূমির বিলে জ্বিনরা থাকে

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ)-র বাচনিকে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষকে নিষেধ করেছেন জলাভূমির মাঝে অবস্থিত তলায় চারাগাছ-ঘাস প্রভৃতি জন্মে থাকে– এমন ছোট ছোট বিলে ডুব দিতে, কেননা ওখানে জ্বিনরা থাকে।(১৫)

খালি মাথায় পায়খানায় নয়

ইবনে রফিআহ্ বলেছেন ঃ (শাফিঈ মাযহাবের) আলেমগণের মতে, খালি মাথায় পায়খানায় না যাওয়া মুস্তাহাব। যদি কোনও কিছু না পাওয়া যায়, তবে জ্বিনদের ভয়ে নিজের জামার হাতা-ই মাথায় রাখা দরকার।(১৬)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) আবূ দাউদ, কিতাবুত্ব ত্বহারত, বাব ৩। সুনান ইবনে মাজাহ্, ত্বহারত, বাব ৯। নাসায়ী, ত্বহারত, বাব ১৭। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ৪ ঃ ৩৬৯, ৩৭৩। সহীহ্ ইবনে হিব্বান, ১২৬। মুস্তাদ্‌রকে হাকিম, ১ ঃ ১৮৭। বায়হাকী, ১ ঃ ৯৬। মিশকাত, ৩৫৭। ত্বাবারানী কাবীর, ৫ ঃ ২৩২, ২৩৬। আত্‌হাফুস্ সাদাহ্, ২ ঃ ২৩৯। ইবনে খুযাইমাহ্, ৯৯। ইবনে আবী শায়বাহ্ ১ ঃ ১১, ৪৫৩। তারীখে বাগদাদ, ৪ ঃ ২৮৭; ১৩ ঃ ৩০১।

(২) ইব্‌নুস্ সুন্নী। আমালুল ইয়াউমি অল্-লাইলাহ্, হাদীস নং ২০।

(৩) তিরমিযী, কিতাবুল জুমুআহ্, বাব ৭৩। ইবনে মাজা, কিতাবুত্ ত্বহারত, বাব ৯। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ, ২ ঃ ২৫৩, ২৬৩। জামিউস সগীর, হাদীস নং ৪৬৬২। মুজ্‌মাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ২০৫।

(৪) বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাব ৯; কিতাবুদ্ দাওয়াত, বাব ১৪। সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল হাইয, হাদীস নং ১২২, ১২৩। ইবনে মাজাহ্, ২৯৬। তিরমিযী, ৫, ৬। আবূ দাউদ, ৪। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৩ ঃ ৯৯; ৪ ঃ ৩৬৯, ৩৭৩। বায়হাকী, ১ ঃ ৯৫। দারিমী, ১ ঃ ১৭১। মিশকাত, ৩৩৭। তাগলুকুত্ তাঅ্‌লীক, ৯৭, ৯৮। আত্‌হাফুস সাদাহ্, ২ ঃ ৩৩৯। আযকার, ২৭। আবী ইওয়ানাহ্, ১ ঃ ২১৬। ইবনে আবী শায়বাহ্ ১ ঃ ১।

(৫) সুনানে সাঈদ বিন মান্‌সুর। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৬ ঃ ৩২২। ইবনে আবী শায়বাহ্, ১ ঃ ১। কান্‌যুল উম্মাল, ১৭৮৭৪, ২৭২২০।

(৬) কিতাবুল অস্‌অসাহ্, আবূ বকর বিন আবী দাউদ।

(৭) ত্বাবারানী। কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবূ আশ-শাইখ। দালায়িলুন্ নবুয়ত, ইমাম বায়হাকী। মুজ্‌মাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ২০২। কান্‌যুল উম্মাল, ১৫২৩২।

(৮) মুআত্তা মালিক, কিতাবুল জ্বামিই,বাব আল্-ইস্‌তীযান হাদীস নং ৩০।

(৯) দাইলামী, হাদীস নং ৩৪৩। জ্বাম্‌উল জ্বাওয়ামিই, হাদীস ৮২০। কান্‌যুল উম্মাল, ৪১৪৯৭। জামিউস সগীর, সুয়ূতী, হাদীস ২৯৩।

(১০) ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াউমি অল্-লাইলাহ্, বাব মা ইয়াকূলু ইযা খলাআ সাওবান, হাদীস নং ২৬৮, পৃষ্ঠা ৯০। আল্-জ্বামিই আল্ কাবীর, হাদীস নং '১৪৬২২; ২ ঃ ৩৩৯। মিশকাত, ৩৫৮। মুজমাউয্ যাওয়াইদ, ১ ঃ ১৫০।

(১১) আবূ দাউদ, কিতাবুত্ব ত্বহারত, বাব ১৬, ২৯। নাসায়ী, ত্বহারত, বাব ২৯। আহ্‌মাদ, ৫ ঃ ৮২। মুস্তাদ্‌রক। সহীহ ইবনু খুযাইমা। বায়হাকী। ইব্‌নু সাকান। জ্বামিই সগীর, ৯৫৩১।

(১২) আল্-কিন্নী, লিদদাওয়ালাবী।

(১৩) মুসান্নিফ আব্‌দুর্ রায্‌যাক্ব।

(১৪) শার্‌হুর্ রাফিঈ।

(১৫) কামিল, ইবনে আদী। অনুবাদক কর্তৃক হাদীসের ভাবার্থটি উল্লেখিত।

(১৬) কিতাবুল কিনায়াহ্, আল্লামা ইব্‌নুর্ রফিআহ্।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনরা শরীয়তের অনুসারী

এ বিষয়ে সকলে একমত

জ্বিনরা শরীয়তের অনুসারী হওয়ার বিষয়ে ইসলামবিদ্‌গণের মতৈক্য রয়েছে।

হাফিয ইবনে আব্‌দুল বার্‌র্‌ (রহঃ) বলেছেন ঃ একদল আলেমের মতে, জ্বিনরা শরীয়তের অনুসারী এবং আওতাধীনও। কেননা আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়![১]

তিনি আরও বলেছেন ঃ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ـ

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুর কোন্‌ কোন্‌ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?[২]

এই দু'টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়কে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং জানা গেল যে এরা উভয়ে শরীয়তের অনুসারী।

ইমাম রাযী (রহঃ) বলেছেন ঃ সকল উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, সকল জ্বিন শরীয়ত অনুসারী।[৩]

ক্বাযী আব্‌দুল জব্বার (মুতাযিলী) বলেছেন ঃ জ্বিনরা শরীয়তের অনুসারী হওয়ার বিষয়ে ইসলামবিদ্‌গণের মধ্যে কারও দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আল্লামা ইযযুদ্দীন জুমাআহ্‌ বলেছেন ঃ শরীয়ত অনুসারীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত–

(১) যারা জন্মের শুরু থেকেই অনুসারী। এরা হল ফেরেশ্‌তা সম্প্রদায়, হযরত আদম এবং হাওয়া (আঃ)।

(২) যারা জন্মের শুরু থেকে পুরোপুরি অনুসারী নয়। এরা হল হযরত আদমের বংশধর।

(৩) শেষ শ্রেণীটি হল জ্বিন সম্প্রদায়। এদের শরীয়ত অনুসরণের সময় সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মতে এরাও জন্মের শুরু থেকেই শরীয়তের অনুসারী।[৪]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরাহ্‌ আর-রাহ্‌মান।

(২) সূরাহ্‌ আর-রাহমান

(৩) তাফসীরে কাবীর, ইমাম রাযী।

(৪) শারহে বাদ্‌উল আমালী, আল্লামা ইযযুদ্দীন বিন জুমাআহ্‌।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

জ্বিনদের মধ্যে কেউ কেউ নবী হয়েছে কি না

অধিকাংশের মতে হয়নি

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলেমগণের অধিকাংশের মতে জ্বিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও নবী ও রসূল হয়নি। **হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), হযরত কালুবী (রহঃ), হযরত আবূ উবাইদ (রহঃ)** প্রমুখের থেকেও এরকমই বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ

হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি তোমাদের কাছে রসূলগণ আসেননি?[১]

এই আয়াতের তাফ্‌সীরে **হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ** জ্বিনদের মধ্যে কেউ রসূল হয়নি। রসূল তো মানুষদের মধ্য থেকে হয়েছে। জ্বিনদের মধ্যে হয়েছে 'নায্‌যারাহ্‌' অর্থাৎ সতর্ককারী বা ভীতি প্রদর্শনকারী। এরপর তিনি আপন বক্তব্যের স্বপক্ষে কোরআন থেকে এই প্রমাণ পেশ করেন

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ـ

যখন কোরআন পাঠ সমাপ্ত হল, ওরা (জ্বিনরা) ওদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।[২]

প্রথম আয়াতে উল্লেখিত রুসুলুম্‌ মিন্‌কুম্‌ (অর্থাৎ তোমাদের, জ্বিন ও মানুষের, মধ্য হতে রসূলগণ...)-এর ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ (রহঃ)-এর বক্তব্য ঃ এখানে রসূলদের পাঠানো দূতদের কথা বলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ তিনি কোরআনের এই আয়াতাংশ উল্লেখ করেন ঃ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ـ

(জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে হিদায়াতের কথা শোনার পর) ওরা ওদের সম্প্রদায়ের কাছে 'মুন্যিরীন' অর্থাৎ ভীতি প্রদর্শনকারী বা সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।[৩]

হযরত যাহ্হাক্ (রহঃ)-এর মত

হযরত যাহ্হাক্ (রহঃ)- কে জ্বিনদের সম্পর্কে এ-মর্মে প্রশ্ন করা হয় যে, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে জ্বিনদের মধ্য থেকে কেউ নবী হয়েছে কি না?

তিনি বলেন– তুমি কি আল্লাহর এই কালাম শোননি ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ

হে জ্বিন ও মানবগোষ্ঠী! তোমাদের কাছে কি তোমার মধ্য হতে কোনও রসূল আসেনি?'

এই আয়াতে আল্লাহ্ মানুষ ও জ্বিন সম্প্রদায়ের রসূলদের কথা বলেছেন।[৪]

হযরত ইবনে জুরাইয বলেছেন, হযরত যাহ্হাক (রহঃ)-এর মতানুসারী আলেমগণ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ বলেছেন যে, জ্বিনদের মধ্যেও রসূল হয়েছে, যাদের রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছিল জ্বিনদের উদ্দেশে।

এঁদের মতে, যদি একথা ঠিক হয় যে, মানবজাতির রসূল বলতে প্রকৃতই মানবীয় রসূল বোঝায়, তাহলে এর দ্বারা এও জানা যায় যে, জ্বিনজাতির রসূলও রয়েছে।

আল্লামা ইবনে হাযম (রহঃ)-এর মত

আল্লামা ইবনে হায্ম (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগে মানুষের মধ্য হতে কোনও নবী জ্বিনদের প্রতি প্রেরিত হননি, কেননা, জ্বিনজাতি মানব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কেননা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ (পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে) প্রত্যেক নবীকে কোনও-না-কোনও বিশেষ কওমের কাছে পাঠানো হত।[৫]

ইবনে হাযম (রহঃ) আরও বলেছেন ঃ একথা তো আমরা নিশ্চিতরূপে জানি যে ওদের সতর্ক বা ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং আল্লাহর এই বাণী (তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি কোনও রসূল আসেনি?) থেকেও পরিষ্কার যে, ওদের মধ্যে নবীগণের আগমন ঘটেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তাফ্সীর

'আকামুল মারজ্বান'-এর গ্রন্থকার বলেছেন ঃ হযরত যাহ্হাকের মতের সমর্থন রয়েছে হযরত আব্বাস (রাঃ) কৃত আল্লাহ্র এই বাণী وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ- (যমীন সপ্তাকাশের অনুরূপ)-র তাফ্সীরে। অর্থাৎ– যমীনও সাতটি। প্রতিটি যমীনে তোমাদের নবীর মতো একজন নবী আছেন। আদমের মতো এক আদম আছেন। নূহের মতো এক নূহ্ আছেন। ইব্রাহীমের মতো আছেন ইবরাহীম এবং ঈসার মতো ঈসা।[৬]

অধিকাংশ আলেম এর ব্যাখ্যা করেছেন এই রকম ঃ ওরা ছিল কতিপয় জ্বিন। ওরা আল্লাহর তরফ থেকে রসূল ছিল না। কিন্তু আল্লাহ ওদের যমীনের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এবং ওরা মানুষের মধ্য থেকে আবির্ভূত আল্লাহর রসূলদের বাণী ও পথ-নির্দেশনা শুনেছে। তারপর আপন জ্বিন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে সতর্ক করেছে।

আল্লামা শিব্লী (রহঃ) ও ইমাম কালুবী (রহঃ)

আমি (আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ)) বলছি, আল্লামা শিবলী (রহঃ) ও ইমাম কালুবী (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের পূর্বে নবীগণ প্রেরিত হতেন মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রেরিত হয়েছেন জ্বিন ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে।[৭]

আল্লামা যামাখ্শারী (রহঃ) বলেছেন ঃ এই কথায় ইমাম যাহ্হাকের সমর্থন নেই যে, জ্বিনদের থেকেও রসূল হয়েছে, বরং এর অর্থ এই যে, মানব সম্প্রদায়ের রসূল ওদের মধ্যে বিশেষ কিছু জ্বিনকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিতেন, গোটা জ্বিন সম্প্রদায়কে সম্বোধন করতেন না। যেমন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে কিছু জ্বিন হাজির হলে তিনি তাদের সামনে ইসলামের কথা পেশ করেছেন। অর্থাৎ জ্বিনরা সরাসরি অথবা কিছু কিছু মুমিন মানুষের মাধ্যমে নবী-রসূলদের কথা শুনত।[৮]

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরাহ্ আল্-আন্আম। আয়াত ১৩০।

(২) সূরাহ্ আল্ আহ্ক্বাফ, আয়াত ২৯।

(৩) ইবনে মুন্যির।

(৪) ইবনে জারীর।

(৫) বাক্যটি একটি হাদীসের অংশ। হাদীসটি বর্ণিত আছে এইসব কিতাবে ঃ বুখারী, কিতাবুত্ তাইয়াম্মুম, বাব ১; কিতাবুস্ সলাহ্, ৫৬, জিহাদ, বাব ১২২; তাঅ্বীরুব্ রুউ্ইয়া, বাব ১১; আল্, ইই্তিসাম বাব ১। মুসলিম, মাসজিদ, হাদীস নং ৩, ৫, ৭, ৮। তিরমিযী, কিতাবুস্ সিয়ার, বাব ৫। দারিমী, কিতাবুস্ সিয়ার, বাব ২৮। সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল গুস্ল্, বাব ২৬; আল্-জিহাদ, বাব ১। মুসনাদ আহ্মাদ, ১ ঃ ৩০১; ২ ঃ ২২২,

২৬৪, ২৬৮, ৩১৪, ৩৯৬, ৪১২, ৪৫৫, ৫০১, ৩ ঃ ৩০৪; ৪ ঃ ৪৪১৬, ৫ ঃ ১৬২, ২৪৮, ২৫৬। বায়হাকী, ১ ঃ ২১২, ২ ঃ ৪৩৩। তাগ্‌লীকুত্‌ তাঅলীক্‌, ২৫৪। আত্‌হ্‌ফুস সাদাহ্‌, ১ ঃ ৪৮৮, ৪৮৯। ফাত্‌হুল বারী, ১ ঃ ৪৩৬, ৪৩৭, ৫৩৩। তাফসীর ইবনে কাসীর, ২ ঃ ২০, ১১২, ২৮১; ৩ ঃ ৪৯৩; ৪ ঃ ৩৪, ...

(৬) ইবনে জ্বারীর। ইবনে আবী হাতিম। হাকিম, সিহ্‌হাহ্‌। শুআবুল ঈমান, বায়হাকী। মুস্‌তাদ্‌রক হাকিম, ২ ঃ ৪৯৩।

(৭) শিবলী, ফী ফাতাওয়া। কালুবী, ফী মাহিকাতুয্‌ যামাখ্‌শরী।

(৮) তাফ্‌সীরে কাশ্‌শাফ্‌, যামাখ্‌শারী।

চর্তুদর্শ পরিচ্ছেদ

বিশ্বনবী ঃ জ্বিন-ইনসান সবার নবী

মহানবী মুহাম্মদ সা জ্বিন ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এ বিষয়ে দল-মত নির্বিশেষে সকল মুসলমান একমত। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস (১) بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ আমি জ্বিন ও মানব-সম্প্রদায়ের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।

জ্বিনদের মু'মিন ও মুসলমান হওয়া জরুরী

শায়খ আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়াহ্‌ (রহঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দুই 'সাকলাইন' (জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়)-এর রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। এবং উভয় সম্প্রদায়ের জন্য আবশ্যিক করেছেন জনাব রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনা, যা তিনি সাথে নিয়ে এসেছেন, তার (অর্থাৎ কোরআনের) অনুসরণ করা। আর তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল জানা ও তিনি যা হারাম করেছেন তা হারাম জানা এবং তাকে ভালোবাসা যাকে তিনি ভালোবেসেছেন ও তাকে অপছন্দ করা যাকে তিনি অপছন্দ করেছেন। এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যার রসূল হওয়ার বিষয়ে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, চাই সে মানুষ হোক অথবা জ্বিন, সে তাঁর প্রতি ঈমান না আনলে আল্লাহ্‌র আযাবের 'হকদার' হয়ে যাবে। যেমন সেই সব কাফির আল্লাহ্‌র আযাবের হকদার যাদের প্রতি আল্লাহ রসূল পাঠিয়েছিলেন। এটি এমন একটি বিধান যার প্রতি সাহাবী, তাবিঈ, ইমাম, আহ্‌লে সুন্নাত প্রমুখ দল-মত নির্বিশেষে মুসলমানদের সকল জামাআতের মতৈক্য আছে।

এক জ্বিন সাহাবীর শাহাদাতের আশ্চর্য ঘটনা

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনাব রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীর সঙ্গে সফর করছিলেন। এমন সময় এক ঘূর্ণি হাওয়া এসে তাঁদেরকে (কিছুটা) উড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর তার চাইতেও জোরালো এক ঘূর্ণি হাওয়া এসে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর আমরা দেখলাম, একটি সাপ মরে পড়ে আছে। তো আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিজের চাদরকে দু'টুকরো করলেন এবং এক টুকরোয় সেই মরা মাপটিকে কাফন দিয়ে দাফন করে দিলেন। রাতের বেলায় দুই মহিলা (আমাদের কাছে এসে) জিজ্ঞাসা করছিলেন, আপনাদের মধ্যে কে উমার বিন জাবির (রাঃ)-কে দাফন দিয়েছেন? আমরা বললাম আমরা তো উমার বিন জাবিরকে জানি না। তখন সেই মহিলারা বললেন, আপনারা সাওয়াবের প্রত্যাশায় ওই কাজ করেছেন, তা আপনাদের পাওনা হয়ে গেছে। (তো শুনুন) কিছু পাপী জ্বিন মু'মিন জ্বিনদের সাথে লড়াই করেছে এবং ওরা উমার বিন জাবির (রাঃ)-কে হত্যা করেছে। উমার বিন জাবির রাাঃ ছিলেন সেই সাপের আকারে, যাকে আপনারা দেখেছেন (এবং দাফন করেছেন। উনি ছিলেন সেইসব সম্মানিত জ্বিনদের অন্তর্গত, যাঁরা জনাব রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর থেকে কোরআন শরীফ শুনেছিলেন এবং তারপর আপন সম্প্রদায়ের কাছে উপদেশদাতা হয়ে ফিরে এসেছিলেন।[২]

শহীদ জ্বিনের থেকে সুগন্ধি

হযরত মু'আয বিন উবাইদুল্লাহ বিন মুআম্মার (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি হযরত উসমান (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে একটি লোক এসে বলল, আমি আপনাকে এক বিস্ময়কর ঘটনা শুনাতে চাইছি ঃ আমি এক (সফরে) বিশাল মরুভূমির মধ্যে ছিলাম। এমন সময় আমার সামনে দু'টো ঘূর্ণি হাওয়া এল– একটা একদিক থেকে আরেকটা আরেক দিক থেকে। উভয়ের মধ্যে টক্কর লাগল এবং মুকাবিলা হল। তারপর ঘূর্ণি হাওয়া দু'টো আলাদা হয়ে গেল। উভয় ঘূর্ণির মধ্যে একটা ছিল আরেকটার চেয়ে বেশি জোরালো। ঘূর্ণি দু'টো যেখানে মিলিত হয়েছিল, সেখানে আমি যেয়ে দেখতে পেলাম যে, ওখানে বহু সংখ্যক সাপ পড়ে রয়েছে। এক সাথে এত সাপ আমার চোখে কখনও দেখিনি। ওই সাপগুলোর মধ্যে কোনও এক সাপের শরীর থেকে মৃগনাভীর খুশবূ আসছিল। এবং ওখানে একটি হালকা সবুজ রং এর সাপও পড়েছিল। আমি ওই সাপটাকে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলাম, যাতে বুঝতে পারি যে কোন সাপের গা থেকে সুগন্ধি আসছে। তো জানা গেল, ওই সুগন্ধি সেই হালকা সবুজ রঙের সাপটির গা থেকে আসছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, এটা ওর কোনও সৎকাজের কারণে হচ্ছে। সুতরাং আমি ওই সাপটিকে

নিজের পাগড়িতে জড়িয়ে দাফন করে দিলাম। এরপর আমি (নিজের গন্তব্যে) যাচ্ছিলাম। এমন সময় এক ঘোষকের কণ্ঠস্বর শুনলাম। যাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। সে বলল, 'ওহে আল্লাহর বান্দা! এ তুমি কী করলে?' আমি ওকে সব কথা বললাম, যা-কিছু দেখেছি। সে বলল, 'তুমি ঠিকই করেছ। ওরা (ওই দুই ঘূর্ণি হাওয়া) ছিল জ্বিনদের দুটি গোত্র।- বনূ শাইআন ও বনু আকিয়াশ। ওদের উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ ও লড়াই হয়েছে। ওদের নিহতদের মধ্যে একজন ছিলেন সেই ব্যক্তিও যাকে তুমি দেখেছ (এবং কাফন-দাফন দিয়েছ) উনি ছিলেন সেই সম্মানিত জ্বিনদের অন্তর্গত, যাঁরা নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে পবিত্র কোরআন শুনেছিলেন।[৩]

এক সাহাবী জ্বিনের মৃত্যুর ঘটনা

হযরত কাসীর বিন আব্‌দুল্লাহ্ আবূ হাশিম তাজী (রহঃ) বলেছেন ঃ আমরা হযরত আবূ রিজা আতারদ্দী (রহঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাস করি যে, আপনার কাছে সেই জ্বিনদের কোনও খবর আছে কি, যারা মহানবী (সাঃ)-এর হাতে বায়য়াত (দীক্ষা বা আনুগত্যের শপথ) গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছিল? এ প্রশ্ন শুনে তিনি মৃদু হাসলেন এবং বললেন, আমি সেই কথা বলছি, যা আমি খোদ দেখেছি এবং শুনেছি। ঘটনা হল এই যে, আমরা এক সফরে ছিলাম। পথিমধ্যে পানি পাওয়া যায়- এমন এক জায়গায় আমরা যাত্রাবিরতি দিলাম এবং নিজেদের তাঁবু ফেললাম। দুপুরে আমি আরাম করার জন্য আমার তাঁবুতে চলে গেছি। এমন সময় দেখি তাঁবুর বাইরে একটি সাপ ছটফট করছে। আমি পানি পাত্র দিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দিলে সে শান্ত হল। যখন আসরের নামায আদায় করি তখন সাপটি মারা গেল। আমি আমার থলে থেকে একটা সাদা কাপড় বের করে সাপটিকে জড়াই এবং গর্ত খুঁড়ে তাতে দাফন করে দেই। তারপর বাকি দিন ও রাত আমরা সফর চালু রাখি। পরের দিন বেলা বাড়লে আমরা এক পানির জায়গায় যাত্রাবিরতি দিই এবং তাঁবু ফেলি। তারপর দুপুরে যখন আমি আরাম করছি এমন সময় (বহুলোকের কণ্ঠ) দু'বার আসসালামু আলাইকুম এর আওয়াজ শুনলাম। ওই সালামদাতারা এক, দশ, একশ হাজার ছিল না বরং ছিল তার চেয়েও বেশি। আমি উদের ওদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমরা কারা?' ওরা বলল, 'আমরা জ্বিন। আল্লাহ আপনাকে বরকত দিন। আপনি আমাদের এমন একটি কাজ করে দিয়েছেন, যার প্রতিদান দেবার সাধ্য আমাদের নেই।' আমি জানতে চাইলাম, 'আমি তোমাদের কী কাজ করে দিয়েছি?' ওরা বলল, 'যে সাপটি আপনার সামনে ইন্তেকাল করেছেন তিনি ছিলেন সেইসব শেষ জ্বিনদের অন্তর্গত যাঁরা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বায়আতের সৌভাগ্য হাসিল করেছিলেন।'[৪]

মহানবীর কাছে এসেছিল জ্বিনদের কয়েকটি প্রতিনিধি দল

আকামুল মারজ্বানের গ্রন্থকার ইমাম শিব্‌লী (রহঃ) বলেছেন, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হিজরতের পর মক্কা ও মদীনায় মহানবী (সাঃ)-এর কাছে জ্বিনদের প্রতিনিধিদল কয়েকবার এসেছিল।

আসমান থেকে শয়তানদের তথ্য চুরি বন্ধ হল কবে থেকে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ طَائِفَةٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ عَامِدِيْنَ اِلٰى سُوْقِ عِكَاظٍ وَقَدْحِيْلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيْنِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِيْنُ اِلٰى قَوْمِهِمْ فَقَالُوْا حِيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَاُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالُوْا مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ اِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ. فَاضْرِبُوْا مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوْا مَا هٰذَا الَّذِىْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَانْطَلَقُوْا يَضْرِبُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا- فَانْصَرَفَ اُولٰئِكَ النَّفَرُ الَّذِيْنَ تَوَجَّهُوْا نَحْوَتِهَامَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِنَخْلَةٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ بِاَصْحَابِهٖ صَلٰوةَ الْفَجْرِ. فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْاٰنَ اِسْتَمِعُوْا اِلَيْهِ فَقَالُوْا هٰذَا وَاللّٰهِ الَّذِىْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ لَمَّا رَجَعُوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ قَالُوْا: اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا-

জনাব রসূলুল্লাহ সা একবার তাঁর সাহাবীদের নিয়ে উকাযের বাজারের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সেই সময় শয়তানদের সামনে আসমানে যাওয়া ও সেখান থেকে খবরাদি সংগ্রহ করে আনার কাজে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল। এবং তাদের উপর

উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হল। সেই শয়তানরা যখন তাদের সম্প্রদায়ের কাছে গেল, বলল ঃ তোমাদের এবং আসমানের খবরাদি সংগ্রহের মধ্যে কোন জিনিস বাধা হতে পারে না। মনে হচ্ছে, কোনও নতুন কিছু ঘটেছে। তোমরা পৃথিবীর পূর্বে-পশ্চিমে, চতুর্দিকে ঘোরাঘুরি করো এবং দেখ যে, কোন্ জিনিস তোমাদের ও আসমানের খবর সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তারা (বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে) পৃথিবীর পূর্বে, পশ্চিমে অনুসন্ধান করতে লাগল। তাদের মধ্যে একটি দল 'তিহামার' দিকে ঘুরতে ঘুরতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর দিকে এল। তিনি সেই সময় আপন সাহাবীদের নিয়ে 'নাখলা' নামক স্থানে ফজরের নামায পড়ছিলেন। জ্বিনের দলটি নবীজীর মুখে কোরআন পাক শুনে তাঁর প্রতি মনোযোগী হল। এবং বলতে লাগল ঃ আল্লাহর কসম! এই সে বিষয়, যা তোমাদের ও আসনমানের তথ্য সংগ্রহের মধ্যে রাখা হয়েছে। এরপর তার নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলতে লাগল ঃ হে আমাদের (জ্বিন) সম্প্রদায়! 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি, যা সঠিক পথনির্দেশ করে, তাই আমরা এতে ইমান এনেছি এবং আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সাথে কোনও শরীক স্থাপন করবো না।[৫]

বিশ্বনবীর সঙ্গে নাসীবাইনের জ্বিন প্রতিনিদিধলের মুলাকাত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ (একবার) আহলে সুফ্‌ফার লোকদের মধ্যে সকলকে কেউ না কেউ খাওয়ানোর জন্য নিয়ে গেছে। থেকে গেছি আমি একা। আমাকে কেউ নিয়ে যায়নি। আমি মসজিদে বসেছিলাম। এমন সময় জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন। তাঁর হাতে ছিল খেজুরের ছড়ি। তা দিয়ে তিনি আমার বুকে (মৃদু) আঘাত করলেন এবং বললেন, আমার সাথে চলো।' এর পরে তিনি রওয়ানা হলেন। আমিও তাঁর সঙ্গী হলাম। যেতে যেতে আমরা 'বাকীয়ে গরকুদ' পর্যন্ত পৌছে গেলাম। ওখানে তিনি নিজের ছড়ি দিয়ে একটা রেখা টানলেন এবং বললেন, 'এর মধ্যে বসে যাও, আমি না ফিরে আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবে।' এরপর তিনি চলতে শুরু করলেন। আমি তাঁকে খেজুর-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে দেখতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত একটা কালো কুয়াশা ছেয়ে যেতে আমার ও তাঁর যোগাযোগ কেটে গেল। আমি (নিজের জায়গায় বসেই) শুনতে পাচ্ছিলাম, নবীজী তাঁর ছড়ি ঠুকছিলেন এবং বলছিলেন, 'বসে যাও, বসে যাও।' অবশেষে সকাল হতে শুরু হ'ল। কুয়াশা উঠতে লাগল। 'ওরা' চলে গেল এবং মহানবী (সাঃ) আমার কাছে এলেন। বললেন, 'তুমি যদি ওই বৃত্ত থেকে, আমি নিরাপত্তা দেবার পরও, বের হতে, তবে ও (জ্বিন)-দের মধ্যে কেউ তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত। আচ্ছা, তুমি কিছু দেখেছিলে কি?' আমি নিবেদন করলাম, 'আমি কিছু কালো মানুষকে ধুলোমলিন সাদা পোশাকে

দেখেছি।' তিনি বললেন, 'ও ছিল নাসীবাইনের জ্বিনদের প্রতিনিধি দল। ওরা আমার কাছে সফর-কালীন পাথেয় চেয়েছে। আমি ওদের (বলে) দিয়েছি, সবরকমের হাড় এবং গোবর ও নাদি।' আমি আরয করলাম, 'ওগুলো ওদের কী কাজে লাগবে?' নবীজী বললেন, 'ওরা যে হাড়ই পাবে, তাতে সে রকমই মাংস পাবে, যে রকম মাংস হাড়টি খাওয়ার সময় ছিল এবং ওরা যে গোবর পাবে, তাতে ওরা সেই আনাজ পাবে, যা থেকে ওই গোবর হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন হাড় দিয়ে এস্‌তেন্‌জা না করে।[৬]

বিশ্বনবী কর্তৃক জ্বিনদের সামনে সূরাহ্ রহমান্ তিলাওয়াত

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার সাহাবীগণের কাছে এলেন। এবং ওঁদের সামনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা আর্-রাহমান আবৃত্তি করলেন। সাহাবীগণ চুপচাপ রইলেন। নবীজী বললেন, 'তোমরা নীরব হয়ে গেছ কেন? আমি এই সূরাটি লাইলাতুল জ্বিনে (বা জ্বিন-রজনীতে) জ্বিনদের সামনে পড়লে ওরা তোমাদের চাইতে বেশি ভালো জবাব দিয়েছে। যখন আমি আল্লাহ্‌র বাণী فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে?– পর্যন্ত পৌছেছি, তখন ওরা বলেছে,– 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কোনও নিয়ামতকে অস্বীকার করতে পারি না। সমস্ত প্রশংসা আপনারই জন্য।'[৭]

শয়তানের প্রপৌত্রের বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত উমর (রাঃ)-এর বর্ণনা ঃ আমরা জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে 'তিহামা'র পাহাড়গুলির মধ্যে একটি পাহাড়ে বসেছিলাম। এমন সময় হাতে লাঠি নিয়ে এক বৃদ্ধ আমাদের সামনে এল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সালাম জানাল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে তার ভাষাতেই তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? 'সে বলল, 'আমি হামাহ্ বিন হাইম বিন লাকীস বিন ইবলীস।' নবীজী বললেন, 'তোমার আর ইবলীসের মধ্যে তাহলে শুধু দুই পুরুষের ব্যবধান। আচ্ছা, তুমি কত যুগ পার করেছ? সে বলল, 'আমি দুনিয়ার আয়ু শেষ করে ফেলেছি। কেবল সামান্য কিছু বাকি আছে। কাবীল যখন হাবিলকে হত্যা করেছিল সেই সময় আমি ছিলাম কয়েক বছরের বাচ্ছা। কথা বুঝতে পারতাম। ছোট ছোট পাহাড়ে, টিলায় লাফালাফি করতাম। খাবার খারাপ করে দিতাম। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলার হুকুম দিতাম ...।' সেই সময় জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'বিচ্ছেদ সৃষ্টিকারী বৃদ্ধ এবং অলসতা সৃষ্টিকারী যুবকের কাজ বড় জঘন্য।' (সেই আগন্তুক বৃদ্ধ) অমন বলে উঠল, আমাকে এ বিষয়ে মাফ করুন।

আমি আল্লাহর কাছে তওবা করেছি। আমি হযরত নূহ্ (আঃ)-এর সাথে তাঁর মসজিদে সেইসব লোকের সাথে ছিলাম যারা তাঁর কওমের মধ্য থেকে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। আমি সকল সময় হযরত নূহকে, আপন সম্প্রদায়কে দ্বীনের দাওয়াত দেবার জন্য তিরস্কার করতাম। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বয়ং কেঁদে ফেললেন এবং আমাকেও কাঁদিয়ে ছাড়েন। তিনি বলেন, (যদি আমি তোমার কথা শুনে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া ছেড়ে দেই) তাহলে লজ্জিত অবস্থায় পতিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' আমি নিবেদন করেছিলাম, 'হে নূহ, আমি হলাম তাদের একজন, যারা কাবীল বিন আদম কর্তৃক ভাগ্যবান শহীদ হাবীলের হত্যাকার্যে শরীক ছিল। আপনি কি মনে করেন, আল্লাহ্‌র দরবারে আমার তওবা কবুল হবে?' তিনি বলেন, 'ওহে হামাহ্, পুণ্যের সঙ্কল্প কর এবং দুঃখ-অনুতাপে ভেঙে পড়ার আগে সৎকাজে লেগে যাও। আল্লাহ তাআলা আমার উপর যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে আমি পড়েছি, যে ব্যক্তি পুরোপুরি দ্বীনদারীর সাথে আল্লাহ্‌র পথে ফিরে আসে– তাওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করেন। ওঠো, উযূ করে দু'রাক্‌আত নামায পড়ো।' সুতরাং তখনই আমি হযরত নূহের নির্দেশ অনুযায়ী আমল শুরু করি। অতঃপর তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'মাথা তোলো। তোমার তাওবা (কবুল হওয়ার খবর) আসমান থেকে নাযিল হয়েছে।' সুতারাং আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এক বছর যাবৎ সাজ্‌দায় পড়ে থাকলাম। আমি হযরত হুদ (আঃ)-এর সাথেও সাজ্‌দায় শরীক ছিলাম, যখন তিনি আপন সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে সাজদা করেছিলেন। তাঁকে আমি তাঁর (অজ্ঞ) সম্প্রদায়কে (বারবার) দ্বীনের দাওয়াত দেবার জন্য ভর্ৎসনা করতাম। শেষ পর্যন্ত আপন কওমের কথা ভেবে তিনিও কাঁদেন এবং আমাকে কাঁদান। আমি হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর সাথেও দেখা করতাম এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দরবারে বিশ্বস্ততার পদে আসীন ছিলাম। হযরত ইল্‌ইয়াস (আঃ)-এর সাথে উপত্যকায় সাক্ষাৎ করতাম এবং এখনও তাঁর সাথে দেখা করি।(৮) হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথেও আমার মুলাকাত হয়েছিল। তিনি আমাকে তাওরাত শিখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'যদি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে আমার সালাম বলবে।' তা আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর সালামও তাঁকে জানিয়েছি। হযরত ঈসা (আঃ) আমাকে বলেছিলেন, 'হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে যদি তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁকে আমার তরফ থেকে সালাম নিবেদন করবে।' একথা শুনে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) অশ্রু-সজল হয়ে গেলেন এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'ঈসা (আঃ)-এর প্রতিও দুনিয়া থাকা পর্যন্ত সালাম শান্তি নেমে আসুক এবং হে হামাহ্, আমানত পৌঁছার জন্য তোমার প্রতিও সালাম।' হামাহ তখন বলে, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল, আপনি আমার সাথে

তাই করুন, যা করেছিল হযরত মূসা বিন ইম্‌রান (আঃ)। তিনি আমাকে তাওরাত শিখিয়েছিলেন।' তো রসূল (সাঃ) তাকে শেখালেন সূরাহ্ ওয়াক্বিআহ্, সূরাহ্ মুরসালাত, সূরাহ্ আম্মা ইয়াতাসাআলূন, সূরাহ ইযাশ্ শাম্‌শু কুউ্‌বিরত্ এবং 'মুআওউ্‌য়াযাতাইন' (সূরাহ্ ফালাক্ব-নাস) ও কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। এবং বলেন, 'হে হামাহ্, আপন প্রয়োজনের কথা আমাকে বল আর আমার সাথে সাক্ষাৎ করা ছেড়ে দিও না।' হযরত উমারার (রাঃ) বলেছেন, পরে জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরলোকগমনের হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটল। এবং তার খবর আর আমরা পেলাম না। জানিনা সে জীবিত আছে না মারা গেছে।(৯)

উল্লেখিত হাদিসটি 'যাওয়াইদুয্ যুহদ' গ্রন্থে. হযরত আনাস (রাঃ)-এর বাচনিক গ্রথিত করেছেন হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ইমাম আহ্‌মাদ এবং এটি উল্লেখ করেছেন আক্বীলী (কিতাবুদ্ব দুআফা-য়), শিরাযী (কিতাবুল আলকাবে), আবূ নুআইম (দালাইলে) তথা ইবনে মারদুইয়াহ্-ও। তাছাড়া এই বর্ণনাটি আল্লামা ফাকিহী 'কিতাবে মাক্কা'-য় উদ্ধৃত করেছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বাচনিকে। হাদীসটির কয়েকটি তরক আছে, যার দরুন এটি হাসানের স্তরে পৌছায়।(১০)

ইবলীসের প্রপৌত্র জান্নাতে

হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ هَامَةَ بْنُ هَيْمِ بْنِ لَا قِيْسَ فِى الْجَنَّةِ

হামাহ্ বিন হাইম বিন লাকীস জান্নাতে যাবে।(১১)

দুই নবীর প্রতি ঈমান আনয়নকারী জ্বিন সাহাবী

হযরত সাহল বিন আব্‌দুল্লাহ্ তাস্‌তারী (রহঃ) বলেছেন– আমি 'আদ' সম্প্রদায়ের কোনও এক এলাকায় গিয়েছিলাম। ওখানে একটা গুহা দেখেছি, যেটি খনন করা হয়েছিল। সেই গুহার মাঝখানে ছিল পাথরের এক মহল, যাতে জ্বিনরা থাকত। তাতে আমি প্রবেশ করে দেখলাম, এক দৈত্যাকার বৃদ্ধ কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ছেন। তাঁর গায়ে ছিল চকচকে এক পশমের জুব্বা। তাঁর বিশালকায় চেহারা আমাকে খুব বেশি অবাক করেনি, যত করেছে তাঁর জুব্বার উজ্জ্বলতা ও সজীবতা। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন– 'হে সাহল, পোশাককে শরীর পুরানো করে না বরং পোশাককে পুরানো করে পাপের দুর্গন্ধ আর হারাম খাদ্য। এই জুব্বা আমি সাতশ' বছর ধরে পরেছি। এটি পরে আমি হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং ওঁদের প্রতি ঈমান

এনেছি।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম– 'আপনি কে?' তিনি বললেন– 'আমি সেই ব্যক্তি (জ্বিন)-দের অন্তর্গত, যাঁদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল কোরআনের (সূরাহ্ জ্বিনের) এই আয়াতঃ قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ

বলুন, প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে, জ্বিনদের একটি দল কোরআন পাঠ শ্রবণ করেছে ...।'[১২]

জান্নাতে জ্বিনদের বিয়ে

মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে বিয়ে-শাদীও করবে কি না, এ সম্পর্কে কোন হাদীস আমি পাইনি। কিন্তু জ্বিনদের জান্নাতে প্রবেশের স্বপক্ষে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে কোরআন পাকের এই আয়াত দিয়েঃ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ـ

ইতোপূর্বে ও (স্বর্গসুন্দরী)-দের স্পর্শ করেনি কোনও মানুষ অথবা জ্বিন।[১৩]

সুতরাং জ্বিনরা যদি জান্নাতে প্রবেশ করে, তাহলে ওদের পুরুষরাই সেইরকমই বিয়ে করবে, যে রকম বিয়ে করবে মানুষরা। কিন্তু মানুষ যেমন ডাগর-নয়না স্বর্গসুন্দরী (হূরুন ঈন)-দের বিয়ে করবে, তেমনই জ্বিন মহিলাদেরও বিয়ে করবে, অথচ মুমিন জ্বিনরা বিয়ে করবে শুধু হূরুন ঈন ও জ্বিন মহিলাদের (মানব মহিলাদের সঙ্গে নয়)। কেননা, জান্নাতে কোনও মানবী স্বামীহারা থাকবে না। অবশ্য জ্বিনের সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে জ্বিনের বিয়ে একটি বিতর্কিত বিষয়।

জ্বিনদের প্রতি জুলুম করা হারাম

জ্বিনের প্রতি মানুষের এবং মানুষের প্রতি জ্বিনের, অর্থাৎ একে অপরের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করা হারাম। হাদীসে আছেঃ

يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوْا

হে আমার বান্দারা, আমি স্বয়ং নিজের উপরেও জুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যেও করেছি, সুতরাং তোমরা একে অন্যের প্রতি জুলুম করো না।[১৪]

আর এ কথা তো আমরা জানি যে, যে ব্যক্তি জুলুম-অত্যাচার করে, তাকে সতর্ক করা এবং যথাসাধ্য প্রতিরোধ করা জরুরী।

দুষ্ট জ্বিন তাড়ানোর পদ্ধতি

আমাদের শায়খের কাছে যখন কোনও মৃগী (জ্বিনে-ধরা) রুগীকে আনা হত, তাকে তিনি মৃগীর বয়ান শোনাতেন এবং 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ'-সূচক কথা বলতেন। এর দ্বারা সেই জ্বিন যদি আয়ত্তে আসত এবং মৃগীর রুগিকে ছেড়ে যেত, তাহলে তিনি তার থেকে প্রতিশ্রুতি নিতেন যে, সে আর কখনও আসবে না। কিন্তু সহজ কথায় কোনও জ্বিন যদি ছাড়তে না চাইত, তখন তিনি তাকে না-ছাড়া পর্যন্ত মারতে থাকতেন। বাহ্যত মার পড়ে মৃগী রুগির গায়ে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আঘাত লাগে সেই জ্বিনের, যার কারণে মৃগী হয়। এই কারণে কষ্টবোধ করে ও চিৎকার করে এবং মৃগী রুগিকে, জ্ঞান ফিরার পর মার খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করা হলে সে কিছুই বলতে পারে না।

জ্বিনদের বিষয়ে বিভিন্ন মাস্‌আলা

হযরত আবুল মাআলী (রহঃ) বলেছেন ঃ নির্জনে ফেরেশ্‌তা ও জ্বিনদের থেকে উলঙ্গের পর্দা করার বিষয়ে (শাফিঈ) ফিকাহ্‌বিদ্‌গণের সাধারণ মত হল এই যে, জ্বিনদের ক্ষেত্রেও পর্দা করতে হবে, কেননা, ওরা অনাত্মীয়দের বিধানের অন্তর্গত। তবে জ্বিনদের ক্ষেত্রে এই পর্দা সেই সময় করতে হবে, যখন ওদের উপস্থিতি জানা যাবে।

কোনও জ্বিন যদি মৃতকে গোসল দেয়, তার দেওয়া গোসল যথেষ্ট হবে। কারণ সেও শরীয়তের আওতাধীন এবং ওদের দ্বারা ফারযে কিফায়া বিষয়ক বিধানও সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে কেবলমাত্র জ্বিনদের আযান মানুষের জন্য যথেষ্ট হয় না এবং যদি ওদের দ্বারা আযান দিয়ে দেবার খবর সত্য হয়, তবে সে আযানও যথেষ্ট হবে।

কেননা আযান যথেষ্ট হওয়ার বিষয়ে কোনও বাধা নেই এবং কোনও প্রতিবন্ধকতা না থাকলে ওদের যবাহ-করা পশুও হালাল।[১৬]

প্রমাণসূত্রঃ

(১) মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ৩, কিতাবুল মাসজিদ। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ১ ঃ ২৫০...। ইবনে হাব্বান, হাদীস নং ২০০। মুজমাউয্ যাওয়াইদ, ৬ ঃ ২৫...। ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'আদ, ১ ঃ ১...। আল্ বিদায়াহ্ অন্ নিহাইয়াহ্, ২ ঃ ১৫৪। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৬. ঃ ১০০...। কুরতুবী ১ঃ ৪৭।

(২) ইবনুস্ সালাম।

(৩) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, কিতাবুল হাওয়াতিফ, ১৫৮, পৃষ্ঠা ১১৪। আকামুল মারজান, পৃষ্ঠা ৪৩।

(৪) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, ৩৫, পৃষ্ঠা ৩৯। হিল্‌ইয়া, আবূ নুআইম, ২ ঃ ৩০৪। দালায়িলুন

নুবুয়ত, আবূ নুআইম ইস্‌বাহানী, ২ ঃ ১২৭।

(৫) বুখারী শরীফ, কিতাবুল আযান, বাব ১০৫; কিতাবুত্ তাফসীর, তাফসীর সূরাহ্ ৭২। সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস্ সলাহ্, হাদীস নং ১৪৯। সুনানে তিরমিযী, তাফসীর সূরাহ্ ৭২।

(৬) ইবনে জারীর। তাফ্সীর ত্বাবারী। আবূ নূআইম। নাস্‌রুর, রাইয়াহ্, ১ ঃ ১৪৫। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৭ঃ ২৮২।

(৭) সুনানে তিরমিযী, তাফসীর সূরা ৫৫। দালায়িলুন নুবুয়াতয়াত, বাইহাকী, ২ ঃ ২৩২, ১৭, ৪৭৩। দুর্‌রুল মানসুর, ৬ ঃ ১৪০। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস নং ২৮২৩, ৪১৪৬। মুস্‌তাদ্‌রক হাকিম, ২ ঃ ৪৭৩। আশ্‌শুক্‌র, ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, হাদীস নং ৩৭। তাহ্‌যীব তারীখ দামিশ্‌ক, ইবনে আসাকির, ২ঃ ২০৪; ৫ঃ ৩৯৭। মীযান আল্ ইই্‌তিদীল, ২৯১৪। যাদুল মাইয়াস্‌সার, ৮ ঃ ১১২। তাফসীর ইবনে কাসীর, ৭ ঃ ২৮৫।

(৮) কারও কারও মতে, হযরত ইল্‌ইয়াস ও হযরত খিযির এই উভয়ের রূহকে আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছানুসারে আকৃতি বদলানোর ক্ষমতা দিয়েছেন এবং বর্তমানেও তাঁদের রূহ্ কোনও না কোনও অলী, পুণ্যবান প্রমুখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।(তাফসীর মাযহারী ঃ উদ্ধৃতি, হযরত মুজাদ্দিদ আলফি সানী (রহঃ))

(৯) কিতাবুদ্ব দ্বআফা আক্বীলী। আবূ নুআইম। বাইহাকী। দালায়িলুন্ নুবুয়াত, আবূ নুআইম আস্‌বাহানী, ১৩১।

(১০) আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ)।

(১১) কিতাবুস্ সুনান, আবূ আলী বিন আশ্‌আস। তাযকিরাতুল মাউযূআত ১১১। লা আলী মাস্‌নূআহ্ ১ ঃ ৯২।

(১২) সিফাতুস সফওয়াহ্, ইবনে জাওযী (রহঃ)।

(১৩) সূরা আর-রাহমান, আয়াত ৫৬।

(১৪) তাগ্‌লীকুত্ তাঅ্‌লীক, ইবনে হাজার ৬০, ৫৬০। তার্‌গীব ও তার্‌হীব, ২ ঃ ৪৭৫। আত্‌হাফুস্ সাদাহ, ৫ ঃ ৬০। আত্‌হাফুস্ সন্নিয়াহ্, ২৯৪। তাহ্‌যীব তারীখ দামিশ্‌ক, ইবনে আসাকির, ৭ ঃ ২০৫। আযাকারে ইমাম নাওবী, হাদীস নং ৩৬৭। মিশ্‌কাত শরীফ, হাদীস ২৩২৬। যাদুল মাইয়াস্‌সার, ৩ ঃ ৩৭০।

(১৫) এই পরিচ্ছেদে 'লাক্বতুল মারজ্বান'এর বিশেষ অংশ অনুবাদ করা হয়েছে, যাতে পাঠকদের পুরোপুরি আগ্রহ বজায় থাকে। সবিস্তারে জানতে আগ্রহী ব্যক্তিগণ মূলগ্রন্থটি দেখতে পারেন। অনুবাদক।

জ্বিনদের আকায়িদ ও ইবাদাত

জ্বিনরা কাফির না মুসলমান

আল্লাহ্‌র এই বাণী (১)– كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী-র তাফ্‌সীরে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিন সম্প্রদায় দু'ভাগে বিভক্ত ছিলঃ ১. মুসলমান ও ২. কাফির।[২]

জ্বিনদের বিভিন্ন ফির্‌কা

উপরে বর্ণিত আয়াতের তাফ্‌সীরে হযরত কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনদের মধ্যেও বিভিন্ন ফির্‌কা রয়েছে।

হযরত সার্‌রী (রহঃ) বলেছেনঃ জ্বিনদের মধ্যেও রয়েছে কদ্‌রিয়াহ্, মুর্‌জিয়াহ্, রাফিযী ও শীআহ্ ফিরকা।[৩]

সুন্নাহ্-অনুসারী মানুষ জ্বিনদের কাছে অধিক শক্তিশালী

হাম্মাদ বিন শুআইব (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ এমন এক ব্যক্তির বাচনিক, যিনি জ্বিনদের সাথে কথা বলতেন। জ্বিনেরা বলে-সুন্নাত অনুসারে চলনেওয়ালা মানুষেরা আমাদের কাছে বেশি ভারি।[৪]

জ্বিনরা তাহাজ্জুদের নামায পড়ে

হযরত ইয়াযীদ রিক্কাশী (রহঃ) বলেছেনঃ হযরত সাফ্‌ওয়ান বিন মুহ্‌রিয মাযনী যখন তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য রাতে উঠতেন, তো তাঁর সাথে বাড়িতে বাসকারী জ্বিনেরাও উঠত এবং তাঁর সঙ্গে ওরাও নামায পড়ত। তাঁর কোরআন পাঠও তারা শুনত। হযরত সার্‌রী (রহঃ) একবার হযরত ইয়াযীদ রিক্কাশী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ওসব কথা সাফ্‌ওয়ান (রহঃ) কীভাবে জানতে পারতেন? হযরত ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ শুনলে হযরত সাফ্‌ওয়ান (রহঃ) ঘাবড়ে যেতেন, তখন ওদের আওয়াজ আসত–' হে আল্লাহ্‌র বান্দা, ঘাবড়াবেন না। আপনার ভাইয়েরা আপনার সাথে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়িয়েছে।' এরপর ওই জ্বিনদের বিষয়ে হযরত সাফ্‌ওয়ানের ভয়-ভীতি দূর হয়ে গিয়েছিল।[৫]

জ্বিনরা কোরআন পাঠ শোনে

হযরত মাআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْهَرْ بِقِرَاءَتِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّيْ بِصَلَاتِهِ وَتَسْمَعُ لِقِرَائَتِهِ وَإِنَّ مُؤْمِنِي الْجِنِّ الَّذِيْنَ يَكُوْنُوْنَ فِي الْهَوَاءِ وَجِيْرَانُهُ مَعَهُ فِيْ مَسْكَنِهِ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ وَيَسْتَمِعُوْنَ لِقِرَاءَتِهِ وَإِنَّهُ لَيَطْرُدُهُ بِجَهْرِهِ بِقِرَاءَتِهِ مِنْ دَارِهِ وَمِنَ الدُّوْرِ الَّتِيْ حَوْلَهُ فُسَّاقُ الْجِنِّ وَمَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ -

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাতের নামায আদায় করে, তার উচিত উঁচু আওয়াজে ক্বিরাআত পড়া। কেননা তার নামাযের সাথে ফিরিশ্‌তারাও নামায পড়ে এবং তার কোরআন পাঠ শোনে মু'মিন জ্বিনরা, যারা বাতাসে থাকে কিংবা তার পাশে বাস করে, তারাও তার সাথে নামায পড়ে এবং তারা কোরআন তিলাওয়াত শোনে। আর মানুষের জোরে কোরআন পাঠ তার নিজের এবং আশেপাশের ঘরবাড়ি থেকে দুষ্ট জ্বিন ও অবাধ্য শয়তানদের ভাগিয়ে দেয়।(৬)

জ্বিন ও শয়তানরা কোরআন পাঠ করে কি

ইমাম ইবনে স্বলাহ্ (শাফিঈ মতাবলম্বী)-কে এ মর্মে প্রশ্ন করা হয় যে, জনৈক ব্যক্তি বলছে, শয়তান ও তার দলবলের নামায পড়ার এবং কোরআন পড়তে পারার ক্ষমতা রয়েছে- এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

তিনি উত্তরে বলেন- কোরআন ও হাদীসের প্রকাশ্য (যাহিরী) প্রমাণ থেকে শয়তানদের কোরআন পড়ার কথা জানা যায় না। এর দ্বারা ওদের নামায না পড়ার কথাও জানা যাচ্ছে। কেননা নামাযের এক জরুরী অংশ হল কোরআন পড়া। আর একথা তো প্রামাণ্য যে সম্মানিত ফিরিশ্‌তা সম্প্রদায়কেও কোরআন পাঠের সৌভাগ্য দেওয়া হয়নি। যদিও ওঁরা মানুষের থেকে কোরআন পাঠ শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী। এই কোরআন পাঠ এমন এক সৌভাগ্যের বিষয়, যা কেবল মানুষকেই দান করা হয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, জ্বিনদের কোরআন পড়ার খবরও আমাদের কাছে পৌঁছেছে।(৭)

জ্বিনদের মসজিদ

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ জ্বিনরা জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিবেদন করল- আমরা আপনার সাথে নামায পড়ার জন্য

আপনার মসজিদে কীভাবে আসব? আমরা তো আপনার থেকে বহু দূর দূরের এলাকায় থাকি।

তখন কোরআনের আয়াত নাযিল হলঃ

إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

সমস্ত মসজিদ আল্লাহ্‌র সুতরাং (যেখানে খুশি নামায পড়ে নেবে। নবীর মসজিদে এসে নামায পড়া জরুরী নয়। কেবল এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে যে) আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কারও ইবাদত করবে না (যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা করে)।(৮)

সাপের রূপে উম্‌রাহ্‌কারী জ্বিন

হযরত আবূ আয্-যুবাইর (রহঃ) বলেছেনঃ আমরা হযরত আবদুল্লাহ বিন সাফ্‌ওয়ানের সাথে কাবাঘরের কাছে বসেছিলাম, হঠাৎ দেখি একটি সাপ ইরাকী দরজা দিয়ে প্রবেশ করল এবং সাতবার বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করল। তারপর হাযরে আস্ওয়াদ এর কাছে এসে তাকে চুমু দিল। তা দেখে হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাফ্‌ওয়ান বললেন- ওহে জ্বিন, তুমি তোমার উমরাহ্ তো এখন পূর্ণ করেছ, অতএব, এবার চলে যাও, কেননা আমাদের বাচ্চারা তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে।' সুতরাং সাপটি যেখান থেকে এসেছিল, সে দিকেই ফিরে গেল।(৯)

উমরাহ্‌কারী আরও এক জ্বিন

বর্ণনাকারী হযরত তলাক্ব বিন হাবীবঃ আমরা হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর সাথে (কাবা ঘরের কাছে) এক পাথুরে জমিতে বসেছিলাম। ক্রমশ ছায়া ছোট হয়ে গেল এবং মজলিস ভেঙ্গে গেল। হঠাৎ আমরা দেখলাম, বারীক' থেকে একটি সাপ বানী শাইবাহ্ দরজা দিয়ে বের হল। লোকেরা চোখ বড় বড় করে দেখতে লাগল। সাপটি কাবাঘরের চারদিকে সাতবার তাওয়াফ করল এবং মাকামে ইব্‌রাহীম এর পিছনে (তাওয়াফের) দু'রাক্‌আত নামায পড়ল। তখন আমরা তার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাকে বললাম- হে উমরাহ্ পালনকারী। আল্লাহ্ তোমার উম্‌রাহ্ পূর্ণ করে দিয়েছেন। এখানে আমাদের গোলাম, বাচ্চা এবং মেয়েরাও রয়েছে। ওদের জন্য আমরা তোমাকে ভয় করছি। একথা শুনে সাপটি তার মাথা দিয়ে মক্কার এক ছোট টিলায় লাফিয়ে উঠল এবং তার লেজটাও সেখানে নিয়ে গেল। তারপর সেটি আসমানের দিকে উড়ে গেল এবং আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।(১০)

তাওয়াফকারী জ্বিন-হত্যার বদলায় দাঙ্গা

বর্ণনাকারী হযরত আবূ তুফাইল (রহঃ) জাহিলিয়াতের যুগে যী তুওয়া উপত্যকায় থাকত এক জ্বিন মহিলা। তার কেবল একটি ছেলে ছিল। আর কোনও সন্তান ছিল না। জ্বিন মহিলাটি তার সেই একমাত্র ছেলেকে খুব

ভালবাসত। ছেলেটি তার গোত্রের মধ্যেও ছিল বড় সম্মানের পাত্র। একসময় ছেলেটি বিয়ে করে। স্ত্রীর কাছে যায়। তারপর সাতদিন পার হতে তার মাকে বলে– মা আমি কাবাঘরে দিনের বেলা সাতবার তাওয়াফ করতে চাই। তার মা বলে– খোকা, তোমার (তাওয়াফের) কথা শুনে কুরাইশ বংশের নাদানদের ব্যাপারে আমার ভয় হচ্ছে। ছেলেটি বলে– আশা করি আমি নির্বিঘ্নে নিরাপদে ফিরে আসব। সুতরাং তার মা তাকে অনুমতি দিল এবং সে এক সাপের রূপ ধরে রওনা হল। সাতবার বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করল এবং মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে নামায আদায় করল। তারপর ফিরে আসতে লাগল। তখন বানী সাহম গোত্রের এক যুবক (তাকে দেখতে পেয়ে) তার কাছে এগিয়ে এল এবং তাকে মেরে ফেলল। ফলে মক্কায় দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠল। এমনকী পাহাড় পর্যন্তও দেখা যাচ্ছিল না।

হযরত আবূ তুফাইল (রহঃ) আরও বর্ণনা করেছেনঃ আমরা শুনেছি, অমন মর্যাদার লড়াই খুব বড় ধরনের মান্যগণ্য জ্বিনের হত্যার বদলাতেই সংঘটিত হয়। সকাল হতে দেখা গেল, বানী সাহম গোত্রের বহু মানুষ আপন আপন বিছানায় মরে পড়ে আছে। সেই যুবক ছাড়া সত্তরজন বুড়োও শেষ হয়েছিল।[১১]

উমরাহ্ পালনকারী আরেকটি জ্বিন সাপ

বর্ণনাকারী হযরত আতা বিন আবী রবাহ্ (রহঃ) আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ)-এর সাথে মাস্‌জিদুল হারামে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক সাদা কালো রঙের সাপ এল এবং কাবা শরীফের (চারদিকে) সাতবার তাওয়াফ করল। তারপর মাকামে ইব্‌রাহীমের কাছে এল (তারপর এমন করল,) যেন সে নামায পড়ছে। তখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) তার কাছে আসেন। এবং দাঁড়িয়ে বলেন- ওহে সাপ, আশা করি, তুমি উমরাহ্‌র বিধান সম্পন্ন করেছ। এখন আমি তোমার বিষয়ে আপন এলাকার অল্পবুদ্ধিদের ভয় করছি।(অর্থাৎ তারা তোমাকে মেরে ফেলতে পারে, তাই তুমি এবার এখান থেকে চলে যাও।) সুতরাং সাপটি মুখ ঘোরাল এবং আকাশের দিকে উড়ে গেল।[১২]

কোরআন খতমে জ্বিনদের উপস্থিতি

হযরত ইবনে ইমরান আন-নিমার বলেছেন ঃ আমি একদিন ফজরের আগে হযরত হাসান (বস্‌রী (রহঃ))-এর মজলিসের উদ্দেশে বের হয়ে দেখি, মসজিদের দরজা বন্ধ এবং এক ব্যক্তি দু'আ চাইছে ও গোটা জামা'আত তার দু'আর প্রতি আমীন বলছে। সুতরাং আমি বসে গেলাম। অবশেষে মু'আয্‌যিন এল, আযান দিল এবং মসজিদের দরজা খুলে দিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, ওখানে হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ) একা রয়েছেন। তাঁর মুখ ক্বিব্‌লার দিকে। আমি আরয করলাম, আমি ফজর হওয়ার আগে এসেছি। সেই

সময় আপনি দু'আ করছিলেন এবং লোকেরা আমীন আমীন বলছিল। কিন্তু এখন ভিতরে ঢুকে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না কেন'? তিনি বললেন, ওরা ছিল নাসীবাইনের জ্বিন। ওরা জুমআর রাত্রে কোরআন খতমে আমার কাছে আসে। তারপর চলে যায়।[১৩]

জ্বিনদের নামায পড়ার জায়গা

জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا تَحَدَّثُوْا فِى الْقَرَعِ فَاِنَّهٗ مُصَلَّى الْخَافِيْنَ

তোমরা ঘাসওয়ালা জমিতে পায়খানা করো না, ওটা হল জ্বিনদের নামায পড়ার জায়গা।[১৪]

নবীজীর থেকে কোরআন শুদ্ধ করে নিয়েছে জ্বিনদের প্রতিনিধি

বর্ণনাকারী হযরত জাবির (রাঃ) আমরা রসূলুল্লাহ, (সাঃ)-এর সঙ্গে (কোথাও) যাচ্ছিলাম। পথে এক বিশাল বড় অজগর সামনে এল এবং তার মাথাটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কানের কাছে নিয়ে গেল। তারপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর মুখ সেই সাপের কানে নিয়ে গেলেন এবং কানে-কানে কিছু বললেন। তারপর এমন মনে হল, যেন যমীন সেই সাপটিকে গিলে নিল (অর্থাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল) আমরা দিবেদন করলাম- হে আল্লাহর রসূল! আমরা তো আপনার বিষয়ে ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। তিনি বললেন-ও ছিল জ্বিনদের প্রতিনিধি দলের সর্দার। জ্বিনরা (কোরআনের) একটি সূরাহ্ ভুলে গিয়েছিল। তাই আমার কাছে ওদেরকে পাঠিয়েছে। আমি ওদের কোরআন পাকের নির্দিষ্ট জায়গা জানিয়ে দিয়েছি।[১৫]

লেবু থাকা ঘরে জ্বিনরা প্রবেশ করে না

কাযী (আলী বিন হাসান বিন হুসাইন) খলঈর জীবনীতে আছেঃ জ্বিনরা তাঁর কাছে যাতায়াত করত। একসময় বেশ কিছুদিন ওরা আসেনি। তো ক্বাযী সাহেব ওদের কাছে তার (অতদিন দেরি করে আসার) কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ওরা বলল– আপনার বাড়িতে লেবু ছিল বলে আসিনি। কেননা, যে বাড়িতে লেবু থাকে, তাতে আমরা ঢুকি না।[১৬]

নবীজীর নামে জ্বিনের সালাম

বর্ণনায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তি খইবার থেকে আসছিল। দু'জন তার পিছু নিল। ওই দু'জনের পিছনে লেগে গেল অন্য একজন। সবার পিছনে যে ছিল সে খালি বলছিল– তোমরা দু'জন ফিরে এসো! তোমরা দু'জন ফিরে এসো! শেষ পর্যন্ত সেই দু'জনকে সে ধরে ফেলল। তারপর প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে মিলল এবং বলল এরা দু'জন শয়তান। আমি এদের পিছু নিয়ে শেষ পর্যন্ত

তোমার থেকে এদেরকে হটিয়ে দিয়েছি। তুমি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে হাজির হবে, তাঁকে আমার সালাম বলবে এবং নিবেদন করবে যে, আমরা সদাকা জমা করার কাজে লেগে আছি। সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আমরা সেগুলি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব। লোকটি মদীনায় পৌছানোর পর নবীজীর কাছে উপস্থিত হল এবং তাঁকে ওই ঘটনা শোনাল। তখন থেকে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) একা একা (বনজঙ্গল, মরুভূমি জাতীয় পথে) সফর করতে নিষেধ করে দেন।(কেননা এর ফলে মানুষের পক্ষে গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ার, বিপদে পড়ার এবং জ্বিন শয়তানদের অনিষ্টের শিকার হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।[১৭]

মুহাদ্দিসের সাথে এক জ্বিনের সাক্ষাতের বিস্ময়কর ঘটনা

বর্ণনায় হযরত আবূ ইদ্রীসের পিতাঃ হযরত অহাব ও হাসান বস্রী (রহঃ) হজ্জের মওসূমে মসজিদে খইফ-এ মিলিত হতেন। একবার কিছু লোক আচমকা পড়ে যায় এবং তাদের চোখে ঘুম জড়িয়ে যায়। ওই দুই হযরাত (অহাব ও হাসান বস্রী)-এর কাছে দু'জন লোক এমনি বসেছিল, যারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। এমন সময় এক ছোট্ট মতো পাখি সামনে এসে হযরত অহাবের এক পাশে মজলিসে বসে গেল এবং সালাম জানাল। হযরত অহাব তার সালামের জবাব দিলেন এবং বুঝতে পারলেন যে ও এক জ্বিন। তারপর সে তাঁর দিকে ফিরে হাদীস বয়ান করতে লাগল। হযরত অহাব জানতে চাইলেন, ওহে যুবক তুমি কে? সে বলল, আমি একজন মুসলমান জ্বিন। প্রশ্ন করা হল, এখানে তোমার কী দরকার? সে বলল, আপনারা কি এটা ভালো মনে করেন না যে, আমরা আপনাদের মজলিসে বসি এবং আপনাদের থেকে ইল্ম হাসিল করি। আমাদের মধ্যে তো আপনাদের সূত্রে পাওয়া ইল্ম বর্ণনাকারী অনেক রয়েছে। আমরা আপনাদের সাথে নামায, জেহাদ, রুগির দেখভাল, জানাযা, হজ্জ, উমরাহ্ প্রভৃতি বহু কাজে অংশ নিয়ে থাকি। আমরা আপনাদের থেকে ইল্ম অর্জন করি এবং আপনাদের কোরআন পাঠও শুনি। হযরত অহাব প্রশ্ন করেন, আচ্ছা, তোমাদের জ্বিনদের মধ্যে কোন রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) সবার সেরা? সে হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর দিকে ইশারা করে বলল, এই শাইখের রাবী। ইতোমধ্যে হযরত অহাবকে একটু অন্য দিকে মনোযোগী হতে দেখে হযরত হাসন বাসরী (রহঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন হে আবূ আবদুল্লাহ্! আপনি কার সাথে কথা বলছেন? তিনি বলেন, এই মজলিসের হাজির থাকা কোনও এক ব্যক্তির সাথে। সেই জ্বিনটি চলে যাবার পর হযরত অহাব (রহঃ) জ্বিনের ঘটনাটি বললেন এবং তিনি আরও বললেন, আমি এক জ্বিনের সাথে প্রতি বছর হজ্জের সময় সাক্ষাৎ করি। ও আমাকে প্রশ্ন করে। আমি উত্তর দিই। এক বছরে তাওয়াফরত অবস্থায় ওর সাথে আমার (প্রথম) দেখা হয়। তাওয়াফ সম্পন্ন

করার পর মাসজিদুল হারামের এক কোণে আমরা উভয়ে বসে যাই। আমি ওকে বলি, আমাকে তোমার হাত দেখাও। তো সে তার হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়। তা ছিল বিড়ালের থাবার মতো। তাতে লোমও ছিল। তারপর আমি নিজের হাত তার কাঁধ পর্যন্ত নিয়ে যেতে ডানার স্থানটি অনুভব করি। ফলে আমি ঝট করে নিজের হাত সরিয়ে নিই। তারপর দু'জনে কিছুক্ষণ কথাবার্তায় মশগুল থাকি। পরে ও আমাকে বলল, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনিও আপনার হাত আমাকে দেখান। যেমন আমি আপনাকে আমার হাত দেখিয়েছি। আমি ওকে নিজের হাত দেখাতে ও এত জোরে মর্দন করল যে, আমার চেঁচিয়ে ওঠার উপক্রম হল। তারপর সে হাসতে লাগল।(এই ঘটনার পর থেকে) প্রতি বছর হজ্জের মওসূমে আমি ওর সাথে সাক্ষাৎ করতাম। এবারের হজ্জে ওর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। আমার ধারণা, সে মারা গেছে। হযরত অহাব (রহঃ) সেই জ্বিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের জন্য কোন্ জিহাদ উত্তম? সে বলেছিল, আমাদের নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাথে জিহাদ সর্বোত্তম।[১৮]

দুই জ্বিনের সুসংবাদ

এক যুবক সাহাবীর বর্ণনাঃ (একবার) আমি অন্ধকার রাতে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সাথে যাচ্ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তিকে কুল্ ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন পড়তে শুনে বললেন, এই ব্যক্তি শিরক থেকে বেঁচে গেল। তারপর আমরা চলতে লাগলাম। ফের এক ব্যক্তিকে কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ পড়তে শুনে নবীজী বললেন, এই ব্যক্তিকে মাগ্ফিরাত করে দেওয়া হয়েছে। আমি আমার সওয়ারী পশুকে রুখে দিলাম যে, একটু দেখে নিই ওই ব্যক্তিটি কে। কিন্তু ডাইনে-বামে তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেলাম না।[১৯]

জ্বিনদের প্রতি হজ্জে ইব্রাহিমী আহ্বান

বর্ণনায় হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রহঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বাইতুল্লাহ্ শরীফের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অহীর মাধ্যমে জানালেন যে, জনসমাজে হজ্জের ঘোষণা করে দাও। সুতরাং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জনসমাজে এ মর্মে ঘোষণা করলেন- হে জনমন্ডলী, তোমাদের পালনকর্তা এক গৃহ নির্মাণ করছেন, তোমরা তার হজ্জ করো। তাঁর এই আওয়াজ শুনে মু'মিন মানুষ ও মু'মিন জ্বিনরা বলেছিল-লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক- আমরা হাজির আছি, হে আল্লাহ আমরা হাজির।[২০]

এক ভয়ঙ্কর ঘটনা

বর্ণনায় হযরত ইবনে আক্বীল (রহঃ) আমাদের একটি বাড়ি ছিল। তাতে যখনই কোনও লোক থাকত, সকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যেত। একবার মরক্কোর এক লোক এল। ঘরটি সে পছন্দ করে ভাড়ায় নিল। তারপর রাত

কাটাল। সকালে দেখা গেল, সে পুরোপুরি বহাল তবিয়তেই রয়েছে। তার কিছুই হয়নি। তা দেখে প্রতিবেশীরা অবাক হল। লোকটি বেশ কিছুকাল ওই ঘরে থাকল। তারপর অন্য কোথাও চলে গেল। ওকে ওই ঘরে নিরাপদে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ও বলেছিল-আমি যখন ওই ঘরে (প্রথম দিন) রাতে থাকি, তখন ইশার নামায পড়েছি, কোরআন পাক থেকে কিছু পড়েছি। এমন সময় হঠাৎ দেখি, এক যুবক কুঁয়ো থেকে উপরে উঠছে। সে আমাকে সালাম দিল। আমি তাকে দেখে ভয় পেলাম। সে বলল, ভয় পেও না। আমাকেও কিছু কোরআন পাক শেখাও। অতএব আমি তাকে কোরআন শেখাতে শুরু করে দিই। পরে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, এই ঘরের রহস্যটা কী? সে বলে, আমরা মুসলমান জ্বিন। আমরা কোরআন পাঠও করি, নামাযও পড়ি। কিন্তু এই ঘরে বেশিরভাগ সময়ে বদমাশ লোকেরা থাকে, যারা মদপানের মজলিস বসায়। তাই আমরা ওদের গলা টিপে দিই। আমি তাকে বললাম, রাতের বেলা আমি তোমাকে ভয় পাই। তুমি দিনের বেলায় আসবে। সে বলল, খুব ভাল। তারপর থেকে সে দিনের বেলা কুঁয়ো থেকে বের হত। একবার সে কোরআন পাক পড়ছিল। এমন সময় বাইরে এক ওঝা এল এবং আওয়াজ দিয়ে বলল, আমি সাপে কাটা, বদনজর লাগা ও জ্বিনে ধরার ফুঁক দিই গো! – ওকথা শুনে জ্বিনটি বলল ও আবার কে? আমি বললাম, ও হল ঝাড়ফুঁককারী, ওঝা। সে বলল, ওকে ডাকো। আমি উঠে গিয়ে তাকে ডেকে আনলাম। এসে দেখলাম, সেই জ্বিনটি বিরাট বড় সাপ হয়ে ঘরের (ভিতরের) ছাদে উঠে রয়েছে। ওঝা এসে ঝাড়ফুঁক করতে সাপটি ঝটপট করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ঘরের মেঝেয় পড়ে গেল। তখন তাকে ধরে ঝাঁপিতে ভরে নেবার জন্য ওঝা উঠল। কিন্তু আমি তাকে মানা করলাম। সে বলল, 'তুমি আমাকে আমার শিকার ধরতে মানা করেছ।' আমি তাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা (আশ্‌রাফী) দিতে সে চলে গেল। তখন সেই অজগর নরড়াচড়া করল এবং জ্বিনের রূপে প্রকাশ পেল। কিন্তু সে তখন দুর্বলতার দরুন হলদে হয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার কী হয়েছে? সে বলল, ওই ওঝা আমাকে পাক ইসমের মাধ্যমে শেষ করে ফেলেছে। আমি বাঁচব বলে আর বিশ্বাস হচ্ছে না। যদি তুমি এই কুঁয়ো থেকে চিৎকারের শব্দ শুনতে পাও, তবে এখান থেকে চলে যেও। সেই রাতেই আমি (কুঁয়োর ভিতর থেকে) এই আওয়াজ শুনলাম, তুমি এবার দূরে চলে যাও।

(বর্ণনাকারী) ইবনে আকীল (রহঃ) বলেন, তারপর থেকে ওই ঘরে লোক থাকা বন্ধ হয়ে গেছে।[২১]

জ্বিনদের পিছনে মানুষের নামায

শাইখ আবুল বাকা আক্‌বারী হাম্‌বালী (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, জ্বিনের পিছনে (মানুষের) নামায শুদ্ধ হবে কি না?

তিনি বলেন, শুদ্ধ হবে। কেননা ওরাও শরীয়ত-অনুসারী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওদের প্রতিও নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।[২২]

জ্বিনের সাথে মানুষের নামায

বর্ণনায় হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে (একবার) মক্কা শরীফে বসেছিলাম। তাঁর সাথে তাঁর সাহাবীদের একটি দলও মওজুদ ছিল। হঠাৎ তিনি বললেন– তোমাদের মধ্য থেকে কোনও একজন আমার সাথে উঠে দাঁড়াও কিন্তু এমন কেউ উঠবে না, যার মনে সামান্য পরিমাণ দ্বিধা রয়েছে। সুতরাং আমি তাঁর সাথে উঠে দাঁড়ালাম এবং পানির একটি পাত্র নিলাম। আমার ধারণা, তাতে পানিও ছিল। অতএব আমি তাঁর সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম। যখন আমরা মক্কার উপকণ্ঠে পৌছলাম, দেখলাম, বহু সংখ্যক সাপ জড় হয়ে আছে। নবীজী আমার জন্য একটি রেখা টেনে দিলেন। এবং বললেন-আমার ফিরে আসা পর্যন্ত এখানে থাকবে। সুতরাং আমি সেখানে বসে গেলাম এবং নবীজী ওদের দিকে অগ্রসর হলেন। আমি দেখলাম, সেই সাপ (জ্বিন) গুলো নবীজীর কাছাকাছি সরে আসছিল। নবীজী ওদের সাথে রাত ভ'র কথাবার্তা বলতে থাকলেন। অবশেষে ফজরের ওয়াক্তে উযূ করলেন। যখন নামাযের জন্য দাঁড়ালেন, সেই জ্বিনদের মধ্য হতে দুই ব্যক্তি তাঁর কাছে এল। এবং নিবেদন করল ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ), আমরা চাই, আপনি আপনার নামাযে আমাদের ইমামত করুন। সুতরাং আমরা তাঁর পিছনে কাতার দিলাম। তিনি নামায পড়ালেন। তারপর নামায শেষ করতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম– হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! ওরা কারা? তিনি বলেন ওরা ছিল নাসীবাইনের জ্বিন। ওদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। তা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। এবং আমার কাছে সফরের পাথেয় চেয়েছিল। তো আমি ওদের সফরের পাথেয়ও দিয়েছি। আমি(ইবনে মাসউদ (রাঃ)) আরয করলাম-আপনি ওদের কী পাথেয় দিয়েছেন? তিনি বললেন-গোবর ও নাদি। ওরা যেখানেই গোবর পাবে, তাতে খেজুরের স্বাদ পাবে এবং যেখানেই কোন ও হাড় পাবে, তাতে ওরা খাবার পাবে। সেই সময় থেকে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোবরও হাড় দিয়ে ইস্‌তিন্‌জা করতে নিষেধ করেছেন।[২৩]

মুআয্‌যিনের স্বপক্ষে জ্বিন সাক্ষ্য দেবে কিয়ামতে

হযরত ইবনে আবী স্বঅ্‌স্বআহ্ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, আমি তোমাকে দেখেছি যে তুমি ছাগপাল চরাতে ও জনহীন প্রান্তরে থাকতে পছন্দ কর। তুমি যখন নিজের ছাগপালের মধ্যে থাকবে কিংবা কোনও জনশূন্য প্রান্তরে থাকবে, তখন যদি নামাযের আযান দাও, তবে উঁচুগলায় আযান দেবে। কেননা যতদূর পর্যন্ত জ্বিন, ইনসান ও অন্যান্য বস্তু

আযানের আওয়াজ শুনবে, কিয়ামতের দিন সকলে তার সাক্ষ্য দেবে। আমি (হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)) একথা জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখে শুনেছি।[২৪]

নামাযীর সামনে দিয়ে জ্বিন গেলে কী হবে

নামাযীর সামনে দিয়ে কোনও জ্বিন গেলে নামায ভাঙবে কি না, এ বিষয়ে ইমাম আহ্‌মাদ বিন হামবাল (রহঃ)-এর কয়েকটি বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্‌বাল (রহঃ) কর্তৃক উল্লেখিত এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ এক্ষেত্রে নামায ভেঙে যাবে। কেননা জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিধান দিয়েছেন যে, নামাযীর সামনে থেকে কালো কুকুর গেলে নামায ভেঙে যাবে এবং এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, কালো কুকুর হল শয়তান।

ইমাম আহ্‌মাদের সূত্রে উল্লেখিত অন্য এক বর্ণনায় একথাও বলা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে নামায ভাঙবে না। আর নবীজীর এই যে উক্তি– গত রাতে এক শক্তিমান জ্বিন (ইফরীত্ব) আমার নামায ভাঙার চেষ্টা করেছে।[২৫]–এতে এই সম্ভাবনা আছে যে, ওই জ্বিন সামনে দিয়ে গেলে নামায ভেঙে যেত এবং তা এভাবে হত যে, তাকে আটকানোর জন্য নবীজীকে এমন কাজ করতে হত যার দরুন নামায ভাঙত।

* **প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,** হানাফী ফিকাহ্ অনুসারে, নামাযীর সামনে থেকে জ্বিন বা শয়তান গেলে মানুষের নামায ভাঙে না এবং জ্বিন নামাযীর সামনে থেকে জ্বিন গেলেও তার নামায নষ্ট হয় না। এই নামায নষ্ট হওয়া বা না-হওয়ার প্রশ্ন তখনই বিবেচ্য হবে, যখন নামাযী জানতে পারবে যে তার সামনে দিয়ে জ্বিন গিয়েছে। আর নামাযী যদি তার সামনে দিয়ে জ্বিন যাবার কথা বুঝতে না পারে, তবে ধরতে হবে যে কোনও জ্বিন যায়নি। তবে নামাযীর সামনে দিয়ে কোনও জ্বিন কিংবা মানুষ গেলে নামাযের কোনও ক্ষতি হয় না, যে যায় তার অবশ্যই গুনাহ্ হয়।

হাদীস বর্ণনাকারী জ্বিন

বর্ণনায় হযরত উবাই বিন কা'ব (রাঃ) মক্কার উদ্দেশে সফর করছিল একদল যাত্রী। একসময় তারা রাস্তা ভুলে গেল। (এবং খাদ্যপানীয় ফুরিয়ে যাবার কারণে) তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেছে অথবা তারা মৃত্যুর কাছাকাছি এসে গেছে। তাই তারা কাফন পরে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শুয়ে পড়ল। এমন সময় এক জ্বিন গাছের ভেতর থেকে তাদের সামনে বেরিয়ে এল এবং বলল– আমি এই সম্মানিত জ্বিনদের মধ্যে অবশিষ্ট থেকে যাওয়া ব্যক্তি, যাঁরা জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে কোরআন পাঠ শুনেছিলেন। আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি।ঃ

اَلْمُؤْمِنُ اَخُوالْمُؤْمِنِ (وَعَيْنَهُ) وَدَلِيْلُهُ لَا يَخْذُلُهُ

(এক) মু'মিন (অপর) মু'মিনের ভাই ও তার দেখভালকারী, একে অপরকে অসহায় অবস্থায় না ছাড়া হল ওই সম্পর্কের দাবী।

এরপর সেই জ্বিন মরণাপন্ন যাত্রীদলকে পানি দিল এবং পথের সন্ধান জানিয়ে দিল।[২৬]

আরও এক জ্বিনের ঘটনা

মাওলানা আব্‌দুর রহমান বিন বিশরের বর্ণনাঃ তখন হযরত উস্‌মান (রাঃ)-এর খিলাফতকাল। একদল যাত্রী হজ্জের উদ্দেশে যাচ্ছিল। রাস্তায় তাদের পিপাসা লাগল। তারা একটু পানির জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। তাঁদের মধ্যে থেকে একজন বলল, তোমরা যদি এ জায়গাটি ছেড়ে এগিয়ে যাও, তো ভাল হয়। আমার ভয় হচ্ছে যে এই পানি খেলে আমাদের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া সামনেও পানি রয়েছে। সুতরাং তারা ফের চলতে শুরু করল। অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কিন্তু পানির কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, হায় যদি সেই কটু পানির দিকেই ফিরে যাওয়া যেত, এরপর তারা রাতভর সফর চালু রাখল। অবশেষে তারা এক বাবলা গাছের কাছে গিয়ে থামল। তখন তাদের কাছে এক কালো মোটাতাজা জওয়ান দেখা দিল। সে বলল, হে যাত্রীদল, আমি শুনেছি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِفَلْيُحِبَّ لِلْمُسْلِمِيْنَ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ وَيَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهٖ

যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে তার উচিত মুসলমানদের জন্য তাই পছন্দ করা যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে এবং মুসলমানদের জন্য তাই অপছন্দ করা যা সে নিজের জন্য অপছন্দ করে।

অতএব, তোমরা এখান থেকে রয়াওনা হয়ে যাও। যেতে যেতে তোমরা এক টিলার কাছে পৌঁছবে, তোমরা তার ডানদিকে বাঁক নেবে। ওখানে তোমরা পানি পেয়ে যাবে।

অন্য একজন বলল, শয়তান এ ধরনের কথা বলে না, যে ধরনের কথা ও বলেছে। নিশ্চয়ই ও কোনও মু'মিন জ্বিন। সুতরাং সেই আগন্তুকের কথা মতো ওরা এগিয়ে গেল। এবং সেখানে পানিও পেল।[২৭]

আরও এক হাদীস বর্ণনাকারী জ্বিন

আপন পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন ইবনে হিব্বানঃ কোনও এক এলাকায় সফর করছিল, তাইম গোত্রের একদল যাত্রী। পথে তাদের প্রচণ্ড পিপাসা লাগে।

তখন তারা (অদৃশ্য থেকে) শুনতে পায় এক ঘোষকের কণ্ঠ–

আমি শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ الْمُسْلِمَ اَخُوا الْمُسْلِمِ وَعَيْنُ الْمُسْلِمِ

মুসলমান মুসলমানের ভাই.ও তার তত্ত্বাবধায়ক। অতএব, অমুক স্থানে একটি কুয়ো আছে। তোমরা সেখানে চলে যাও এবং সেখান থেকে পানি পান করো।(২৮)

রাস্তায় মৃত জ্বিন

একবার হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে আপন সহযাত্রীদের সাথে সফর করছিলেন। যেতে যেতে হঠাৎ রাস্তায় পড়ে থাকা এক মৃত জ্বিনের কাছে পৌছলেন। সেখানে তিনি বাহন থেকে নেমে পড়ে হুকুম দিলেন, একে রাস্তা থেকে সরিয়ে দাও। তারপর তার জন্য একটি গর্ত খনন করালেন এবং তাতে তাকে চাপা দিলেন। তারপর গন্তব্যে রওয়ানা হলেন। হঠাৎ এক জোরালো গলার আওয়াজ শুনলেন, যদিও তিনি কাউকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। সে বলছিলঃ

হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর তরফ থেকে আপনার কল্যাণ হোক। আমি এবং আমার ওই সাথী– যাকে আপনি এইমাত্র দাফন করলেন– সেই (জ্বিন) দলের অন্তর্গত, যাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন–

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ

(হে নবী) আমি তোমার প্রতি একদল জ্বিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম যারা কোরআ পাঠ শুনছিল।(২৯)

যখন আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার ওই সাথীকে বলেছিলেন–

اَمَا اَنَّكَ سَتَمُوْتُ فِىْ اَرْضِ غُرْبَةٍ يُدْفِنُكَ فِيْهَا يَوْمَئِذٍ خَيْرَ اَهْلِ الْاَرْضِ

তুমি বিদেশে মারা যাবে। সেখানে তোমাকে দাফন করবে (সেই সময়ের) পৃথিবীর সেরা ব্যক্তি।(৩০)

আরও একটি বিবরণ

হযরত আব্বাস বিন আবূ রশিদ তাঁর পিতার থেকে বর্ণনা করেছেনঃ একবার হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) আমাদের মেহ্মান হন। তিনি ফিরে

যাবার সময় আমার গোলাম আমাকে বলল, 'আপনিও ওর সঙ্গে সওয়ার হয়ে যান এবং ওঁকে 'আল বিদা' জানিয়ে আসুন। সুতরাং আমিও সওয়ার হয়ে গেলাম। আমরা এক উপত্যকার কাছ থেকে যাবার সময় দেখতে পেলাম, ওখানে রাস্তার উপর ছুঁড়ে দেওয়া একটি মরা সাপ পড়ে আছে। তা দেখে হযরত উমর বিন আবদুল আযীয নেমে পড়লেন এবং তাকে একদিকে সরিয়ে (মাটি) চাপা দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি বাহনে উঠলেন। আমরা ফের চলতে শুরু করলাম। এমন সময় অদৃশ্য থেকে কাউকে বলতে শুনলাম, 'হে খরক্কা, হে খরক্কা!' আমরা ডাইনে-বাঁয়ে ঘুরে দেখলাম। কিছুই চোখে পড়ল না। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) তার উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি যদি প্রকাশ্যদের অন্তর্গত হয়ে থাকো, তবে আমাদের সামনে প্রকাশ হও; এবং অপ্রকাশ্যদের অন্তর্গত হয়ে থাকলে আমাদের' 'খরক্কা'র বিষয়ে জানাও।' সে বলল, 'ওই যে সাপটিকে আপনি ওখানে দাফন করলেন, ওর সম্পর্কে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি ওকে বলেছিলেন–

يَاخَرْقَاءُ تَمُوْتِيْنَ بِفُلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ وَيُدْفِنُكَ خَيْرُ مُؤْمِنٍ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ

হে খরক্কা, তুমি মারা যাবে জনশূন্য প্রান্তরে এবং তোমাকে দাফন করবে সেই যুগের পৃথিবীর সেরা ব্যক্তি।'

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বয়ং একথা নবীজীকে বলতে শুনেছ কি? সে বলল, জী, হ্যাঁ। তখন হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তারপর আমরা ফিরে যাই।(৩১)

নবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী শয়তান নিহত হয়

হযরত আব্বাস বিন আমির বিন রবীআহ্ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা (মহানবীর মাধ্যমে প্রচারিত) ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মক্কায় ছিলাম। সেই সময় মক্কার এক পাহাড়ে এক অদৃশ্য ঘোষক মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এবং (কাফির সম্প্রদায়কে) ক্ষেপিয়ে তোলে। নবীজী বলেন–'ও হচ্ছে শয়তান। এবং যে শয়তানই কোনও নবীর বিরুদ্ধে জনগণকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করেছে, তাকেই আল্লাহ কতল করে দিয়েছেন। ফের কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন–আল্লাহ তা'আলা ওকে এক শক্তিশালী জ্বিনের হাতে কতল করিয়েছেন। যার নাম সাম্‌জাহ্। আমি ওর নাম রেখেছি আব্দুল্লাহ। সন্ধ্যা হতে আমরা সেই আগের জায়গায় এক অদৃশ্য কণ্ঠ থেকে শুনতে পেলাম এই কবিতাঃ

نَحْنُ قَتَلْنَا مُسْعِرًا لَمَّا طَغٰى وَاسْتَكْبَرَا ـ وَصَغَّرَ الْحَقَّ وَسَنَّ
الْمُنْكَرَا بِشَتْمَةِ نَبِيِّنَا الْمُظَفَّرَا

'মুস্ইর'কে আমরা খুন করেছি
চরম সীমা পেরিয়ে যেতে
চেয়েছে সে পাপের প্রসার
এবং সত্য মিটিয়ে দিতে
মোদের সফল নবীর নামে
যা তা কথা রটিয়ে দিয়ে।(৩২)

সূরা ইয়াসীনের ফায়দা

আবদুল্লাহ (পূর্বনাম সাম্জাহ্, এক জ্বিন সাহাবী) বলেছেন–আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেনঃ

مَا مِنْ مَرِيْضٍ يُقْرَأُ عِنْدَهُ سُوْرَةُ يٰسٓ اِلَّا مَاتَ رَيَّانًا وَاُدْخِلَ قَبْرَهُ رَيَّانًا
وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَيَّانًا

যে রুগির কাছে সূরা ইয়াসীন পড়া হয়, মৃত্যুকালে সে পিপাসামুক্ত থাকবে, আপন কবরেও পিপাসামুক্ত থাকবে এবং কিয়ামতের দিনেও সে পিপাসামুক্ত থাকবে।(৩৩)

চাশ্ত নামাযের দরখাস্ত

আবদুল্লাহ সাম্জাহ্ (জ্বিন সাহাবী) বলেছেনঃ আমি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ

مَا مِنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّيْ صَلٰوةَ الضُّحٰى ثُمَّ تَرَكَهَا اِلَّا عَرَجَتْ اِلَى
اللّٰهِ تَعَالٰى عَزَّوَجَلَّ فَقَالَتْ يَارَبِّ اِنَّ فُلَانًا حَفِظَنِيْ فَاحْفَظْهُ وَاِنَّ
فُلَانًا ضَيَّعَنِيْ فَضَيِّعْهُ

যে ব্যক্তি চাশ্তের নামায পড়তে থাকে তারপর ছেড়ে দেয়, তো সেই নামায আল্লাহর কাছে গিয়ে বলে– হে প্রভু! অমুক ব্যক্তি আমাকে হিফাযত করেছে, আপনিও ওকে হিফাযত করুন এবং (পরে) ওই ব্যক্তি আমার ক্ষতি করেছে, আপনিও ওর ক্ষতি করুন।(৩৪)

সূরা আন্ নাজমে নবীজীর সাথে সাজ্দা করেছে জ্বিন

বর্ণনা করেছেন হযরত উসমান বিন সালিহ্ঃ আমাকে উমার নামে এক জ্বিন সাহাবী বলেছেন– আমি নবীজীর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি সূরা আন্-নাজ্ম তিলাওয়াত করেন এবং (ওই সূরার শেষে সাজ্দা থাকায়) তিনি সাজ্দা করেন। আমিও তাঁর সাথে সাজ্দা করি।(৩৫)

সূরা হাজ্জে নবীজীর সাথে দুই সাজ্দা করেছে জ্বিন

বর্ণনায় হযরত উসমান বিন সালিহ্ঃ উমর বিন ত্বলাক্ব নামের জ্বিন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি– আপনি কি জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দর্শনলাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন? তিনি বলেন–হ্যাঁ, আমি তাঁর থেকে বাইয়াতও পেয়েছি। ইসলামও কবুল করেছি। এবং তাঁর পিছনে ফজরের নামাযও পড়েছি। তিনি (এই নামাযে) সূরা হাজ্জ তিলাওয়াত করেছেন এবং তাতে দু'টি (তেলাওয়াতের) সাজ্দা দিয়েছেন।(৩৬)

এক জ্বিন সাহাবীর মৃত্যু হয়েছে ২১৯ হিজরীতে

হাফিয ইবনে হাজার আস্কালানী (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত উসমান বিন সালিহ, (জ্বিন সাহাবী) ২১৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। কোনও জ্বিন যদি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করে, তবে তার সত্যায়ন করা হবে। সুতরাং যে সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তিকালের একশ' বছর পর পৃথিবীর বুকে কোনও ব্যক্তি (সাহাবী) জীবিত থাকবে না– একথা কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, জ্বিনদের সম্পর্কে নয়।(৩৭)

সাপরূপী জ্বিন নিহত হলে কিসাস নেই

প্রথম ঘটনাঃ নূরুদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ (মৃত ৮১ হিজরী) এর সম্পর্কে কথিত আছে যে, একবার তাঁর সামনে এক বিশালকায় অজগর বের হয়েছিল। তা দেখে তিনি ভয় পান এবং সেটাকে মেরে ফেলেন। অমনই তাঁকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং তিনি পরিবার-পরিজনদের থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁকে রাখা হয় জ্বিনদের সাথে। অবশেষে তাঁকে পেশ করা হয় জ্বিনদের কাযীর কাছে। এবং নিহতের ওয়ারিস তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করতে তিনি তা অস্বীকার করেন।(অর্থাৎ, তিনি কোনও জ্বিনকে হত্যা করেননি)। তখন কাযী সেই ওয়ারিস জ্বিনকে জিজ্ঞাসা করেন, নিহত কোন্ আকৃতিতে ছিল? বলা হয়, সে ছিল অজগরের আকারে। কাযী তাঁর পাশে বসে থাকা ব্যক্তির দিকে মনোযোগী হলেন। তিনি বললেন-আমি জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– مَنْ تَزَيَّا لَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ

তোমাদের সামনে যে তার আকৃতি পাল্টে আসবে, তাকে তোমরা হত্যা করবে।(৩৮)

সুতরাং জ্বিন কাযী তাঁকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। এবং তিনি বাড়ি ফিরে এলেন।[৩৯]

প্রসঙ্গত, অন্য এক বর্ণনায় হাদীসের ভাষা আছে এইঃ

مَنْ تَزَيَّا بِغَيْرِ زِيِّهٖ فَقُتِلَ فَدَمُهٗ هَدْرٌ

যে তার আকৃতি পাল্টে অন্য কোনও আকৃতি ধারণ করে, তাকে কতল করা হলে, তার খুন মাফ।[৪০]

দ্বিতীয় ঘটনাঃ একবার এক ব্যক্তি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিল তার এক সাথীকে নিয়ে। রাস্তায় লোকটি তার সাথীকে কোনও এক কাজে পাঠায়। সে ফিরতে দেরি করে। সারা রাত কেটে যায়। অবশেষে যখন সে আসে, তখন তার পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য ছিল না। লোকটি তার সেই সাথীর সাথে কথা বলল। কিন্তু সে উত্তর দিল যথেষ্ট দেরি করার পর। লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার এমন অবস্থা কেমন করে হল? সে বলল, আমি এক পোড়ো বাড়িতে পেশাব করতে ঢুকেছিলাম। ওখানে একটা সাপ দেখতে পেয়ে সেটাকে আমি মেরে ফেলি। সাপটাকে মেরে ফেলার পর আমাকে কেউ ধরে যমীনে নামিয়ে নিয়ে গেল। তারপর একটি দল আমাকে ঘিরে ধরল। তারা বলতে লাগল, 'এই ব্যক্তি অমুককে হত্যা করেছে। আমরাও একে খুন করব।' কোনও একজন বলল, 'একে শাইখের কাছে নিয়ে চলো।' সুতরাং ওরা আমাকে শাইখের কাছে নিয়ে গেল। শাইখের ছিল খুব সুন্দর আকার-আকৃতি। সাদা, লম্বা দাড়ি। তারা আমাকে দাঁড় করিয়ে দেবার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী?' তারা তখন মামলা পেশ করল। শাইখ জিজ্ঞাসা করলেন, ' সে কোন্ আকৃতিকে বের হয়েছিল?' ওরা বলল, 'সাপের আকৃতিতে।' তখন শাইখ বললেন,'আমি জনাব রসূলুল্লাহ, (সাঃ)-এর থেকে শুনেছি, তিনি লাইলাতুল জ্বিনে (বা জ্বিন-রজনীতে) আমাদের বলেছিলেনঃ

مَنْ تَصَوَّرَ مِنْكُمْ فِىْ صُوْرَةٍ غَيْرِ صُوْرَتِهٖ فَقُتِلَ فَلَا شَىْءَ عَلٰى قَاتِلِهٖ

তোমাদের মধ্যে যে আপন আকৃতি বদলে অন্য কোনও আকৃতি অবলম্বন করে, তারপর নিহত হয়, তাহলে তার হত্যাকারীর ক্ষেত্রে (মৃত্যুদণ্ড বা প্রতিশোধ গ্রহণের আইন প্রভৃতি) কিছুই প্রযোজ্য হবে না।[৪১]

অতএব, একে ছেড়ে দাও।' তাই ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।[৪২]

জ্বিনের হাদীস বর্ণনার মানদণ্ড

হযরত উসমান বিন সালিহ্ (জ্বিন সাহাবী)-র হাদীসের সম্বন্ধে হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেছেনঃ যে জ্বিন ওই হাদীস বর্ণনা

করেছে, সে সত্যই বলেছে।' ইবনে হাজারের এই উক্তি এ কথার প্রমাণ দেয় যে, জ্বিনের হাদীস বর্ণনায় বিলম্ব করতে হবে। কেননা হাদীস বর্ণনাকারীর মধ্যে ন্যায়নীতি ও নিয়ন্ত্রণ দু'টোই শর্ত। তাই যে ব্যক্তি সাহাবী হবার দাবী করবে তার পক্ষেও ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। আর জ্বিনদের ন্যায়-ইনসাফের কথা জানা যায় না। তাছাড়া শয়তানদের সম্পর্কে (বিভিন্ন হাদীসে) সতর্ক করা হয়েছে যে, ওরা (কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে) জনসমাজে এসে (নিজেদের তরফ থেকে মনগড়া) হাদীস বয়ান করবে।[৪৩]

ইবলীস মিথ্যা হাদীস শোনাবে হাটে-বাজারে

হযরত ওয়াসিলাহ্ বিন আসকুঅ, (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, জনাব রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেনঃ

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَطُوْفَ اِبْلِيْسُ فِى الْاَسْوَاقِ

وَيَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত ঘটবে না যতক্ষণ না ইবলীস হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে বলবে 'অমুকের পুত্র অমুক আমাকে বর্ণনা করেছেন এই এই হাদীস।[৪৪]

শয়তান মানুষের রূপ ধরে দ্বীনে ইসলামে অশান্তি ছড়াবে

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

يُوْشِكُ اَنْ تَظْهَرَ فِيْكُمْ شَيَاطِيْنُ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَوْثَقَهَا

فِى الْبَحْرِ يُصَلُّوْنَ مَعَكُمْ فِىْ مَسَاجِدِكُمْ وَيَقْرَءُوْنَ مَعَكُمُ الْقُرْاٰنَ

وَيُجَادِلُوْنَكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاِنَّهُمْ لَشَيَاطِيْنُ فِىْ صُوْرَةِ الْاِنْسَانِ ـ

হযরত দাউদের পুত্র সুলাইমান (আঃ) শয়তানদেরকে সমুদ্রে নিযুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেই জামানা নিকটবর্তী, যাতে শয়তানরা তোমাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে। তোমাদের সাথে তোমাদের মসজিদে নামায পড়বে। তোমাদের সাথে কোরআন পাঠ করবে এবং তোমাদের সাথে দ্বীনে ইসলামের বিষয়ে ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করবে। সাবধান! ওরা হবে মানুষরূপী শয়তান।[৪৫]

উপরোক্ত বর্ণনার অতিরিক্ত বিবরণ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

اِنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ اَوْثَقَ شَيَاطِيْنَ فِى الْبَحْرِ فَاِذَا كَانَتْ سَنَةُ

خَمْسٌ وَّثَلَاثِيْنَ وَمِائَةٍ خَرَجُوْ فِيْ صُوَرِ النَّاسِ وَأَبْشَارِهِمْ فِي الْمَجَالِسِ وَالْمَسَاجِدِ وَنَازَعُوْهُمُ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيْثَ

হযরত সুলাইমান বিন দাউদ (আঃ) শয়তানদেরকে সমুদ্রে অন্তরীন করে দিয়েছিলেন। ১৩৫ সাল হলে ওই শয়তানরা মানুষের আকার আকৃতিতে মসজিদে ও মজলিসে প্রকাশ পাবে এবং মসজিদ-মাদ্রাসার লোকদের সাথে কোরআন-হাদীস নিয়ে দ্বন্দ্ব বিবাদ করবে।[৪৬]

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ

যে শয়তানগুলোকে হযরত দাউদের পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ) সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে বন্দী করে রেখেছিলেন, তারা বের হবে। তাদের মধ্যে ৯০ শতাংশ ইরাকের দিকে মুখ করবে ও ইরাকবাসীদের সাথে কোরআন নিয়ে অশান্তি ছড়াবে এবং ১০ শতাংশ শয়তান যাবে সিরিয়ার দিকে।[৪৭]

মসজিদে খইফ'-এ গল্প-বলিয়ে জ্বিন

হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেছেনঃ আমাকে এক ব্যক্তি বলেছেন যে, তিনি এক গল্পকারীকে মাসজিদে খইফে গল্প বলতে দেখেছেন। তিনি বলেছেন-আমি ওই গল্পকারীকে ডেকে পাঠাতে দেখলাম যে সে এক শয়তান।[৪৮]

মিনার মসজিদে মনগড়া হাদীস বয়ানকারী শয়তান

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেছেনঃ আমাকে ওই ব্যক্তি বলেছেন, যিনি স্বয়ং দেখেছেন যে শয়তান মিনার মসজিদে জনাব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে (মনগড়া) হাদীস শোনাচ্ছিল এবং লোকেরা তার থেকে হাদীস শুনে লিখে নিচ্ছিল।[৪৯]

মাসজিদুল হারামে মনগড়া হাদীস শোনানেঅলার ঘটনা

হযরত ঈসা বিন আবূ ফাতিমাহ্ ফিয্‌যারী (রহঃ)-এর বর্ণনাঃ আমি মসজিদুল হারামে এক মুহাদ্দিসের কাছে বসে হাদীস লিখছিলাম। সেই মুহাদ্দিস যখন বললেন– আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন শাইবানী...। –তখন (ওখানে উপস্থিত) থাকা এক ব্যক্তি বলল, আমাকেও শাইবানী হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস বললেন, ইমাম শাঅ্‌বী হাদীস বর্ণনা করেছেন। সেই ব্যক্তি বলল, আমাকেও ইমাম শাঅ্‌বী হাদীস বয়ান করেছেন। মুহাদ্দিস বললেন, হারিস রিওয়াইয়াত করেছেন। সেই ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আমি হারিসের সাথে সাক্ষাৎও করেছি এবং তাঁর থেকে হাদীসও শুনেছি। মুহাদ্দিস বললেন, হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা আছে। সেই ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম, আমি হযরত আলীর

সাথেও মুলাকাত করেছি এবং তাঁর সঙ্গে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শরীকও থেকেছি।'

আমি (ঈসা বিন আবু ফাতিমাহ্) ওর মুখে এইরকম কথা শুনে 'আয়াতুল কুর্‌সী' পড়া শুরু করি এবং 'অলা ইয়াউদুহূ হিফ্‌যুহুমা-' পর্যন্ত পৌছে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি কেউ নেই।[৫০]

হাদীস বর্ণনার একটি মূলনীতি

ইমাম শাঅবাহ্ (রহঃ) বলেছেনঃ যদি তোমাদের কাছে এমন কোনও মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করে। যার চেহারা তোমাদের নজরে না পড়ে, তবে তার সূত্রে বর্ণিত হাদীস তোমরা গ্রহণ করবে না। হতে পারে সে শয়তান এবং মুহাদ্দিসের রূপ ধরে এসে বলছে– হাদ্দাসানা অ আখ্‌বারানা...।

প্রমাণসূত্রঃ

(১) সূরা জ্বিন, আয়াত১১।
(২) আব্‌দ বিন হামীদ।
(৩) আন্ নাসিখ অল্-মান্‌সূখ, ইমাম আহ্‌মাদ। কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবূ আশ্-শাইখ।
(৪) আল্ ইবানাহ্, আবূ নাসর সান্‌জারী।
(৫) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, আল্ হাওয়াতিফ, (১০৭),পৃষ্ঠা ৯২।
(৬) মুসনাদে বায্‌যার। তার্‌গীব অ তার্‌হীব, ১ ঃ ৪৩১। মাজমাউয্ যাওয়াইদ, ২ ঃ ২৬৬। আল্ হাবী লিল্ ফাতাওয়া, ২ ঃ ৩০।
(৭) ফাতাওয়া ইবনে সলাহ্।
(৮) তাফসীর হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ)। মা আরিফুল কোরআন, ৮ ঃ ৫৭৭–সূত্র তাফসীর মাযহারী।
(৯) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া, আল্ হাওয়াতিফ (১৫৭), পৃষ্ঠা ১১৪।
(১০) তারীখে মাক্কাহ্, আয্‌রক্কী, ২ ঃ ১৭।
(১১) তারীখে মাক্কাহ।
(১২) দালায়িলুন্ নুবুউঅত, আবূ নুআইম আস্‌বাহানী।
(১৩) আল্-মাজালিস, ইমাম দীনূরী।
(১৪) নিহায়াহ্, ইবনে আসীর। মাজমাউল বাহারুল আন্‌ওয়ার, ৪ ঃ ২৫৩।
(১৫) মালিক, খত্বীব বাগ্‌দাদী। তারীখে জুরজান সাহ্‌সী হাদীস নং ৫২৬।
(১৬) তারজুমাতুল কাযী আল্ খলঈ।
(১৭) মুস্‌নাদে আহমাদ, ১ ঃ ২৭৮,২৯৯। দালায়িলুন নুবুউঅত, ইমাম বাইহাকী, ৭ ঃ ১১২।
(১৮) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া।
(১৯) বাইহাকী, দালায়িলুন্ নুবুউঅত, ৭ ঃ ৮৬। মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৪ ঃ ৬৪, ৬৫; ৫ ঃ ৩৭৬, ৩৭৮। দূরর্রে মান্‌সুর, ৬ ঃ ৪০৫।
(২০) ইবনে জারীর।
(২১) কিতাবুল ফুনূন, ইবনে আক্বীল।
(২২) ফাওয়াইদ ইবনে সীরনী হারানী হাম্‌বলী। এই অনুসরণ (ইক্‌তিদা) তখনই শুদ্ধ

হবে, যখন জ্বিনকে দেখা যাবে, কেবল আওয়াজ শুনে ইক্‌তিদা করা শুদ্ধ নয়। অর্থাৎ ইমামতকারী জ্বিনকে দেখা গেলে তবে তার পিছনে ইক্‌তিদা করা শুদ্ধ হবে, নতুবা নয়। আল্লাহই ভাল জানেন। –অনুবাদক।

(২৩) নাওয়াদির, ইবনে সীরনী, সূত্র তবারানী ও আবূ নুআইম। তবারানী ও আবূ নুআইম। ত্বারানী, ১০ ঃ ৭৯। মাজমাউয্ যাওয়াঈদ, ৮ ঃ ৩১৩। মুস্‌নাদে আহমাদ, ১ ঃ ৪৫৮। বাইহাকী, ১ঃ ৯।

(২৪) বুখারী, কিতাবুল আযান, বাব ৫; বাদউল খলক্ব, বাব ১২; আত্‌ তাওহীদ, বাব ৫২। নাসায়ী, আযান, বাব ১৪। ইবনে মাজা, বাব ৫। মুআত্তা মালিক, আন-নিদা লিস্‌সলাত, হাদীস ৫। মুস্‌নাদে আহমাদ, ৩ ঃ ৬, ৩৫, ৪৩। মিশ্‌কাত, ৬৫৬। তাল্‌খীসুল জ্বিয়ার, ১ ঃ ১০৪। আযকারে নাওবী, হাদীস ৩৫। আতহাফুস সাদাহ্‌ ৩ঃ ৫।

(২৫) সহীহ্‌ বুখারী, কিতাবুস সলাহ্‌, বাব ৭৫; আল্‌ আমবিয়া, বাব ৪০; তাফ্‌সীরে সূরা ৩৮। মুসলিম, মাসজিদ, হাদীস ৩৯। মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ,২ঃ২৯৮।

(২৬) দালায়িলুন্‌ নুবুউঅত, আবূ নুআইম, ১২৮।

(২৭) ইবনে আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া, আল্‌ হাওয়াতিফ (১০৪), পৃষ্ঠা ৯০।

(২৮) মাকারিমুল আখ্‌লাক্ব খরায়িতী।

(২৯) সূরা আল আহক্বাফ, আয়াত ২৯।

(৩০) ইবনে আবিদ্‌ দুন্‌ইয়া, আল্‌ হাওয়াতিফ, পৃষ্ঠা ৩৮, হাদীস নং ২৪।

(৩১) দালায়িলুন্‌ নুবুউঅত, বাইহাকী,৬ঃ৪৯৪, ৪৯৫। ইবনে কাসীর, ৬ঃ ২৪৮।

(৩২) কিতাবু মাক্কাহ্‌ ফাকিহী।

(৩৩) রুবাইয়্যাত, আবূ বকর বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আশ্‌ শাফিঈ।

(৩৪) আবূ বকর আশ্‌ শাফিঈ, ফী রুবাইয়াহ্‌। কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস নং ২১৫২৬। মুসনাদ আল-ফিরদাউস, দাইলামী, ৪ ঃ ২১, হাদীস নং ৬০৬০। যাহ্‌রুল ফিরদাউস, ৪ ঃ ১১। তাজরুবাতুস্‌ সাহাবা, ১ ঃ ২৩৮, হাদীস ২৪৯৯।

(৩৫) তবারানী কাবীর।

(৩৬) কামিল, ইবনে আদী।

(৩৭) আল্‌ আসাবাহ্‌, ইবনে হাজার আস্‌কালানী (রহঃ)।

(৩৮) আন্‌বাউল গমার, ইবনে হাজার। ফাতহুল বারী, ২১।

(৩৯) আনবাউল গমার, ইবনে হাজার।

(৪০) আস্‌রারুল মারফুআহ্‌, ৩৩৮। তায্‌কিরাতুল মাউযূআত-১৫৮।

(৪১) তাগ্‌লীকুত্‌ তাঅলীক, ইবনে হাজার আসকালানী। ফাত্‌হুল বারী। তাহ্‌যীবে তারীখে দামিশ্‌ক, ইবনে আসাকির, ৪ ঃ ১৫৫।

(৪২) তারীখে ইবনে আসাকির।

(৪৩) আনবাউল গমার।

(৪৪) ইবনে আদী, কামিল, ১ঃ৫৯,৯৭। বাইহাকী দালায়িলুন্‌ নুবুউঅত ৬ঃ১৫৫।

(৪৫) তবারানী। জামিই কাবীর, সুয়ূতী ১ ঃ ১০১৯। কান্‌যুল উম্মাল, ১০ ঃ ২৯১২৬। দালায়িলুন্‌ নুবুউঅত, বাইহাকী, ৬ ঃ ৫৫০।

(৪৬) সিরাযী, ফিল-আলকাব। জামিই কাবীর, সুয়ূতী, ১ঃ ১০১৯। কানযুল উম্মাল, ১০ঃ ২৯১২৭।

(৪৭) কান্‌যুল উম্মাল, হাদীস নং ২৯১২৮, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ২১৩ (সূত্রঃ আকীলী, ইবনে আদী, আল ইবানাহ্‌, আবু নাসর, সানজারী, ইবনে আসাকির, ইবনে জাওযী ফীল মাউযুআত)। আকীলী ফীয্‌ যুআফা, ২ ঃ ২১৩। ইবনে আদী, ৪ ঃ ১৪০৩। তান্‌যিয়াতুশ্‌ শারইয়াহ, ১ ঃ ৩১৩। ফাওয়াইদে মাজমুআহ্‌, ৫০৪।

(৪৮) তারীখে কাবীর। বুখারী। দালায়িলুন্‌ নুবুউঅত, বাইহাকী, ৬ ঃ ৫৫১।

(৪৯) ইবনে আদী।

(৫০) ইবনে আদী। দালায়িলুন্‌ নুবুউঅত, বাইহাকী, ৬ ঃ ৫৫১।

জ্বিনদের সাওয়াব ও আযাব

কাফির জ্বিনরা জাহান্নামে যাবে

ইসলামের আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে কাফির জ্বিনদেরকে পরকালে শাস্তি দেওয়া হবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ

জাহান্নাম-ই তোমাদের বাসস্থান।[১]

আল্লাহ আরও বলেছেনঃ وَاَمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

(জ্বিনদের মধ্যে) যারা অত্যাচারী, তারা হবে জাহান্নামের ইন্ধন।[২]

মু'মিন জ্বিনদের বিধান

মু'মিন জ্বিনদের সম্বন্ধে কয়েকটি মত বা মাযহাব আছে।

প্রথম মাযহাব ঃ ওদের কোনও সাওয়াব মিলবে না। কেবল জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতিই হবে ওদের পুরস্কার। তারপর ওদের নির্দেশ দেওয়া হবে, তোমরাও পশুদের মতো মাটি হয়ে যাও।–এই মত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-র।[৩]

হযরত লাইস বিন আবূ সালীম (রহঃ) বলেছেন ঃ জ্বিনদের প্রতিদান হল জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান। তারপর ওদের বলা হবে, তোমরা মাটিতে পরিণত হও।[৪]

হযরত আবুয্‌ যুনাদ (রহঃ) বলেছেন ঃ হযরত জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা মু'মিন জ্বিন ও বাকী সমস্ত সৃষ্টিকে হুকুম দেবেন যে, তোমরা মাটি হয়ে যাও। সুতরাং সবাই মাটি হয়ে যাবে। সেই সময় কাফিরও বলবে।[৫] يَالَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا

হায়! আমিও যদি মাটি হতাম।[৬]

দ্বিতীয় মাযহাব ঃ জ্বিনরা আল্লাহর আনুগত্যের পুরস্কার পাবে এবং অবাধ্যতার শাস্তিও ভোগ করবে। এই মত ইবনে আবী লাইলাহ্, ইমাম মালিক, ইমাম আওযাঈ, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ও তাঁদের ছাত্রদের। এবং (অন্য এক বর্ণনায়) হযরত ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর দুই প্রখ্যাত ছাত্র (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) থেকে এই মতই উদ্ধৃত করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাযম বলছেন– মু'মিন জ্বিনরা জান্নাতে যাবে।(৭)

ইবনে আবী লাইলাহ্

ইমাম ইবনে আবী লাইলাহ্ বলেছেনঃ জ্বিনরা পরকালে পুরস্কারও পাবে।– এর সমর্থন পাওয়া যায় কোরআনের এই আয়াতে (৮)ঃ

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا

এবং প্রত্যেক (জ্বিন ও ইনসান)-এর জন্য তাদের কাজ অনুসারে (জান্নাতে ও জাহান্নামে) স্থান রয়েছে।(৯)

হযরত খুযাইমাহ্ বলেছেনঃ (১০) হযরত ইবনে অহাবকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-যা আমিও শুনেছিলাম–জ্বিনদের শ্রমফল প্রদান ও শাস্তিদান হবে কি না? উত্তরে ইবনে অহাব বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ـ

এবং (কুফরের উপর অটল থাকার কারণে) ওদের উপরেও ওদের পূর্ববর্তী জ্বিন ও ইনসানের ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে। ওরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।(১১)

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا

এবং প্রত্যেক (জ্বিন ও মানুষ)-এর জন্য তাদের কর্ম অনুযায়ী (জান্নাতে ও জাহান্নামে) জায়গা আছে।(১২)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সৃষ্টিকুল চার প্রকার–এক প্রকার সৃষ্টি জান্নাতে যাবে ও এক প্রকার সৃষ্টি জাহান্নামে যাবে এবং দু'প্রকার সৃষ্টি জান্নাতে ও জাহান্নামে যাবে। সুতরাং যে সৃষ্টি পুরোপুরি জান্নাতে যাবে, তারা হল ফিরিশ্‌তামণ্ডলী ও যারা সকলেই জাহান্নামে যাবে, তারা হল শয়তানের দল এবং যে দু'প্রকার সৃষ্টি জান্নাতে ও জাহান্নামে যাবে তারা হল জ্বিনজাতি ও মানব

সম্প্রদায়। জ্বিন ও ইনসানের মধ্যে মুসলমানরা পুরস্কার পাবে আর কাফিররা পাবে শাস্তি।(১৩)

মুগীস বিন সাম্মী (রহঃ)

হযরত মুগীস বিন সাম্মী বলেছেনঃ আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্টি জাহান্নামের ভয়ঙ্কর গর্জন শুনে থাকে কিন্তু দুই প্রকার সৃষ্টি (জ্বিন ও ইনসান)-এর জন্য রয়েছে পুরস্কার অথবা শাস্তি।(১৪)

হযরত হাসান বস্‌রী (রহঃ)

হযরত হাসান বস্‌রী বলেছেনঃ জ্বিনরা ইবলীসের বংশধর এবং মানুষ হযরত আদমের বংশধর। এদের মধ্যেও ঈমানদার আছে, ওদের মধ্যেও ঈমানদার আছে। এরা পুরস্কার তথা শাস্তির ক্ষেত্রেও অংশীদার। সুতরাং এই উভয় প্রকার সৃষ্টির মধ্যে মু'মিনরা হবে আল্লাহর বন্ধু এবং উভয় প্রকার সৃষ্টির মধ্যে কাফিররা হবে শয়তান।(১৫)

প্রমাণসূত্র ঃ

(১) সূরা আল্-আন্‌আম, আয়াত ১২৮।
(২) সূরা জ্বিন, আয়াত ১৫।
(৩) ইবনে হাযম, আল্- মিলাল অন্ নিহাল।
(৪) ইবনে আবিদ্ দুন্‌ইয়া।
(৫) সূরা আন্-নাবা, আয়াত ৪০।
(৬) আব্‌দ্ বিন হামীদ। ইব্‌নুল মুন্‌যির। কিতাবুল 'আজ্বাইব অল্-গরাইব, ইমাম ইবনে শাহীন।
(৭) আল্-মিলাল অন্-নিহাল।
(৮) সূরা আল-আন্‌আম, আয়াত ১৩২।
(৯) ইবনে আবী হাতিম।
(১০) কিতাবুল উয্‌মাহ, আবূ আশ্-শাইখ।
(১১) সূরা হামীম সাজ্‌দাহ্, আয়াত ২৫।
(১২) সূরা আন্‌আম, আয়াত ১৩২। সূরা আল্-আহক্বাফ, আয়াত ১৯।
(১৩) কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবূ আশ্-শাইখ।
(১৪) কিতাবুল উয্‌মাহ্, আবূ আশ্-শাইখ।
(১৫) ইবনে আবী হাতিম। আবূ আশ্-শাইখ।